NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

# একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

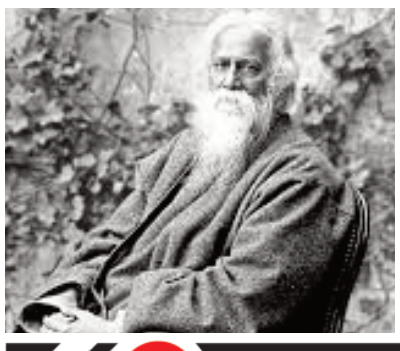

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ প্রথম রবীন্দ্র-পুরস্কারপ্রাপকের চোখে রবীন্দ্রনাথেরই অতিরিক্ত যোগ্যতা নেই!

টাকা দিয়ে চাকরি, তৃণমূল নেতাদের কলার ধরে আদায়ের নিদান সুকান্তর ৫

কলকাতা ১৫ মে ২০২৪ ২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বুধবার সপ্তদশ বর্ষ ৩৩২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 15.5.2024, Vol.17, Issue No. 332, 8 Pages, Price 3.00

## এক নজরে

**খড়দার রুইয়ায় গাড়ির ধাক্কায় মৃত স্কুল ছাত্রী, আহত দুই**

মৃত ছাত্রী রূপকথা দত্ত

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** পণ্যবাহী ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক স্কুল ছাত্রীর। গুরুতর জখম আরও দুই পড়ুয়া। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার দুপুরে মোহনপুর থানার পাতুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের খড়দার রুইয়া ৫৬ নম্বর বাস স্ট্যান্ডের কাছে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েতে। পথ দুর্ঘটনায় মৃত ছাত্রী রূপকথা দত্ত স্থানীয় একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী ছিল। তাঁর বাড়ি মধ্যমগ্রামে। মৃতার দুই সহপাঠী অদ্রিকা পালিত ও ত্রিদিব রায় গুরুতর জখম অবস্থায় ব্যারাকপুর ওয়ারলেস মোড়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী উত্তম শিকদার বলেন, অফিস থেকে বাড়ি ফেরার জন্য সবেমাত্র অটো থেকে নেমেছি। দেখলাম সোদপুরের দিক থেকে একটা গাড়ি হর্ন মারতে মারতে দ্রুতবেগে যাচ্ছে। কিন্তু অসতর্কতার দরুণ ওই তিনজন পড়ুয়া গাড়িটির ধাক্কা খায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পাতুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান কিশোর বৈশ্য বলেন, ছুটির পর স্কুল থেকে বেরিয়ে ব্রিজের সামনে দিয়ে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের পারাপার করছিল সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের তিন পড়ুয়া। ওরা প্রথম লেন পেরিয়ে দ্বিতীয় লেন ক্রস করছিল। তখন দ্রুতবেগে আসা একটি ট্রাক তিনজনকে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কায় রূপকথা দত্ত নামে এক ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। আহত আরও দুজন পড়ুয়া হাসপাতালে ভর্তি আছে। মোহনপুর থানার পুলিশ চালক-সহ ঘাতক ট্রাকটিকে আটক করেছে।

### বাড়ছে সশস্ত্র বাহিনী

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** লোকসভা নির্বাচনের শেষ তিন পর্বে পশ্চিমবঙ্গের জন্য বাড়ানো হচ্ছে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনীর সংখ্যা। নির্বাচন কমিশন সূত্র অনুসারে, চতুর্থ দফার তুলনায় রাজ্যে পঞ্চম দফায় ৩২ শতাংশ অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হবে। রাজ্যে আগামী ৩ দফায় ভোট হবে যথাক্রমে ২০ মে, ২৫ মে এবং ১ জুন। যদিও এদিন শুধুমাত্র পঞ্চম দফায় বাহিনীর বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়েই জানানো হয়েছে। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের অফিসের সূত্র অনুসারে, গতকাল সোমবার ১৩ মে চতুর্থ দফার ভোটে রাজ্যে মোতায়েন ছিল ৫৭৮ কোম্পানি সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্স। যা আগামী ২০ মে ভোটের জন্য বাড়িয়ে করা হচ্ছে ৭৬২ কোম্পানি। রাজ্যে পঞ্চম দফায় বাহিনী বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও চতুর্থ দফার তুলনায় পঞ্চম দফায় রাজ্যে কম আসনে ভোটগ্রহণ হবে। চতুর্থ দফায় রাজ্যে ভোট হয়েছে ৮টি আসনে। পঞ্চম দফায় আগামী ২০ মে ভোট হবে ৭টি আসনে। যার মধ্যে আছে হাওড়া, উলুবেড়িয়া, হুগলি, আরামবাগ, শ্রীরামপুর, ব্যারাকপুর ও বনগাঁ। যার মধ্যে আছে হাওড়ার ২টি কেন্দ্র, হুগলির ৩টি কেন্দ্র এবং উত্তর ২৪ পরগনার ২টি কেন্দ্র। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, পঞ্চম দফায় বুথের নিরাপত্তায় মোট মোতায়েন হচ্ছে ৬১৩ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। এর মধ্যে সব থেকে বেশি থাকছে হুগলি গ্রামীণ এলাকায়।

### ক্ষমাপ্রার্থী

গতকাল ১৪ মে মঙ্গলবার প্রথম পাতায় এক শীর্ষকে 'চতুর্থ দফা ভোটের দিনই..' এর পরিবর্তে ভুলবশতঃ 'চতুর্থ দফা ভাটের দিনই...' মুদ্রিত হয়েছে। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

# হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যে বারাণসীতে মনোনয়ন জমা দিলেন প্রধানমন্ত্রী

## দশাশ্বমেধ ঘাট এবং কালভৈরব মন্দিরে পুজো

**বারাণসী, ১৪ মে:** মহাসমারোহে বারাণসী লোকসভা কেন্দ্র থেকে মনোনয়ন জমা দিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগে গঙ্গাস্নান সারেন প্রধানমন্ত্রী। এর পর বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাটে পুজো দেন তিনি। পুজো দেন বারাণসীর কাল ভৈরব মন্দিরেও। পরে বেলা ১২টা নাগাদ মনোনয়ন জমা দিতে যান তিনি।

মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে ছিলেন পণ্ডিত গণেশ্বর শাস্ত্রী, যিনি অযোধ্যার রামমন্দিরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করার দিনক্ষণ ঠিক করেছিলেন। পণ্ডিত গণেশ্বর মোদির মনোনয়নের চার প্রস্তাবকের মধ্যে অন্যতম। বাকি তিন জন প্রস্তাবক ছিলেন বৈজনাথ প্যাটেল (ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত এক জন আরএসএস স্বেচ্ছাসেবক), লালচাঁদ কুশওয়াহা (ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত বিজেপি নেতা) এবং সঞ্জয় সোনকার (দলিত সম্প্রদায়ভুক্ত নেতা)। প্রধানমন্ত্রী মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ-সহ দলের বহু শীর্ষনেতাও উপস্থিত ছিলেন।

বারাণসীতে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতি উপলক্ষে সেজে ওঠে সারা শহর। সংবাদমাধ্যম 'ইন্ডিয়া টুডে'র সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে কথা বলার সময় মোদি জানান, 'মা গঙ্গা (গঙ্গা নদী)' তাঁকে শহরে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এর পর আবেগপ্রবণ হয়ে মোদি আরও বলেন, বারাণসীর স্থানীয়েরা তাঁকেও একজন 'বানারসিয়া (বারাণসীর বাসিন্দা)' বানিয়ে দিয়েছে।

মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডলে কাশীর প্রতি ভালবাসা এবং বছরের পর বছর ধরে গঙ্গা নদীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কী ভাবে বিকশিত হয়েছে, তা নিয়ে একটি ভিডিও পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। সেই ভিডিওয় বিভিন্ন সময়ে প্রধানমন্ত্রীর বারাণসী সফরের স্মৃতি তুলে ধরা হয়েছে। মঙ্গলবার মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগে সোমবার বারাণসীতে একটি বর্ণাঢ্য রোড-শো করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেই শোভাযাত্রায় তাঁর সঙ্গে ছিলেন আদিত্যনাথ।

একাধিক নেতামন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এদিন মনোনয়ন জমা দিতে যান প্রধানমন্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাও হাজির ছিলেন মনোনয়ন পেশের সময়ে। বিহারের নীতীশ কুমার ছাড়াও প্রত্যেকটি বিজেপিশাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা হাজির ছিলেন। সবমিলিয়ে ২৫ জন হেভিওয়েট নেতাকে সঙ্গে নিয়ে মনোনয়ন পেশ করেন প্রধানমন্ত্রী। তবে মনোনয়ন দেওয়ার সময়ে জেলাশাসকের কক্ষে হাজির ছিলেন কেবল যোগী।

২০১৪ সালে প্রথম বার বারাণসী থেকে বিজেপির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন মোদি। এই নিয়ে টানা তিন বার বারাণসী লোকসভা কেন্দ্র থেকে তিনি প্রার্থী হয়েছেন। বারাণসী কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ ১ জুন, লোকসভা নির্বাচনের সপ্তম এবং চূড়ান্ত দফায়।

# জিতলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নাগরিকত্ব দেবে বিজেপি

## মতুয়াদের গ্যারান্টি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** নাগরিকত্বও পাবেন। দেশে সম্মানের সঙ্গে বাঁচার অধিকারও পাবেন। সিএএ কার্যকর করার পর মতুয়াবাসীর সংশয় দূর করতে বনগাঁয় দাঁড়িয়ে জোর গলায় আশ্বাস দিয়ে গেলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আশ্বাস দিলেন, 'বনগাঁয় শান্তনু ঠাকুর জিতলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নাগরিকত্ব দেবে বিজেপি।'

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন কার্যকর করার পর মতুয়াদের মধ্যে যে রকম সাড়া প্রত্যাশা করা হচ্ছিল, সেই সাড়া মেলেনি। উলটে মতুয়া সমাজের অনেকেই সংশয়ে। বিশেষ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে সিএএ নিয়ে প্রচার করছেন, তাতে অনেকের মনে সংশয় তৈরি হয়েছে, আদৌ সিএএ-তে আবেদন করা যুক্তিযুক্ত হবে কিনা। বনগাঁর সভা থেকে সেই সংশয় দূর করার চেষ্টা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বলে গেলেন, বিভ্রান্ত হবেন না। নাগরিকত্ব পাওয়ার আবেদন করলে কারও অসুবিধা হবেন না।

বনগাঁর সভা থেকে শাহের দাবি, 'মতুয়া সমাজের মানুষকে আমি আশ্বাস দিচ্ছি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মিথ্যা বলছেন। বলছেন, সিএএ চালু হলে মানুষ সমস্যায় পড়বেন। আমি বলছি, বিভ্রান্ত হবেন না। নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করবেন। কারও কোনও অসুবিধা হবে না। আবেদন করুন, নাগরিকত্বও পাবেন। সম্মানের সঙ্গে বাঁচতেও পারবেন।' এর পরই শাহি ঘোষণা, 'বিজেপি জিতলে শান্তনু ঠাকুর বাড়ি বাড়ি গিয়ে নাগরিকত্ব দেবেন।'

কোনও রাখঢাক না করেই শাহ এদিন বলে দিয়েছেন, হরিচাঁদ ঠাকুর-গুরুচাঁদ ঠাকুরের অনুগামী মতুয়ারা বিজেপির 'ভোটব্যাংক'। শাহের বক্তব্য, 'দিদি ভোটব্যাংকের রাজনীতির জন্য অনুপ্রবেশকারীদের ঢোকায়। আর মতুয়াদের নাগরিকত্ব দিতে দেব না। বলে কিনা বাংলায় সিএএ হতে দেব না। আরে দিদি আপনি আটকাবেন কী করে। নাগরিকত্ব কেন্দ্রের বিষয়।' এরপরই শাহর গ্যারান্টি, 'দুনিয়ার কোনও শক্তি সিএএ আটকাতে পারবে না।'

### 'জেলে যেতেই হবে'!

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** লোকসভা ভোটের প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যত বার বাংলায় এসেছেন ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্ন কাণ্ড নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। কৃষ্ণনগরের বহিষ্কৃত সাংসদ তথা এ বারের তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্রকে সরাসরি আক্রমণ করেননি। কিন্তু মঙ্গলবার, কৃষ্ণনগর কেন্দ্রে ভোট সমাপ্ত হতেই টাকা নিয়ে প্রশ্নকাণ্ডে মহুয়াকে আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ। তবে এ বারও মহুয়ার নাম করেননি তিনি। বনগাঁর বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুরের সমর্থনে নির্বাচনী সভা থেকে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে শাহ বলেন, 'মমতাদিদি, এই তো শুরু। দুর্নীতিতে যুক্ত সবাইকেই জেলে যেতে হবে।' 'দুর্নীতি' মামলায় তৃণমূলের প্রাক্তন এবং বর্তমান একাধিক নেতার গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে নাম না করে মহুয়াকেও নিশানা করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কুন্তল ঘোষ, তাপস মণ্ডল, গোপাল দলপতিদের নাম ভুল করে বলেন, 'এই অনুব্রত মণ্ডল, কুণাল ঘোষ, তাপস পাল, কুলপতি; কেউ চাকরির বিনিময়ে টাকা নিয়েছেন, কেউ গোরু পাচার মামলায়, কেউ কয়লা পাচার মামলায় জেলে গিয়েছেন।' তার পর জনতার উদ্দেশে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রশ্ন, 'আপনারা কেউ জীবনে এক সঙ্গে ৫০ কোটি টাকা দেখেছেন? এদের এক মন্ত্রীর (প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে নিশানা) কাছ থেকে ৫০ কোটি টাকা বেরোয়। আমি মমতাদিদিকে বলছি, এই ৫০ কোটি টাকা কার? ওই মন্ত্রীকে জেলে ঢোকানো উচিত নয় কি? মমতাদিদি, এই তো শুরু।' শাহ আরও বলেন, 'এই তো শুরু, চিট ফান্ড কেলেঙ্কারি, শিক্ষক দুর্নীতি, রেশন দুর্নীতি, পুরসভা নিয়োগে দুর্নীতি, গোরু পাচার, কয়লা পাচারকাণ্ড, পয়সার বদলে প্রশ্ন করা ব্যক্তিদের কাউকে ছাড়া হবে না।' অন্য দিকে, শাহের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তীর কটাক্ষ, 'কাগজ মুড়িয়ে যিনি টাকা নিয়েছিলেন, সেই শুভেন্দু অধিকারী অমিত শাহের দলের নেতা। অজিত পওয়ার, নারায়ণ রানেদের মতো ওয়াশিং মেশিনে ঢোকা নেতাদের আগে অমিত শাহ জেলে ভরুন, তার পর বড় বড় কথা বলবেন।'

# চোর কটাক্ষের পালটা মানহানির মামলা করব, আমি ছাড়ব না: মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** কোনও তথ্য এবং প্রমাণ ছাড়া যাঁরা তৃণমূলকে এবং তাঁকে 'চোর' বলছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। মঙ্গলবার শ্রীরামপুরে জনসভা ছিল মমতার। তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে প্রচারে গিয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকেই তিনি জানিয়েছেন, যাঁরা তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই তৃণমূলকে 'চোর' বলছেন, তাঁদের তিনি ছেড়ে কথা বলবেন না। মানহানির মামলা করবেন। যে সব সংবাদমাধ্যমে কোনও প্রমাণ ছাড়া সেই সব দাবি ছেপে দেওয়া হচ্ছে, তাঁদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেবেন।

মমতা বলেন, 'রোজ বলছে তৃণমূল চুরি করেছে। কোথায় চুরি করেছে? কার পকেটে চুরি করেছে জিজ্ঞাসা করুন। হাওয়া তুলে দিয়েছে। চুরি করেছে প্রমাণ কোথায়? আমি আদালতে যাচ্ছি মানহানির মামলা করতে। রোজ সংবাদপত্রে উল্টোপাল্টা বলা! আমি নিজে মামলা করছি। প্রকাশক-প্রচারক নেই, সেই কাগজগুলো টাকা পাচ্ছে, আর ছেপে দিচ্ছে। আমি ছাড়বার পাত্রী নই। আমি এ বার আঁটসাঁট করে ধরব। আমার নামে প্রমাণ নেই, তথ্য নেই আর চোর বানিয়ে দিল! আমি কারও পয়সায় এক কাপ চা-ও খাই না। তাকে বলছে চোর!'

মুখ্যমন্ত্রী মমতা সাত বারের সাংসদ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও ছিলেন। রাজ্যের তিন বারের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, পেনশন এবং বেতন বাবদ তাঁর মাসিক প্রাপ্য তিন লক্ষ টাকা। কিন্তু সেই টাকা তিনি নেন না। তা সত্ত্বেও তাঁকে নিয়ে মিথ্যা প্রচার করা হচ্ছে বলে মন্তব্য মমতার। তাঁর কথায়, 'আমি সাত বারের সাংসদ ছিলাম, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলাম। তিন বারের মুখ্যমন্ত্রী রয়েছি। আমি পেনশন এবং বেতন বাবদ ৩ লক্ষ টাকা পেতে পারি মাসে। ১৩ বছরে কয়েক কোটি টাকা দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু আমি টাকা নিইনি। আমার নিজের সাদা টাকা নিইনি।'

এর পরেই হুঁশিয়ারি দিয়ে মমতা আবারও বলেন, 'আমার নামে সিবিআই মামলা করেছিল। বদমাইশের গাছগুলো। যে দিন ওদের গাছে বেঁধে ভাল করে আদর করতে পারব, সে দিন বুঝবে মিথ্যা বলার কী দাম।' একই সঙ্গে তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে কুড়ি হাজার কোটি টাকা চুরির অভিযোগ তোলার জন্য শ্রীরামপুর থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপিকে একহাত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপিকে 'লুটেরা' পার্টি বলেও কটাক্ষ করেছেন। নিশানা করেছেন 'পিএম কেয়ার ফান্ড'-কেও। তাঁর কথায়, 'কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বলছে কুড়ি হাজার কোটি চুরি করেছে। চুরি করতে গেলে তোদের কাছে করতে যাব কেন? লুটেরা পার্টি একখানা। লজ্জা করে না। পিএম কেয়ার ফান্ডে কত কোটি ঝেড়েছিস? কেউ যদি মনে করে সরকার থেকে বিশ হাজার কোটি তুলব, সেটা কোনও ব্যাপার? আমরা ওই রাজনীতি করি না।'

উল্লেখ্য, শ্রীরামপুরের আগে বনগাঁয় তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসের হয়ে প্রচার সারেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার 'মোদির গ্যারান্টি' নিয়ে দুই কেন্দ্র থেকেই প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করেন তিনি।

# রাজ্যপালের বিরুদ্ধে এবার ধর্ষণের অভিযোগ!

## তদন্ত রিপোর্ট জমা পড়েছে নবান্নের স্বরাষ্ট্র দপ্তরে

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে এবার এক নৃত্যশিল্পীকে ধর্ষণের বিস্ফোরক অভিযোগ উঠল। কলকাতা পুলিশের তরফে অভিযোগের তদন্ত রিপোর্ট স্বরাষ্ট্র দপ্তরে জমা দেওয়া হয়েছে বলে খবর। সম্প্রতি রাজভবনে কর্মরত মহিলা রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ এনেছেন। এর আগেও, হেয়ার স্ট্রিট থানায় আরও একটা এই সংক্রান্ত অভিযোগ জমা পড়েছিল। অভিযোগ জানিয়েছিলেন ওড়িশার এক নৃত্যশিল্পী। তাঁর অভিযোগ ছিল, দিল্লির একটি হোটেলে তাঁর ধর্ষণ করেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। গত অক্টোবর মাসে এই অভিযোগটি এক্স হ্যান্ডেলের মাধ্যমে প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কুণাল ঘোষ। কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে এই বিষয়টি তদন্ত করে তদন্ত রিপোর্ট নবান্নের স্বরাষ্ট্র দপ্তরে জমা করেছে। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, গত বছর ৫ ও ৬ জুন একটি অনুষ্ঠানে ওই নৃত্যশিল্পীকে দিল্লি নিয়ে যান রাজ্যপাল। তাঁকে একটি পাঁচতারা হোটেলে রাখা হয়। রাজ্যপালের বেঙ্গালুরুর এক আত্মীয় হোটেলের রুম বুক করেন। সেই হোটেলেই ওই নৃত্যশিল্পীকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাটি জুন মাসে ঘটলেও বিষয়টি প্রথম প্রকাশ্যে আনেন কুণাল ঘোষ। গত ১৫ অক্টোবর তিনি একটি টুইট বার্তায় জানান, 'রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় এক পদাধিকারীর বিরুদ্ধে যিনি ধর্ষণ ও নির্যাতনের অভিযোগ এনে চিঠি দিয়েছেন, তিনি একজন কৃতী মহিলা, ওড়িশি নৃত্যের বিশিষ্ট শিল্পী।'

# 'নম্বর ওয়ান'-হওয়ার দৌড়ে দুই দিদির লড়াই হুগলিতে

**শুভাশিস বিশ্বাস**

হুগলি মানেই সিঙ্গুর আবেগ। এই সিঙ্গুর রাজ্যের বর্তমান শাসকদলের উত্থানের এক বড় কারণ হলেও সময়ের সঙ্গে প্রকৃতি বদলেছে সিঙ্গুরের। বদলেছে রাজনৈতিক হাওয়াও। তৃণমূলের সেই উত্থানভূমি এখন গেরুয়া শিবিরের দখলে। হুগলিতে গেরুয়ার উত্থান ২০১৪ থেকে। সেবার প্রার্থী হয়েছিলেন অধুনাপ্রয়াত সাংবাদিক চন্দন মিত্র। রত্না বিপুল ভোটে জিতলেও তৃতীয় স্থানে থাকা বিজেপি প্রায় ১৩ শতাংশ ভোট বাড়িয়ে নেয়। সিপিএমের ক্ষয় জারি থাকে। ২০১৯ সালে সিপিএমের ভোট কমে ২৭ শতাংশের বেশি। বিজেপির বাড়ে ২৯.৬৬ শতাংশ। এরপর ২০১৯-এ ৪৬.০৩ শতাংশ ভোট পেয়ে লকেট জেতেন ৭৩ হাজারের কিছু বেশি ভোটের ব্যবধানে। তবে এরপর কোথাও একটা জনপ্রিয়তায় বোধহয় ভাটা পড়েছে লকেটের। যে কারণে ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে চুঁচুড়া কেন্দ্র থেকে তিনি জিততে পারেননি।

অন্যদিকে, ২০১৯ সালে লোকসভা ভোটের ফল থেকে শিক্ষা নিয়ে দলীয় স্তরে ও নাগরিক পরিষেবার ভুলত্রুটিগুলি সংশোধন করেছে তৃণমূল। গ্রাম থেকে শহরে নাগরিকদের ঘরে ঘরে পরিষেবা পৌঁছে দিতে দুয়ারে সরকার, পাড়ায় সমাধান শিবির করে মানুষের অভাব, অভিযোগের নিষ্পত্তি করেছে তৃণমূল সরকার। তার ফল ২০২১ সালে মিলেছে। ফলে ২০২৪-এর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ভীষণ রকমই আলাদা। তৃণমূলের লক্ষ্য হুগলি পুনর্দখল করার। যে কারণে ২০১৯-এর 'ক্ষত' নিরাময় করতে তৃণমূল হুগলিতে নিয়ে গিয়েছে ছোট পর্দার 'দিদি নম্বর ওয়ান' রচনাকে। আর নির্বাচনী ইস্যু বলতে সরকারের জনমুখী প্রকল্পকে হাতিয়ার করেছে তারা। সঙ্গে মোদি সরকারের বঞ্চনা কী ভাবে রাজ্যবাসীর ক্ষতি করেছে, সেগুলোও তুলে ধরা হচ্ছে তৃণমূলের তরফ থেকে। তবে এটা মানতে হবে রচনার চেয়ে লকেট অনেক বেশি 'রাজনীতিক'। লকেট সিনেমা করার পর কয়েক বছর ধরে সাফল্যের সঙ্গে রাজনীতি করছেন। লোকসভাতেও জিতেছেন। সাফল্যের সঙ্গে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। মিলেছে পার্টির তরফে স্বীকৃতি। অভিনেত্রী লকেটকে ছাপিয়ে গিয়েছেন রাজনীতিক লকেট।

রাজ্য বিজেপির মহিলা মোর্চার সভানেত্রী থেকে রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক। ভিন রাজ্যে সাংগঠনিক দায়িত্বও সামলেছেন। তবে লড়াই তাঁর একেবারে সোজা বলা যাবে না। বস্তুত, হুগলিতে লকেট প্রার্থী হবেন কি না, তা নিয়েই বিজেপির মধ্যে জল্পনা ছিল। দিল্লি বা উত্তরাখণ্ডে বেশি সময় দেওয়ার জন্য দলীয় কর্মীদের মধ্যেও তাঁকে নিয়ে বিরূপ মনোভাব তৈরি হয়েছিল। তিনি আসন বদলাতে পারেন বলেও শোনা গিয়েছিল। লকেটকে ফের হুগলিতে প্রার্থী করার পর শাসকের দুর্নীতি, নেতা-মন্ত্রীদের জেল হাজত, সংখ্যালঘু ভোটে থাবা ও নিজেদের পুরোনো ভোট ফিরিয়ে এনে লোকসভা ভোটে কিস্তি মাত করতে চাইছেন তিনি। একইসুর বাজছে সিপিএম ও আইএসএফ এর মতো বিরোধী শিবিরেও। তবে হুগলি কেন্দ্রে লকেটে যে খুব একটা স্বস্তিতে আছেন তা নয়। গত রবিবার লকেটের নামে পড়ে নিখোঁজ পোস্টার। তাতে লেখা 'লকেট মানে পালাই।' অর্থাৎ লকেট চট্টোপাধ্যায় সবসময় পালিয়ে বেড়ান। আগেও হুগলির নানা জায়গায় লকেটের নামে পোস্টার দেখা নজরে আসে। নির্বাচনী আবহে এমন পোস্টারে ভোটব্যাংকে বিরূপ প্রভাব পড়ার এক অশনি সংকেত বলাই যায়। সূত্রের খবর, বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীদের একাংশ এই পোস্টার সাঁটিয়েছে। কারণ গত পাঁচ বছরে লকেট চট্টোপাধ্যায়কে হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে দেখা যায়নি। এই কেন্দ্রে বিরাট কোনও কাজ করেছেন তাও নয়। লকেটকে নিয়ে জেলা পার্টির অন্দরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রয়েছে।

*এরপর দুয়ের পাতায়*

# শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন


## নাম-পদবী

গত ৩০/০৪/২০২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Raju Das S/o. Shibu Das নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sekh Rehan S/o. Shibu Das (biological father) & Shyamali Das (biological mother) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

## NOTICE

It is notified to all concern that original chain sale deeds no **2537 of 2006**, 2538 of 2006 and 4157 of 2006 in connection with land belonging to Cynosure Industries measuring about 1.34 acre at Dag No 621 & 625 corresponding under Khatian No 717 situated at Mouza Purushottambati, JL No 70 Sugandha, Hooghly 712102, West Bengal under Sugandha Panchayet is lost. The original chain sale deeds are required for the purpose to get loan from any financial institution and for other legal purposes. In this regard a General Diary has been lodged vide GDE No. 836 dated 14.05.2024 at Polba Police Station, Hooghly, West Bengal. If any person/s traced or found the said original sale deed, please return the same to the undersigned forthwith.

**Cynosure Industries**
Purushottambati
Sugandha, Hooghly 712102
Date:14.05.2024 West Bengal

## নাম-পদবী

গত ৩০/০৪/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে ২৩০৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Siba Nayak (old name) S/o. Mukunda Nayak R/o. 32/1 North West Khanpukur, Angus, Bhadreswar, Hooghly, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Shib Nayak (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Siba Nayak & Shib Nayak S/o. Mukunda Nayak উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Tarak Nayak.

**বিজ্ঞপ্তি**

আমার মক্কেল শ্রীমতি চন্দ্রলেখা সাউ, স্বামী শ্রী রাজেশ কুমার সাউ, ঠিকানা ৪৯, আর.কে.এম. লেন, চাঁপদানি, পোঃ- বৈদ্যবাটী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২২২২, এর চন্দননগর, হুগলী, এ.ডি.এস.আর. অফিসে ইংরাজী ২০২০ সালে রেজিষ্ট্রিকৃত একখানি দলিল যাহার নং- ০৬০৪০১৬০৭/২০২০, ১৭/০৪/২০২৪ তারিখে চাঁপদানি বাজারে আসল দলিলটি হারাইয়া গিয়াছে, যাহার দরুন আমার মক্কেল ভদ্রেশ্বর থানায় ২৫/০৪/২০২৪ তারিখে ১২০২ নং. জি.ডি. করিয়াছেন। যদি কোনো ব্যক্তি উক্ত দলিলটি পাইয়া থাকেন তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিবস হইতে ০৭ (সাত) কার্য্য দিবসের মধ্যে ৯৮৩১১৫২৯৬১ নং মোবাইলে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করিবেন।

**সৌমেন ঘোষ**
**অ্যাডভোকেট**

## হারানোপ্রাপ্তি

আমি বিশ্বজিৎ সিন্‌হা, পিতা- প্রমথ নাথ সিন্‌হা ১২-৫-২৪ সকাল ৯.৩৫ শিয়ালদহ কৃষ্ণনগর লোকালে কৃষ্ণনগর ষ্টেশনে 12 pm নাগাদ আমার পেনশন আইকার্ডটি হারিয়ে যায় ১৩-৫-২৪ কৃষ্ণনগর GRP তে ডায়েরী করা হয়েছে। কোন ব্যক্তি পেয়ে থাকলে ফেরৎ দিলে উপকৃত হব। বিশ্বজিৎ সিন্‌হা স্বর্নময়ীলেন উকিল পাড়া কৃষ্ণনগর নদীয়া।

## LEGAL NOTICE

My Client: - **Sri Biswajit Das,** Residing at-19/5 Rabindra Sarani, Dum Dum Cantt. P.O- Rabindra Nagar, Kolkata- 70055.
This is to inform all concern/ general public/individual that my client intended to buy/purchase the landed property which are morefully specifically described in the Schedule below in accordance with the market price. If any body/any concern/any individual/ individuals/banks have any objection in this respect what so ever and what so manner, then immediately informed me by WRITING within 7 days from the publication of this NOTICE. After the expiry of the stipulated time limit it will be presumed that NONE have any objection in this respect. The VENDOR of this Property is **Smt. Mousumi Das,** W/o Chandan Sarkar, D/o Sukumar Das, Resident of Litchu Bagan, Bandel, Hooghly.
**SCHEDULE OF THE PROPERTY**
Dist.-Hooghly, Block- Polba Dadpur, P.S- Polba, Mouza- Purusottam Bati, J.L. No. 70, Classification of Land- Suna, LR and R.S Dag no. 548, LR Kh no. 601, Measouring about-0.30 acre.

**AMIT KUMAR DUTTA**
**Advocate, Kalna Court**

## পাবলিক নোটিশ

এই মর্মে আমার মক্কেল শ্রীমতী প্রভাতী পাল, স্বামী- অশোক কুমার পাল এর নির্দেশমত জানাইতেছি যে, আমার মক্কেল তার রেকর্ডভুক্ত সম্পত্তি যাহা মৌজা কাপাসডাঙা জে.এল. নং ১০, খতিয়ান ৬৩২২ ও দাগ নং ৪০৩০, ৪০৩৫ যাহা ভিটি অর্ন্তভুক্ত এরিয়া ০.৯৭ শতক উপযুক্ত ক্রেতা পাইয়া বিক্রয় করিতে মনস্থ করিয়াছেন।
যদি কোনো ব্যক্তি, সংস্থা উপরোক্ত সম্পত্তির ওপর কোনো অধিকার অভিযোগ, দায় থাকিলে নিম্নোক্ত উকিলবাবুকে নোটিস বের হইবার ১০ দিনের মধ্যে উপযুক্ত দলিল ও দস্তাবেজ সমেত লিখিতভাবে জানানোর জন্য বলা হইতেছে অন্যথায় ভবিষ্যতে কোনো দায়, অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না বা করিলে উহা সর্ব আদালতে নামঞ্জুর হইবে।

**Partha Pratim Gupta**
**Advocate**
**Dist. Judges' Court**
**Hooghly at Chinsurah**





## আজকের দিনটি কেমন যাবে?

**আজ ১৫ই মে। ১লা জ্যৈষ্ঠ, বুধ বার। অষ্টমী তিথি। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। বিংশত্তরী বুধ র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।**

**মেষ রাশি :** পরিবারে তর্ক বিতর্ক। ধৈর্য্য ধরলে বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পথ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আইসক্রিম বা ঠান্ডা পানিয় র ব্যবসা, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি সম্ভাবনা। বিবাহ বিষয় যে কথা বন্ধ ছিল সেই কথা আবার হবে। বাড়িতে কপূর আরতি করুন অতীব শুভ হবে।

**বৃষ রাশি :** প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা লেখালেখি করেন মাস-কমুউনিকেসনে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মে চঞ্চলতা বৃদ্ধি না হলে, সম্মান প্রাপ্তির যোগ। যে কথাটা আপনি প্রিয়জনকে বলতে পারেননি আজকে বলুন শুভ হবে। সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে গোলযোগ চলছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। শ্রীদেব নারায়ণের চরণে তুলসী প্রদান করুন শুভ হবে।

**মিথুন রাশি :** যারা সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রেমের ব্যাপারে পূর্ণ সফলতা প্রাপ্তি। তৃতীয় ব্যক্তি যিনি সংসারে অশান্তির কারণ ছিলেন, তিনি সরে যাবেন। বিবাহের বিষয়ে কথা পাকা হতে পারে। গৃহবধূদের অর্থ লাভ নিশ্চিত। বিদ্যার্থীরা যারা দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করছো তাদের কাছে কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি হবে। দেব-দেব মহাদেবের চরণে বিশ্বপত্র দিলে অতীব শুভ যোগ।

**কর্কট রাশি :** কথা বলার আগে গুছিয়ে নিতে হবে শব্দকে। বিবাদ বিতর্কে প্রবল সম্ভাবনা। বাড়িতে সকালে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। পরিবারে একজন সদস্যকে নিয়ে অশান্তির বাতাবরণ। প্রেমে অশুভ। বিদ্যার্থীদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে। গাণেশ দেবতার চরণে দূর্বা প্রদানে সুখ।

**সিংহ রাশি :** আজ শুভ দিন। সম্পত্তি কেনা বা বিক্রয়ের ব্যাপারে কোন বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যারা এন জি ও তে জড়িত আছেন তাদের কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। যারা ঋণ বিষয়কে কেন্দ্র করে ব্যাংকে আবেদন করেছেন তাদের কাজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। গৃহবধূদের সুখ বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। সতর্ক থাকতে হবে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের। শ্রী গণেশ দেবতার চরণে, দুর্বা দিলে শুভ হবে।

**কন্যা রাশি :** মানষিক শান্তি। নতুন সুযোগের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। অর্থবৃদ্ধির সময়। বাড়ি জমি বাস্তু কৃষি জমি বিষয়ে অর্থ লাভ নিশ্চিত। ভ্রমন শুভ। গোপন চুক্তির দ্বারা বাণিজ্যে অর্থ লাভ। শরীর একপ্রকার থাকবে। তবে লিভারের পীড়া কষ্ট দিতে পারে। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিশ্ব পত্র প্রদান করলে শুভ হবে।

**তুলা রাশি :** আজ পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। স্বজন আত্মীয় বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কোন অতিথির আগমনে পরিবারে সুখ বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম ক্রয় আনন্দবৃদ্ধি, প্রবীণ নাগরিক যারা তাদের ব্যাংক এবং ইন্সুরেন্স এর দিক থেকে লাভ বৃদ্ধ। বিবাহের বিষয় কথা পাকা হতে পারে। যারা ক্রীড়া বা খেলাধুলা করে থাকেন, তাদের উন্নতি নিশ্চিত। মহাকালী চরণে রক্ত জবা প্রদানে সুপ্রীতি।

**বৃশ্চিক রাশি :** কোন ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য ক্ষতির সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং থেকে কোন বিপদ আসার সম্ভাবনা। সতর্কতা অবলম্বন ভালো। হঠাৎ ক্রোধ এবং রাগের মাথায় কোন গৃহ সরঞ্জাম ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। এক সন্তানের কারণে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। সতর্ক থাকা শুভ। ধৈর্য ধরে থাকা শুভ। মহাকালী চরণে রক্ত জবা দেওয়া শুভ।

**ধনু রাশি :** আজ পরিবারের শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, এক গুপ্ত শত্রুর চক্রান্তে দুশ্চিন্তার রেখা মুখে ফুটে উঠবে। স্ত্রীর বুদ্ধিতে যে সমস্যার সমাধান হওয়ার কথা ছিল, বুদ্ধি না শোনার জন্য কিছুটা দুশ্চিন্তা থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ দিন। ব্যবসা-বাণিজ্যে অতীব শুভ দিন। অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা গৃহবধূদের ক্ষেত্রে শুভ দিন। যারা লেখালেখি করেন তাদের জন্য সম্মান বৃদ্ধি। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিশ্বপত্র প্রদান করুন।

**মকর রাশি :** শুভ দিন সন্তান এবং বৌমা সম্পর্কের দ্বারা লাভ বৃদ্ধি শ্বশুরবাড়ি র কোন বৃদ্ধ মানুষের সহযোগিতা লাভ। প্রতিবেশীর দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। স্ত্রীর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ। শরীরে পীড়াব্যাধি মুক্তি। গাড়ির যন্ত্রাংশ, গাড়ি বেচাকেনা যারা করেন, তাদের শুভ দিন। প্রতিদিন বাড়িতে কপূর আরতি করুন শুভ হবে।

**কুম্ভ রাশি :** বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা মোটর মেকানিক এবং এন জি ওর সাথে জড়িত, তাদের শুভত্ত বৃদ্ধি। আজ সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সমাজে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। সন্ধ্যে বেলার পর কোন নতুন যোগাযোগের দ্বারা কর্মে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধির যোগ। ভগবান শিবের পাশে লৌহ ত্রিশূল রাখুন শুভ হবে।

**মীন রাশি :** আজ সতর্ক থাকা শুভ। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের চক্রান্ত থাকবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিষ নজর থাকবে। যারা জল তরল পদার্থের ব্যবসা করেন, ব্যবসা বৃদ্ধির যে নতুন পথের কথা ছিল, আজ তা আটকে গেছে। দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি দাম্পত্য কলহের কালো মেঘ আজ। মন্দিরে প্রদীপ দান করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।


## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

**উত্তর ২৪ পরগনা**
**অ্যাড কানেক্সন**
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com
**এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র**
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

**হুগলি**
**মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,** সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
**জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,** প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

**নদিয়া**
**টাইপ কর্ণার,** নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
**রাজ টেলিকম,** অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
**সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,** শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
**অবসর,** ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
**সবিতা কমিউনিকেশন,** প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

**পূর্ব মেদিনীপুর**
**আইনক্স অ্যাড এজেন্সি**
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
**শ্যাম কমিউনিকেশন,** দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

**ঘোষণা-** এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।


# ক্যান্সার আক্রান্ত মহিলাদের পাশে রাজ্যপাল বোস

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** একের পর এক বিতর্কিত ঘটনায় বিদ্ধ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এমনই এক আবহে নয়া পদক্ষেপ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের। রাজ্যপাল বোসের 'মিশন কমপ্যাশন' উদ্যোগের একটি অংশ হিসেবে ক্যানসার আক্রান্তদের পাশে দাঁড়ানোর এই উদ্যোগ বলে এক্স হ্যান্ডেলে জানানো হয়েছে। আর এই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হবে শুধুমাত্র সমাজের প্রান্তিক ও দরিদ্র শ্রেণির ১০০ জন ক্যানসার আক্রান্ত মহিলাদের ক্ষেত্রেই, অন্তত এমনটাই জানানো হয়েছে রাজভবনের এক্স হ্যান্ডলে।

এর পাশাপাশি রাজভবনের তরফে ওই টুইটে দু'টি ইমেল অ্যাড্রেসও শেয়ার করা হয়েছে। সেই ই-মেল আইডি-গুলিতে আবেদন জানাতে পারবেন ক্যানসার আক্রান্ত মহিলারা। রাজভবনের তরফে আরও জানানো হয়েছে, প্রথম ১০০ জন মহিলা ক্যানসার আক্রান্ত আবেদনকারীকে প্রাথমিক পর্যায়ে আর্থিকভাবে সাহায্য করা হবে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি রাজভবনের এক অস্থায়ী মহিলা কর্মীর অভিযোগ ঘিরে তুমুল বিতর্ক তৈরি হয়েছে। সেই নিয়ে শাসক দল তৃণমূলের তরফে বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য আসতে শুরু করেছে। পুলিশও একটি অনুসন্ধান টিম গঠন করেছে মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে প্রাথমিক অনুসন্ধানের জন্য। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস অবশ্য বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন অভিযোগ ভিত্তিহীন। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে রাজ্যপাল ঘোষণা করেছিলেন, সাধারণ মানুষের জন্য তিনি সিসিটিভি ফুটে দেখাবেন। যা দেখানো হবে আবেদনকারী প্রথম ১০০ জনকেসেই মতো ১ ঘণ্টা ৩৫ মিনিটের ভিডিয়ো ফুটেজও দেখানো হয় রাজভবনে। এদিকে আবার সূত্রে এ খবরও মিলছে, রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ এনেছেন এক নৃত্যশিল্পীও।

# রাজ্যের শাসকের চলে যাওয়ার সময় এসেছে, বললেন অর্জুন সিং



**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** রাজ্যে শাসকের চলে যাওয়ার সময় এসেছে। মঙ্গলবার সন্ধেয় টিটাগড়ে ভোট প্রচারে এসে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। এদিন তিনি খড়দার মাহিষ্যপাড়ার মুখ থেকে বিটি ধরে পদযাত্রা শুরু করেন। বর্ণাঢ্য সেই পদযাত্রা টিটাগড় পি কে বিশ্বাস রোড হয়ে বড় মসজিদ, ছোট গান্ধী মোড় অতিক্রম করে লদীঘাট হয়ে ব্রহ্মস্থানে গিয়ে শেষ হয়। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা সাধারণ মানুষ অনেকেই এসে বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে হাত মেলান। অনেকে আবার প্রার্থীর গলায় মালা পরিয়ে দেন। মানুষের আশীর্বাদে আপ্লুত অর্জুন সিং। পদযাত্রার মধ্যেই সংবাদ মাধ্যমে তাঁর প্রতিক্রিয়া, তিনি তো মাটির মানুষ। একদম নিচুস্তর থেকে রাজনীতি করে তাঁর বেড়ে ওঠা। নিচুস্তর থেকে রাজনীতি করেন বলেই তার মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক। তাঁর দাবি, রাজ্যের শাসক শোষনের শাসক হয়ে গিয়েছে। এই শাসকের চলে যাওয়ার সময় এসে গেছে। মানুষের বিপুল আশীর্বাদ ও ভালোবাসায় লক্ষাধিক ভোটে জেতার ব্যাপারে তিনি আশাবাদী।

# চিকিৎসকদের রক্তদান



**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাত:** গ্রীষ্মকালীন রক্তের আকাল মেটাতে এগিয়ে এলেন চিকিৎসকরা। প্রতিবছরের মতো এবারও ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখা ও কুসুমদেবী সুন্দর লাল দুগার জৈন ডেন্টাল কলেজের উদ্যোগে মঙ্গলবার রাজ্য শাখার অফিসে আয়োজিত হয় রক্তদান শিবির। মানিকতলা সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাংকের সহায়তায় এই দিন প্রায় ৫০ জন চিকিৎসক রক্ত দেন। ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার সম্পাদক ডা রাজু বিশ্বাস জানান, ব্লাড ব্যাংকগুলোতে রক্তের অভাব সব সময় থাকে । গ্রীষ্মকালীন পরিস্থিতিতে তা আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে । তাই আমরা এই আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি ।

# 'নম্বর ওয়ান'-হওয়ার দৌড়ে দুই দিদির লড়াই হুগলিতে

প্রথম পাতার পর

তাই আগেও এমন পোস্টার দেগে গিয়েছিল তাঁরই লোকসভায়। তবে মন্তব্য-পাল্টা মন্তব্যে জমে উঠেছে হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে দুই একদা সতীর্থের লড়াই। রাজনীতির ময়দানে নবাগতাকে প্রচার-যুদ্ধে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়তে নারাজ প্রাক্তন সহকর্মী। টলি ইন্ডাস্ট্রিতে একসঙ্গে কাজ করার সুবাদে ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন না করেই চলছে রাজনৈতিক আক্রমণ। প্রচারে রচনার বক্তব্য, তিনি বিজেপি হারাতে আসেননি বরং এসেছেন মানুষের মন জয় করতে। মানুষ যাঁকে চাইবেন, তাঁর পাশে থাকবেন। আর এটাই ইউএসপি রচনার। মন ছুঁয়ে যাচ্ছেন হুগলিবাসীর। সঙ্গে বার্তা,'এই লড়াইটা হচ্ছে কেন্দ্রের দুর্নীতির বিরুদ্ধে। মোদি ভার্সেস মমতার লড়াই।' শুধু তাই নয়, রচনা বারবার প্রচারে গিয়ে অরাজনৈতিক মন্তব্য করে ভোটারদের মন জিততেও চাইছেন রচনা। এমনকী, তিনি ভোটে জিতলে হুগলির মহিলাদের 'দিদি নাম্বার ওয়ান'-এ যে মহিলাদের অগ্রাধিকার দেবেন, তারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। উল্টোদিকে লকেটের বক্তব্য, 'কোনও অভিনেত্রীর জাঁকজমক দেণিয়ে, 'দিদি নাম্বার ওয়ান' দিয়ে যদি দুর্নীতিগুলোকে ধামাচাপা দিতে চায় তাহলে ভুল ভাবা হচ্ছে হুগলির মানুষদের সম্পর্কে। এণানকার মানুষ এতটা বোকা নয়।'

সঙ্গে লকেটের বার্তা, 'আমরা কথা দিয়েছি, সরকার এলে টাটাকেই আমরা ফিরিয়ে আনব।' অন্যদিকে বাম শিবিরের রক্তক্ষরণ থামানো যায়নি হুগলিতে। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের হিসাবে কংগ্রেস এবং সিপিএম মিলিয়ে ১০ শতাংশের মত ভোটই এবারেও পুঁজি বামপ্রার্থী মনোদীপ ঘোষের। পোড়ণাওয়া রাজনীতিবিদ হলেও এই প্রথম বার ভোটের ময়দানে সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য মনোদীপ। ফলে হুগলির মানুষের মনের কাছে পৌঁছতে তিনি এণনও পারেননি। অন্যদিকে, রাজনীতির ময়দানে রচনাও একেবারেই নবীন। ইতিমধ্যে তাঁর মন্তব্য তুমুল ঝড় উঠেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। গোরু, দই, ধোঁয়া নিয়ে মন্তব্য 'হট-টপিক'। এমনকি সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোলও হতে হয় তাঁকে। তবে আম-জনতার মনে তিনি কী প্রভাব ফেলছেন তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে ৪ জুন পর্যন্ত।

# বঙ্গে চার দফার ভোটের ফলাফল কোন দিকে ঝুঁকবে?

**দেবাশিস দে**

**কলকাতা:** দেশের চলতি লোকসভা নির্বাচনের চতুর্থ দফার শেষে এই বঙ্গে মোট ১৮ আসনের ভোট গ্রহণ পর্ব সম্পন্ন হয়েছে। এই আসনগুলোর মধ্যে কোন দলের ঝুলিতে কত আসন যেতে পারে তা নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়ে গেছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। সেই বিশ্লেষণে কেউ শাসক তৃণমূলকে এগিয়ে রাখছেন, ঠিক তেমনি আবার কেউ বা বলছেন এখনও পর্যন্ত যে সব কেন্দ্রে ভোট হয়েছে তাতে অবশ্যই অ্যাডভান্টেজ বিজেপি। কারণ হিসাবে তাদের অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করছেন। যারা শাসক তৃণমূলকে এগিয়ে রাখছেন তাদের মতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন ও বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প কে সামনে রেখে মানুষ তৃণমূলকেই আবার বেছে নেওয়ার পথে অগ্রসর হয়েছেন।

অন্য দিকে, যারা বিজেপিকে বেশি আসন দিতে চাইছেন তারা বলছেন বুথ স্তর থেকে রাজ্যের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের লোকজনরা যেভাবে কাটমানি থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকম ভাবে মানুষকে শোষণ ও দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, তার প্রতিবাদে এই রাজ্যের বিভিন্ন জেলা শহর থেকে গ্রামের বুথস্তর পর্যন্ত সর্বস্তরের মানুষ তিতিবিরক্ত। সেই কারণেই এবারে বাংলার মানুষ বিকল্প হিসেবে সর্বভারতীয় স্তরে সঙ্গে এই বঙ্গেও বিজেপিকেই বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করতে চলেছে। বিশেষ করে রাজ্যে প্রশাসনিক স্তর পর্যন্ত যে ধরনের দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে তাতে মানুষ খুবই উদ্বিগ্ন ও আশাহত। তারই সুফল এবারের ভোট বাক্সে বিজেপি পেতে পারে বলে মনে করছেন ওই সমস্ত ওয়াকিবহাল মহল।

যে সমস্ত মানুষজন শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে এই নির্বাচনে এগিয়ে রাখছেন তাদের যুক্তি হল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যের প্রতিটা এলাকা ধরে ধরে ব্যাপক উন্নয়ন করেছেন। যেমন বিভিন্ন জেলায় সুপার ফেসিলিটি হসপিটাল তৈরি করেছেন। তেমনই শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি আনার লক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তিনি বেশ কয়েকটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেছেন যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল নারী শিক্ষায় অগ্রগতির জন্য মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। এছাড়া বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কর্মতীর্থ নামে বিভিন্ন মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি করা এটাও একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য বলে মনে করেন তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক গোষ্ঠী। তাদের মতে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের সঠিক দাম যাতে তারা পেতে পারে সেই কারণে রাজ্যে বিভিন্ন ব্লকে ব্লকে কৃষক মান্ডি তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে রাজ্যের কৃষকরা সামগ্রিকভাবে উপকৃত হয়েছে। পরিকাঠামো উন্নয়নে এই সমস্ত প্রকল্পের পাশাপাশি রাজ্যে বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প যথা লক্ষীর ভান্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, শিক্ষাশ্রী, বার্ধক্য ভাতা সহ বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা রাজ্যের মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের হাত ধরে পেয়ে আসছেন। সেই কারণে মানুষ এবার ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসকেই তাদের প্রথম পছন্দ হিসেবে বেছে নেবেন। এমনটাই দাবি তাদের।

অন্য দিকে, যারা ভারতীয় জনতা পার্টিকে এগিয়ে রাখতে চাইছেন, তাদের মূল দাবি হল, এবারের ভোটে সব থেকে বড় ইস্যু হলো দুর্নীতি। কয়লা, গরু ও নিয়োগ দুর্নীতি সহ পঞ্চায়েত স্তরের একেবারে বুথস্তর পর্যন্ত শাসক তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে দুর্নীতি করেছেন তা এক কথায় অভাবনীয়। এই দুর্নীতির ফলে গ্রামের প্রান্তিক মানুষ সহ বিভিন্ন স্তরের মানুষ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তার ওপর রয়েছে স্বজনপোষণ। তাছাড়া ধর্মীয় আবেগ মিশ্রিত অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে একশ্রেণীর মানুষকে বিশেষ সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে তার ফলে আর এক শ্রেণির মানুষ ব্যাপকভাবে ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তাদের মতে, প্রশাসনিক স্তরে পুলিশকে যেভাবে দলীয় কাজে ব্যবহার করা হয়েছে তাতে গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষ খুবই উদ্বিগ্ন এবং ক্রুদ্ধ।

এসব ছাড়াও দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত দিয়ে রাম মন্দির উদ্বোধনের ফলে সারাদেশে সনাতনী কালচারে যে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে তার ফলে বিজেপি এই রাজ্যে অন্যান্য রাজ্যের মতই বেশ খানিকটা সুবিধাজনক অবস্থায় আছে বলে মনে করছেন ওই সমস্ত প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা। এছাড়া ওই বিজেপির সমর্থক রাজনৈতিক প্রাজ্ঞ মহলের মতে, কাশ্মীরে ৩৭০ নম্বর ধারা বাতিল ও নাগরিকত্ব সংশোধন আইন প্রণয়ন(সিএএ) বিজেপিকে আলাদা মাইলেজ এই নির্বাচনে বঙ্গের মানুষ এখনো পর্যন্ত ভোট হয়ে যাওয়া কেন্দ্রগুলিতে দিয়েছেন, তাছাড়া এই সমস্ত ব্যক্তিরা মনে করছেন, দেশে কোভিড পরবর্তী সময়ে যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশকে সুযোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে একটি স্থির ও দৃঢ় জায়গায় দাঁড় করিয়েছেন। তাদের মতে এই মুহূর্তে দেশের প্রধানমন্ত্রী মোদির কোন বিকল্প নেই। সেই ডিভিডেন্টটাও এই রাজ্যে বিজেপি পেতে চলেছে বলে তারা মনে করেন। স্বাভাবিকভাবেই সারা দেশের সঙ্গে এ রাজ্যের চিন্তাশীল মানুষজন বিজেপির পক্ষেই দাঁড়িয়েছেন বলে তারা মনে করছেন। সেই কারণেই, সুদূর উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, রায়গঞ্জ, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, বালুরঘাট, জলপাইগুড়ি, মালদা উত্তর কিংবা দক্ষিণ, বর্ধমান পূর্ব , বর্ধমান- দুর্গাপুর, আসানসোল, বীরভূম, বোলপুর, রানাঘাট, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, কিংবা জঙ্গিপুর সহ বিভিন্ন লোকসভা কেন্দ্রের মানুষজন ব্যাপকভাবে বিজেপিকে সমর্থন করেছেন। তাই চতুর্থ পর্ব পর্যন্ত সম্পন্ন হওয়া ১৮ কেন্দ্রের মধ্যে অধিকাংশ কেন্দ্রেই বিজেপি অতি সুবিধা জনক অবস্থায় আছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক প্রাজ্ঞ মহল। তারা মনে করছেন, শাসক তৃণমূলের শোষণ ও ব্যাপক দুর্নীতি এবং নরেন্দ্র মোদির সুশাসনের ফলে পশ্চিমবঙ্গে একটি বড় অংশের ভোটার এবার বিজেপির দিকে ঝুকে পড়েছে। যেহেতু এই বঙ্গে ভোটাররা দুটি ভাগে বিভক্ত তাই বাম ও তাদের জোট সঙ্গীরা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। মানুষও এই জোটকে খুব একটা সমর্থন করতে চাইছেন না।

সব মিলিয়ে একথা অবশ্যই বলা যায়, এই বঙ্গে যেভাবে মানুষ এবারের ভোটে এখনও পর্যন্ত ভোট দিতে পেরেছেন তাতে অবশ্যই একটি নতুন দিগন্তের উন্মোচিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। এই মত সমস্ত রাজনৈতিক প্রাজ্ঞ মহলের। এই বঙ্গে এখনও তিন দফার ভোট বাকি আছে। এই অবস্থায় রাজ্যের সর্বশেষ কি ফলাফল আসে তা দেখার জন্য আমাদের ৪ জুন পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।

# সীমান্তের সুরক্ষা সম্পর্কে কড়া মন্তব্য বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্করের

**অশোক সেনগুপ্ত**

'সীমান্তের সুরক্ষা দেশের ন্যূনতম দায়িত্ব। ভোটব্যাঙ্কের লক্ষ্যে সীমান্তে্ন্র যথেচ্ছ অপব্যবহার কোনওভাবে কাম্য নয়।' মঙ্গলবার কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে প্রশ্নোত্তর পর্বে এই মন্তব্য করলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ সুব্রহ্মণ্যম জয়শঙ্কর। তিনি বলেন, 'সীমান্তে ফেন্সিং অবশ্যই আমাদের দেওয়া উচিত।'

তাঁর একটি ইংরেজি বইয়ের বাংলা সংস্করণের প্রকাশের এই অনুষ্ঠানের পর প্রশ্নোত্তর পর্বে বিদেশমন্ত্রীকে জনবিন্যাসের চরিত্র বদল নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। তিনি বলেন, 'অনুপ্রবেশকারীদের ঠেকানো আমাদের ন্যূনতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। সীমান্ত পেরিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কারও যত্রতত্র আসার এক্তিয়ার নেই।দ কাশ্মীরের সঙ্গে দেশের পূর্বাঞ্চলের জনবিন্যাসের পরিবর্তনের মিল নিয়ে প্রশ্ন প্রসঙ্গ অবশ্য তিনি খারিজ করে দেন।' এই সঙ্গে বলেন, 'ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থা খুবই শক্তিশালী এবং সচেতন।'

এ দিন বইপ্রকাশ অনুষ্ঠানে ভাষণে তিনি ভারতের স্বার্থ সুরক্ষায় বিভিন্ন বিষয় ও কৌশলের উল্লেখ করেন। অনুপ্রবেশের সঙ্গে দেশের নিরাপত্তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন করলে জয়শঙ্কর বলেন, তমোদী সরকার এ ব্যাপারে যা প্রয়োজন, তাই করবেন। পাক অধিকৃত কাশ্মীর (পক) নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে বিদেশমন্ত্রী বলেন, তওই অঞ্চলে বসবাসকারীরা কাশ্মীরের জীবনাচরণ দেখছেন। পরিবর্তনের আঁচ পাচ্ছেন। তার একটা প্রভাব পক-এ পড়ছে। কাশ্মীরে যতদিন সংবিধানের ৩৭০ ধারা লাগু ছিল, হিংসাত্মক নানা কাজ, বিচ্ছিন্নতাবাদ চলত। 'পক' নিয়ে ততটা আলোচনার অবকাশ হয়নি। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলেছে।দ প্রেক্ষাগৃহে প্রশ্নোত্তর পর্বে জিজ্ঞাসা করা হয়, ভারতের সঙ্গে পাক অধিকৃত কাশ্মীর মিশে যেতে পারে? বিদেশমন্ত্রী জবাব দেন, 'ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ!'

ক্যালকাটা সিটিজেন্স ইনিশিয়েটিভের সভাপতি নারায়ণ জৈন বিদেশ মন্ত্রকের আমলা হিসাবে বিভিন্ন সময় জয়শঙ্করের সাফল্য এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক উন্নয়নে বিদেশমন্ত্রী হিসাবে তাঁর বিশেষ কৃতিত্বের কথা বলেন। রাজস্থান বেঙ্গল মৈত্রী পরিষদের সভাপতি শিশির বাজোরিয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্করের নেতৃত্বে ভারতের উন্নয়নের ধারার উল্লেখ করেন। জয়শঙ্করকে দেশের শ্রেষ্ঠ বিদেশসচিব এবং শ্রেষ্ঠ বিদেশমন্ত্রী হিসাবে মন্তব্য করেন।

মঞ্চে তাঁদের সঙ্গে জয়শঙ্করের লেখা 'হোয়াই ভারত ম্যাটার্স'-এর বাংলা সংস্করণ 'বিশ্ববন্ধু ভারত'-এর মোড়ক উন্মোচন করেন বইটির অনুবাদক কৌশিক দাশগুপ্ত। এ দিন আলোচনা এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে ধন্যবাদ জানান 'কনসার্ন ফর ক্যালকাটা'র সভাপতি অশোক পুরোহিত।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৫ মে ২০২৪ ১ জৈষ্ঠ্য ১৪৩১ বুধবার

# গার্ডেনরিচে ভেঙে পড়া বহুতলের ভিতেই কি গলদ ছিল! জানতে নামানো হবে ক্যামেরা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** গার্ডেনরিচে বহুতল ভেঙে পড়েছিল কেন? গলদ ঠিক কোথায় ছিল? তা জানতে তদন্ত চলছে। ইতিমধ্যেই নানা রকম কারণ উঠে এসেছে। তবে আসল কারণটা ঠিক কী ছিল জানতে কলকাতা পুরসভা দায়িত্ব দিয়েছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে। প্রাথমিক ভাবে একটি রিপোর্টও দিয়েছে তারা।

তবে এবার বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করতে করতে আরও বিশদে তদন্ত করতে চায় বিশেষজ্ঞ দল। মাটির নীচে ভিত নির্মাণে কোনও ত্রুটি হয়েছিল কি না সে কথা জানতে এ বার ভূগর্ভে ক্যামেরা নামানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি। কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর,

গার্ডেনরিচে নির্মীয়মাণ বহুতল ভেঙে পড়ার পর ঘটনাস্থল থেকে মাটির নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। এ বার দেখা হবে, মাটির কোন স্তর থেকে ভিত তৈরি করে বাড়িটির কলাম তৈরি হয়েছিল। তাই ওই বহুতলের মাটি ফের খোঁড়া হবে। তার পর গর্তের মধ্য দিয়ে ক্যামেরা নামিয়ে ছবি তুলবেন বিশেষজ্ঞেরা। ঘটনার পর মেয়র ফিরহাদ হাকিমের নির্দেশে একটি তদন্ত কমিটি তৈরি হয়েছিল। কমিটির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল কলকাতা পুরসভার যুগ্ম কমিশনার জ্যোতির্ময় তাঁতিকে। সেই কমিটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে রিপোর্ট তৈরির দায়িত্ব দিয়েছে।

পুরসভার তদন্ত কমিটির এক সদস্য বলেছেন, 'সঠিক নির্মাণের ক্ষেত্রে মাটির তলায় যত ক্ষণ না পর্যন্ত বালি, পাথর কিংবা কোনও শক্ত স্তর মিলছে, তত ক্ষণ খুঁড়তে হয়। তার পর সেই স্তরে ভিত বানিয়ে সেখান থেকেই কলাম তুলতে হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেই নিয়ম মানা হয়েছিল কি না, তা দেখ তে হবে।'

গার্ডেনরিচে যেখানে বাড়িটি ভেঙে পড়েছে, সেখানে একটি অংশে এক সময় জলাশয় ছিল। জানা গিয়েছে, পুকুর বুজিয়ে সমতল জমি তৈরি হয়েছিল বলে অভিযোগ পেয়েছে কলকাতা পুরসভা। তাই যাদবপুররে বিশেষজ্ঞ কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, বাড়ির ভিত আদৌ মজবুত ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। ভেঙে পড়া বাড়িটির তিনটি কলাম বাছাই করা হবে। কলামের পাশ দিয়ে মাটি খুঁড়ে গর্ত তৈরি করে ক্যামেরা নামিয়ে কোন স্তর থেকে ভিত তৈরি হয়েছিল, তার ছবি তোলা হবে। এই কাজ সময়সাপেক্ষ বলেই মনে করছেন কলকাতা পুরসভার আধিকারিকরা। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ফের ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যাবে তদন্ত কমিটি।

# সন্দেশখালির বিজেপি নেতা গঙ্গাধরের বিরুদ্ধে এখন তদন্ত নয়, জানাল হাইকোর্ট

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** সন্দেশখালিতে মহিলা নির্যাতনের অভিযোগ সাজানো। টাকার বিনিময়ে মহিলারা ধর্ষণ ও নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের করেছেন। ভাইরাল হওয়া স্টিং অপারেশনের একটি ভিডিয়োতে এমনটাই বলতে শোনা গিয়েছিল সন্দেশখালির বিজেপি নেতা গঙ্গাধর কয়ালকে। সেই ভিডিয়োকে কেন্দ্র করে গঙ্গাধরের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেন স্থানীয় বাসিন্দা শক্তিপদ রাউত। একাধিক জামিন অযোগ্য মামলায় এফআইআর হয় বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে। ওই এফআইআরের উপর রক্ষাকবচ চেয়ে হাই কোর্টে মামলা করেন গঙ্গাধর। তাঁর হয়ে মঙ্গলবার হাই কোর্টে সওয়াল করেন আইনজীবী জয়দীপ কর এবং বিল্বদল ভট্টাচার্য।

তাতেই মিলল স্বস্তি। গঙ্গাধর কয়ালের বিরুদ্ধে এখনই কোনও তদন্ত এগোবে না জানাল হাইকোর্ট। এফআইআরের উপর কোনও কড়া পদক্ষেপ করা হবে না বলে মৌখিক নির্দেশ আদালতের। মঙ্গলবার এই মামলার শুনানি পিছিয়ে দিয়েছেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। আগামী শুক্রবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

মঙ্গলবার বিচারপতি সেনগুপ্ত জানান, সন্দেশখালি মামলার তদন্ত প্রধান বিচারপতি ডিভিশন বেঞ্চের নজরদারিতে চলছে। সিবিআই তদন্ত করছে। এই আবেদনেরও শুনানি প্রধান বিচারপতি বেঞ্চে হওয়া উচিত। বিচারপতির মন্তব্য, 'মিথ্যা মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে। আর তাতে থানায় এফআইআর রুজু করা হল কিসের ভিত্তিতে? ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি সাপেক্ষে এই এফআইআর করার সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত ছিল।'

যদিও সন্দেশখালি কাণ্ডে গঙ্গাধর কয়ালের যে স্টিং ভিডিয়ো নিয়ে শোরগোল তা ভুয়ো বলেই শুরু থেকে দাবি করেছে ওই বিজেপি নেতা। তাঁর অভিযোগ, ভিডিয়োতে তাঁর ছবি ব্যবহার করে তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এর বিরুদ্ধে হাই কোর্টে মামলার অনুমতি চেয়েছিলেন গঙ্গাধর। সেই অনুমতি দিয়েছে বিচারপতি সেনগুপ্তের বেঞ্চ। সোমবার সেই মামলার শুনানি চলাকালীন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত বলেন, পুরো ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে তদন্ত চেয়ে আবেদন করেছেন সন্দেশখালির এক মহিলা। গঙ্গাধরের বিষয়টিও সেখানেই তোলা হবে। তবে সোমবার সুপ্রিম কোর্টের সংশ্লিষ্ট বেঞ্চ ব্যস্ত থাকায় বিষয়টি তোলা হয়নি।

# খুনের হুমকি! তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে এফআইআর কাঁকুড়গাছিতে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** লোকসভা নির্বাচনের চতুর্থ দফা শেষ হয়েছে সোমবার। এমন সময়েই কাঁকুড়গাছির নিহত বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকারের দাদা বিশ্বজিৎ সরকারকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল। অভিযোগের তির শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে। বিশ্বজিৎ সরকারের দাবি, তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়েছে ৪ জুনের পর অর্থাৎ ভোট গণনার পর তাঁর অবস্থাও অভিজিতের মতো করা হবে। এই হুমকি পাওয়ার পরই নারকেলডাঙা থানায় গিয়ে অভিযোগও জানান বিশ্বজিৎবাবু। এই অভিযোগে সরাসরি আঙুল তুলেছেন ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর পাপিয়া ঘোষ বিশ্বাস ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে। এই নিয়ে ইতিমধ্যেই এফআইআরও রুজু করা হয়েছে পুলিশের তরফে।

**কাঁকুড়গাছির নিহত বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকারের দাদা বিশ্বজিৎ সরকারকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল। অভিযোগের তির শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে। বিশ্বজিৎ সরকারের দাবি, তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়েছে ৪ জুনের পর অর্থাৎ ভোট গণনার পর তাঁর অবস্থাও অভিজিতের মতো করা হবে। এই হুমকি পাওয়ার পরই নারকেলডাঙা থানায় গিয়ে অভিযোগও জানান বিশ্বজিৎবাবু।**

প্রসঙ্গত, একুশের বিধানসভা ভোটের আবহে খুন হয়েছিলেন উত্তর কলকাতার কাঁকুরগাছির বিজেপি কর্মী অভিজিৎ দাস। সেক্ষেত্রেও অভিযোগের তির ছিল তৃণমূলের দিকে। বর্তমানে অভিজিৎ দাসের দাদা বিশ্বজিৎ দাস কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা পান। সম্প্রতি, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে আরও জোরদার হয়েছে বিশ্বজিৎ দাসের নিরাপত্তা। নিহত বিজেপি কর্মী অভিজিৎ দাসের দাদা বিশ্বজিতের নিরাপত্তার জন্য কলকাতা পুলিশের সশস্ত্র দেহরক্ষী মোতায়েন করার নির্দেশ দিতে দেখা যায় কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তকে।

এদিকে এই অভিযোগ ফুৎকারে উড়িয়ে দেন ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর পাপিয়া ঘোষ বিশ্বাস। কাউন্সিলরের বক্তব্য, মিথ্যাকে আশ্রয় করে চলা ওঁর অভ্যেস, তাই এসব করছে। এরকম কিছু ঘটনাই ঘটেনি। আশা করি ওঁর কাছে সিসিটিভি ফুটেজ আছে, সেটা বিশ্বজিৎবাবুর অভ্যাস। ঘটনা প্রকাশ্যে আনলেই গোটা বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। একইসঙ্গে পাপিয়া ঘোষ বিশ্বাস এও জানান, তৃণমূল যখন প্রচার করছিল তখন বিশ্বজিৎ সরকারই তৃণমূলের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলতে থাকেন। তখন তৃণমূলের তরফ থেকেও পাল্টা স্লোগান তোলা হয়েছিল। এর বেশি কিছু হয়নি।

# বিজেপিতে যোগ শতাধিক কর্মীর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** ফের ভাঙন ভাটপাড়ায়। এবার ভাটপাড়া রিলায়েন্স জুটমিলের তৃণমূল শ্রমিক ইউনিয়ন ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করলেন শতাধিক শ্রমিক। মঙ্গলবার বেলায় জগদ্দলের মজদুর ভবনে ঘাসফুল ছেড়ে তারা গেরুয়া শিবিরে যোগ দিলেন। তাদের হাতে পদ্ম পতাকা তুলে দিলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে আসা কর্মীরা সকলেই ভাটপাড়া পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের রিলায়েন্স জুটমিল লাইনের বাসিন্দা। যোগদান নিয়ে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, 'ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্রে তৃণমূলের ভাঙন অব্যাহত রয়েছে। এদিন তৃণমূল শ্রমিক ইউনিয়ন ছেড়ে শতাধিক শ্রমিক বিজেপিতে যোগ দিলেন। তাঁর কথায়, বড় মাপের নেতাকে জয়েন করিয়ে লাভ নেই। তৃণমূলের বড় মাপের নেতারা তো পচা মাল। তবে নিচুতলার কর্মীদের যোগ করিয়ে দলকে আরও মজবুত করা হচ্ছে।'

# সিভিক ভলান্টিয়ারদের আচরণ বদলাতে কর্মশালা লালবাজারের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** পথচারী, গাড়ি-চালকদের সঙ্গে সিভিক ভলান্টিয়ারদের আচরণ নিয়ে মাঝেমধ্যেই অভিযোগ জমা পড়ছে লালবাজারে। সিভিক ভলান্টিয়ারদের দুর্ব্যবহারে ভাবমূর্তি ধাক্কা খাচ্ছে পুলিশেরই। এই অবস্থায় বিশেষ এক কর্মশালার আয়োজন করতে চলেছে লালবাজার। সিভিক ভলান্টিয়াররা সাধারণ মানুষের সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করবেন, কী তাঁরা করতে পারেন, কি পারেন না, কঠিন পরিস্থিতিতে কি করণীয় এ সব বিষয়ে যুগ্ম-কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার পদমর্যাদার অফিসাররা ক্লাস নেবেন। সেখানে উপস্থিত থাকবেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরাও। মাথা ঠাণ্ডা রেখে কী ভাবে কাজ করা যায় তাঁরা সে পরামর্শ দেবেন সিভিকদের।

বছর কয়েক আগে লেকটাউন মোড়ে তৃণমূল সাংসদ প্রাক্তন ফুটবলার প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে খারাপ ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছিল এক সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে। কিছুদিন আগে লেক গার্ডেন্সের এক তরুণীকে গাড়ির কাগজপত্র না থাকায় চড় মারার অভিযোগ ওঠে এক সিভিকের বিরুদ্ধে। থানায় গেলেও সিভিক ভলান্টিয়াররা খারাপ ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এ নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছেন কয়েকবার। তবে লালবাজারের কর্তারা আশাবাদী, সিভিক ভলান্টিয়ারদের জন্যে আচরণবিধির প্রশিক্ষণে সুফল মিলবে।

লালবাজার সূত্রে খবর, ১০টি করে থানার সিভিক ভলান্টিয়ারদের নিয়ে আয়োজিত হবে কর্মশালা। লোকসভা ভোট মিটলেই শুরু হবে এই প্রক্রিয়া। লালবাজারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছেন প্রাক্তন পুলিশকর্তারাও। রাজ্যের প্রাক্তন ডিজি অধীর শর্মার মতে, 'ভালো উদ্যোগ। এই ধরনের প্রশিক্ষণ নিয়মিত হওয়া জরুরি।' এদিকে সমাজের বিভিন্ন স্তরের থেকে একই অভিযোগ উঠছে যে, 'সিভিকরা অনেকে নিজেদের পুলিশের সমকক্ষ মনে করেন। খারাপ আচরণ করা নিয়ে দু'বার ভাবেন না। এটা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। কর্মশালা খুব জরুরি।'

প্রাক্তন পুলিশকর্তারা মনে করেন, সিভিক ভলান্টিয়ারদের আইনের পাঠের পাশাপাশি কী ধরনের কাজ তাঁদের করতে হবে, তাঁদের ক্ষমতা কতটা, কোথায় কখন আচমকা পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে উঠতে পারে, তা অনুধাবনের ক্ষমতা এসবই প্রশিক্ষণে থাকা উচিত।

এদিকে সিভিক ভলান্টিয়ারের তরফ থেকে জানানো হচ্ছে, 'দিনে আট ঘণ্টা কাজ করার কথা। সেখানে অনেক সময়েই ১২-১৪ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। ফলে অনেক সময়ই সামান্য কারণে মাথা গরম হয়ে যায়। যে কাজ আমাদের করার কথা নয়, তাও করতে হয়। সব কিছুতেই থানার সিনিয়র অফিসাররা আমাদের সামনে ঠেলে দেন। ফলে আমাদেরই খারাপ কথা শুনতে হয়।'

# টিটাগড়ে গুলি কাণ্ডে ধৃত ১, বাজেয়াপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** খড়দা থানার টিটাগড় পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকনগরে পাপ্পু রাইস মিলের গেটে গত ৭ মে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ টিটাগড়ের বাসিন্দা ওয়াসিম আক্রম ওরফে আফরোজকে গ্রেপ্তার করেছে।

পুলিশ ধৃতের কাছ থেকে চারটি সেভেনএমএম পিস্তল এবং ১৮ রাউন্ড কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করেছে। মঙ্গলবার ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি সেন্ট্রাল শানোয়ানে কুলদীপ সুরেশ সাংবাদিক বৈঠকে জানান, ঘটনার দিন রাত ১১ টা নাগাদ টিটাগড়ের বাসিন্দা ওয়াসিম আক্রম ওরফে আফরোজ বিহারের দুই দুষ্কৃতীকে নিয়ে বাইকে চেপে এসে পাপ্পু রাইস মিলের গেটে পাঁচ রাউন্ড গুলি চালিয়েছিল। মূল অভিযুক্ত ওয়াসিম আক্রমকে ইতিমধ্যেই পাকড়াও করা হয়েছে। গুলি চালানোর কারণ নিয়ে ডিসিপি সেন্ট্রাল জানান, আইপিএল বেটিংয়ে অভিযুক্তরা ২০ লক্ষ টাকা খুইয়েছে।

ধার-দেনায় জড়িয়ে পড়ায় ওঁদের প্রচুর টাকার দরকার ছিল। ওরা জানতো পাপ্পু রাইস মিল মালিকের মোটা অঙ্কের টাকা দেবার ক্ষমতা আছে। তাই মোটা অঙ্কের টাকা আদায়ে রাইস মিল মালিককে ফোন করেছিল। কিন্তু টাকা চেয়ে না পাওয়ায় মিল মালিককে চমকাতে ওরা মিলের গেটে পাঁচ রাউন্ড গুলি চালিয়েছিল। দুষ্কৃতীদের উদ্দেশ্য ছিল, ধমকে চমকে মিল মালিকের কাছ থেকে টাকা আদায় করা। ডিসিপি সেন্ট্রাল জানান, ধৃতকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে ঘটনায় জড়িত বাকি দুই দুষ্কৃতীর খোঁজ চালানো হবে। পাশাপাশি আগ্নেয়াস্ত্রগুলো কোথা থেকে পেয়েছিল, তা খতিয়ে দেখা হবে।

# রাজ্যের পাঠানো উপাচার্যের তালিকায় সায় রাজ্যপালের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** রাজ্যের পাঠানো উপাচার্যের তালিকাতেই সায় দিলেন আচার্য সিভি আনন্দ বোস। সুপ্রিম কোর্ট আচার্য বোসকে নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যের কোনও বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যহীন থাকবে না। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের সেই নির্দেশ মেনে ইতিমধ্যেই তিনি বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগও করেন তিনি। এদিকে আগামী শুক্রবারের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টে কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ এসেছে শীর্ষ আদালতের তরফ থেকে। সূত্রের খবর, এরপরই রাজ্যের পাঠানো তালিকাতেই সায় দেন আচার্য সিভি আনন্দ বোস। অর্থাৎ, সুপ্রিম নির্দেশই মাথা পেতে নিলেন তিনি। এতদিন, শিক্ষা দপ্তরের আর্জি খারিজ করছিলেন রাজ্যপাল।

রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস তাঁর এই সিদ্ধান্ত বদলের জেরে আরও ২১টি বিশ্ববিদ্যালয় পেতে চলেছে স্থায়ী উপাচার্য। এর আগে উপাচার্যহীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করেছিলেন আচার্য সিভি আনন্দ বোস। রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের অভিযোগ ছিল, তাদের না জানিয়েই নিজের পছন্দ মতো ব্যক্তিদের নিয়োগ করছেন বোস। সমস্যার সমাধানে রাজভবনে আসেন খোদ অ্যাটর্নি জেনারেল। মামলা পৌঁছয় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। আদালত নির্দেশ দেয় রাজ্যের পাঠানো তালিকা থেকে তাঁকে যোগ্য ব্যক্তিকে উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ করতে হবে। এরপর আদালতের নির্দেশ মেনেই রাজ্যের পাঠানো তালিকা থেকেই উপাচার্য নিয়োগ করতে চলেছেন তিনি।

# অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** কলকাতা হাইকোর্টে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। কলকাতা হাইকোর্ট সূত্রে খবর, ব্যক্তিগত কারণে তিনি সরে দাঁড়ালেন বলেই জানিয়েছেন বিচারপতি সেনগুপ্ত। ফলে নতুন বেঞ্চে মামলা দেওয়ার জন্য ফাইল চলে গেল প্রধান বিচারপতির কাছে। তবে মামলাটি কোন বেঞ্চে যাবে সেই সংক্রান্ত এখনও কোনও সিদ্ধান্তের কথা জানা যায়নি।

প্রসঙ্গত, গত ৪ মে তমলুকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে নিজের মনোয়ন পত্র জমা দিতে যান অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সেদিন তমলুকের রাজবাড়ি ময়দান থেকে বর্ণাঢ্য পদযাত্রা শুরু হয়। এই মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও। মিছিলে প্রচুর বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা অংশ নেন। তবে এ মিছিলটি হাসপাতাল মোড়ে পৌঁছতেই ধুন্ধুমার কাণ্ড বেধে যায়। এদিকে সেইসময়েই হাসপাতাল মোড়ের কাছে অনশন কর্মসূচি চালাচ্ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের শিক্ষক সংগঠনের সদস্যরা। কারণ, কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে এর কিছুদিন আগেই চাকরিহারা হয়েছেন প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী। সেই রায়ের বিরুদ্ধেই এই অনশন বিক্ষোভ চালাচ্ছিলেন তৃণমূল শিক্ষক সংগঠনের সদস্যরা। তাঁদের তরফে অভিযোগ, বিজেপির সেই মনোনয়ন জমা দেওয়ার মিছিল থেকে তৃণমূলপন্থী শিক্ষকদের বিক্ষোভ সমাবেশের উপর আক্রমণ করা হয়। বিজেপি কর্মীরা আক্রমণ চালায় বলে অভিযোগ। সেই ঘটনায় এক শিক্ষিকা এবং দুই শিক্ষক নেতা জখম হন। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশাল পুলিশবাহিনী ও র‍্যাফ নামাতে হয়।

এই ঘটনার পর তৃণমূলের প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের রাজ্য সভাপতি মইদুল ইসলাম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, ময়নার তিলখোজা এলাকার প্রশান্ত দাস-সহ অন্তত ৫০ জনের বিরুদ্ধে তমলুক থানায় এই অভিযোগ দায়ের করা হয়। খুনের চেষ্টা, হামলা, ভাঙচুর-সহ ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির তরফে মইদুল ইসলাম তমলুক থানায় একটি এফআইআর করেন। আর এই এফআইআর-এই নাম রয়েছে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের।

আদালত সূত্রে খবর, এফআইআরে উল্লেখ করা হয় যে বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্ররোচনায় এই হামলা করা হয়। যদিও এফআইআরের কথা শুনে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল, 'অভিযোগ করেছে করুক। এরকম মিথ্যা মামলা তো কতই হয়। দেখা যাবে। যারা এসব করছে তারা কতদিন এসব মামলা মোকদ্দমার হাত থেকে বাঁচে সেটা দেখব।' তবে নির্বাচনী আবহে নিজের ভোটপ্রচারে যাতে কোনও ধরনের বিঘ্ন না ঘটে সেই কারণে সেষ পর্যন্ত আদালতের শরনাপন্ন হলেন প্রাক্তন বিচারপতি।

# স্বস্তির দিন শেষ, ফের তাপপ্রবাহ শুক্র থেকেই

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** ১৭ মে শুক্রবার থেকে তাপপ্রবাহের একটি স্পেল আসতে পারে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, ফের শুষ্ক আবহাওয়া আর শুকনো গরমের দাপট বাড়বে।

উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি চলবে উপরের দিকে জেলায়। দক্ষিণবঙ্গে ফের শুষ্ক আবহাওয়ার শুরু। আগামী পাঁচ দিনে পারদ শুধুই উপরে উঠবে। তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে। সপ্তাহের শেষে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পেরোতে পারে বেশ কিছু জেলাতে। আগামী পাঁচ দিনে দক্ষিণবঙ্গে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। শনিবারের মধ্যে কলকাতার তাপমাত্রা ৩৭ থেকে ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বাঁকুড়া পুরুলিয়া-সহ পশ্চিমের জেলার

তাপমাত্রা ৪০ থেকে ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে যাবে।

এরই পাশাপাশি কলকাতার আবহাওয়া সম্পর্কে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, সকাল থেকেই গরম ও অস্বস্তি বাড়বে। দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নীচে থাকলেও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের ওপরে থাকবে। বেলা বাড়লে সূর্যের চড়া তাপ গরম কষ্ট দেবে। বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও বাড়বে। আগামী কয়েকদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা খুব কম। নেই বললেই চলে। কাল থেকে শুষ্ক ও গরম আবহাওয়া বাড়াবে অস্বস্তি।

এরই পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া সম্পর্কে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার থেকে শুধুমাত্র পার্বত্য এলাকায় বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং-এ হালকা বৃষ্টি ছাড়া বাকি জেলায় বৃষ্টির পরিমাণ কমবে এবং শুকনো আবহাওয়া শুরু হবে। মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়বে। চার থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়বে, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে।

এই তাপপ্রবাহের জেরে তাপমাত্রা অনেকটাই বাড়বে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লি পঞ্জাব এবং মধ্যপ্রদেশে। সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছে গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া বজায় থাকবে। তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি থাকবে পশ্চিম রাজস্থান ও গুজরাতের কিছু অংশে।

পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, অসম এবং কর্নাটকে। পূর্ব-পশ্চিম অক্ষরেখা উত্তরপ্রদেশ থেকে অসম পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অক্ষরেখা কর্ণাটক থেকে মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। নতুন করে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আসবে শুক্রবার ১৭ই মে।

## সম্পাদকীয়

# বিকৃত ও বিক্রীত তথ্যের মোকাবিলা করতে হলে ভাষা-ছবির ছুরিকে আরও আধুনিক ও কৌশলী হতে হবে

‘দলদাস না হলেই রাষ্ট্রদ্রোহী’; এই অসামাজিক রোগের শুরু ‘রাষ্ট্র’-এর উদ্ভব থেকে। সমাজবিজ্ঞানের মতে, পৃথিবীর রাজা, সামন্ত, গোষ্ঠী ইত্যাদি শক্তি ‘রাষ্ট্র’কাঠামোয় ক্রমে নিজেদের অভিযোজিত করে নিয়েছে। ‘রাষ্ট্র’-শক্তি ব্যক্তি নাগরিককে নানাবিধ সুরক্ষা, সুবিধা, শান্তি দিয়েছে। আবার ‘রাষ্ট্র’কাঠামোর সুযোগ নিয়ে শাসক রাজনৈতিক দলের প্রভু হয়ে গিয়েছে। তখন রাষ্ট্রের নিয়ন্তা প্রভুকে হয় ভক্তি বা ভয় করতে হয়। ইউরোপে ফ্রান্স, ইউরেশিয়ায় রাশিয়া প্রমুখ দেশে অনেক আগে বৈপ্লবিক সূত্রে রাষ্ট্রের চরিত্র পাল্টানো শুরু হয়েছিল। প্রভু-ভৃত্যের পার্থক্য কমে যাওয়ার সূচনা হয়েছিল। কিউবা, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, চিন ইত্যাদি দেশে তাদের ভূ-রাজনীতির প্রভাবে স্বতন্ত্র বিপ্লব হয়েছে। সর্বত্র ‘কলম’ গর্জে উঠেছিল, যদিও অনেকটাই সাহিত্য-কলমে। বস্তুত তা ছিল সাংবাদিক-কলমের জনক-জননী। সেখানে আন্তর্জাতিকতাবাদে ‘রাষ্ট্র’ মুছে যাওয়ার কথা। তা হয়নি, কারণ বাকি বিশ্ব সায় দেয়নি। পরাধীন ভারতের জাতীয়তাবাদী ‘কলম’কে ভয় করেছিল ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ। স্বাধীনতার পরেও জাতীয় পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর আঁতাঁত সাংবাদিকদের কলমের স্বাধীনতাকে প্রশ্রয় দেয়নি। দেশ স্বাধীন হয়, ভূ-রাজনীতি তার কাঠামো, রূপ পাল্টায়। কিন্তু অত্যাচারী শোষক-শাসকের চরিত্র পাল্টায় না। সেই থেকে রাষ্ট্রে আর্থিক বৈষম্য বেড়েই চলেছে। ঈশানী দত্ত রায়-কথিত ‘গত এক দশক’ নয়, স্বাধীনতার শুরুতেই নতুন দেশের স্বপ্নে সাংবাদিকদের কলম বাঁধা ছিল। ১৯৭০ দশক থেকে সাংবাদিক-জগৎ রীতিমতো আক্রান্ত। গান্ধীজির হত্যাকাণ্ড, নেতাজি অন্তর্ধান রহস্য, পুরুলিয়ায় অস্ত্রবর্ষণ ইত্যাদি কতশত সংবাদ এখনও ‘ডি-ক্লাসিফায়েড’ হয়নি। এ কালে হিন্ডেনবার্গ রহস্য অধরা। আসলে রাষ্ট্রই জন্ম নিয়েছে তথ্যে ভারসাম্যহীনতার (ইনফর্মেশন অ্যাসিমেট্রি)। সেই তথ্য-অসাম্য আজ রাষ্ট্রকেই বিপদে ফেলেছে। এই তথ্যের অধিকারী হয়ে পুঁজি ও পুঁজিবাদ চরিত্র পাল্টাচ্ছে। ধনতন্ত্রে সাঙাতরা ‘রাষ্ট্র’ চরিত্রে অন্তর্ঘাত করে চলেছে। তথ্যের অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত, কিন্তু নাগরিক তথ্য চাইলেই সন্দেহ জাগছে রাষ্ট্রের। তথ্যের অধিকার নিয়ে সমালোচনাও রাষ্ট্রদ্রোহিতা হয়ে যাচ্ছে। প্রবন্ধে ‘রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স’-এর তথ্য পড়ে মনে হতে পারে, এ বুঝি বিগত কয়েক দশকে সাম্প্রতিক ঘটনা। তা নয়। আগেও ছিল। রুশদি বলেছেন ভাষা-ছুরির প্রয়োজনীয়তার কথা। এখন বিকৃত ও বিক্রীত তথ্যের মোকাবিলা করতে হলে ভাষা-ছবির ছুরিকে আরও আধুনিক ও কৌশলী হতে হবে। আগে দরকার বিশ্ব জুড়ে সাংবাদিক ও সংবাদজগতের ঐক্য।

## জন্মদিন

### আজকের দিন

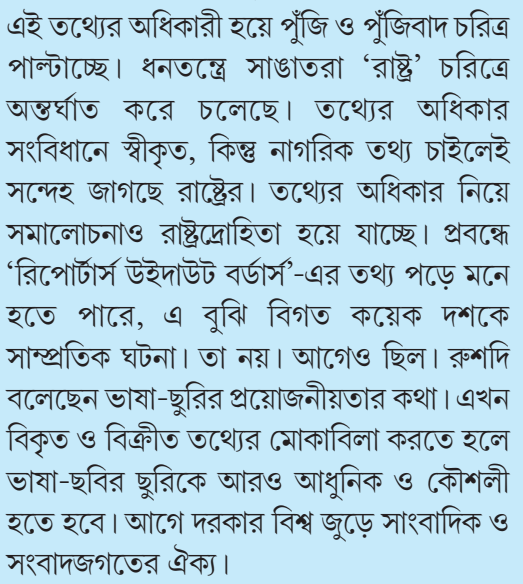

*মাধুরী দীক্ষিত*

১৮১৭ *বিশিষ্ট দার্শনিক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন।*
১৯০৭ *বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী শুকদেব থাপারের জন্মদিন।*
১৯৬৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মাধুরী দীক্ষিতের জন্মদিন।*

# প্রথম রবীন্দ্র-পুরস্কারপ্রাপকের চোখে রবীন্দ্রনাথেরই অতিরিক্ত যোগ্যতা নেই!

**স্বপনকুমার মণ্ডল**

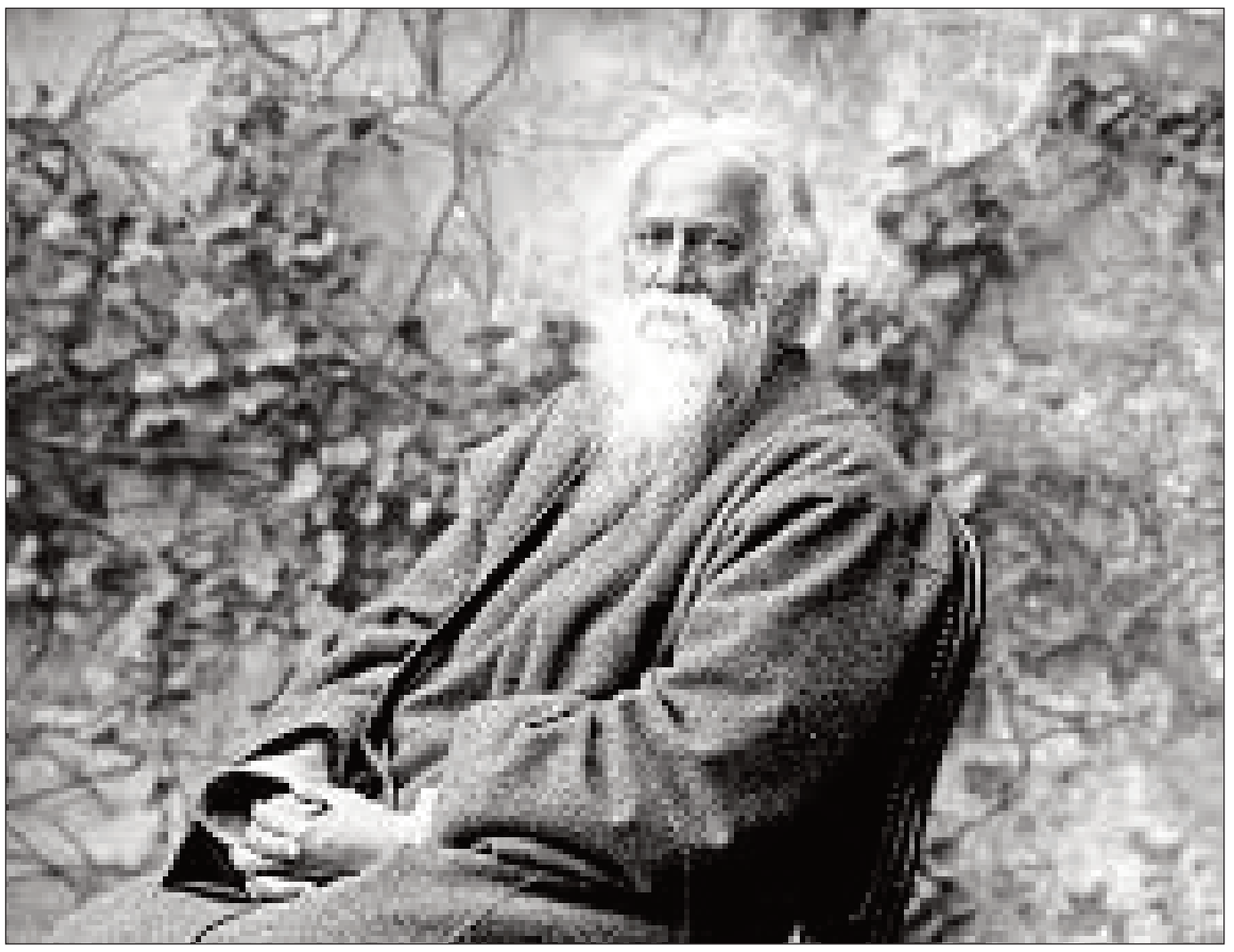

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত রবীন্দ্র পুরস্কার (১৯৫০)-এর প্রথম প্রাপকদ্বয়ের একজন সতীনাথ ভাদুড়ী, অন্যজন নীহাররঞ্জন রায়। ফলে একথা অনায়াসেই বলা যেতে পারে সতীনাথ বাংলা কথাসাহিত্যে প্রথম রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত অন্যতম লেখক। যে বইটির জন্য সতীনাথ পুরস্কারটি পেয়েছিলেন, সেই ‘জাগরী’ (১৯৪৫) উপন্যাসটি তার আগেই প্রজ্ঞাভারতী নামক এক প্রতিষ্ঠান থেকে আলোকরঞ্জন-স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিল।

পরে প্রখ্যাত সমালোচক ও সাহিত্যতাত্ত্বিক অতুলচন্দ্র গুপ্তের তৎপরতায় রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্তিতে স্বাভারিকভাবে সতীনাথের লেখক-পরিচিতি বেড়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন মারা যান, তখন সতীনাথের বয়স পঁয়ত্রিশ পেরোনোর পথে। তারও বছর তিনেক পরে সতীনাথ ভাগলপুর জেলে বসে ‘জাগরী’ লিখেছেন।

ফলে সহজেই অনুমেয় যে সতীনাথ রবীন্দ্রসান্নিধ্য না পেলেও রবীন্দ্র আবহে বড় হয়েছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ভাবনাচিন্তা আপনাতেই গড়ে উঠেছিল।

সতীনাথ যেমন বহুভাষী ছিলেন, তেমনই বহুবিষয়েও পড়াশোনা করতেন। সিরিয়াস পাঠক বলতে যা বোঝায়, তিনি ছিলেন তাই। অথচ পাণ্ডিত্য তাঁর ভাবনাকে কখনও অযথা জটিল করে তোলেনি। বরং তাঁর রচনায় সূক্ষ্ম রসবোধের অভাবনীয় পরিচয় রয়েছে। তাঁর রচনাবলিতে সংকলিত বত্রিশ বছরের (১৯৩১-১৯৬২) মাত্র ১১টি ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধই মৌলিক চিন্তাচেতনায় উপাদেয় হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর ভাবনাতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাঁর ‘হায় রবীন্দ্রনাথ’ প্রবন্ধটি তার উজ্জ্বল নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি গতানুগতিক মূল্যায়নের পথে হাঁটেননি। সতীনাথ রবীন্দ্রনাথকে যেমন অন্ধভক্তিতে মহান করে তোলেননি, তেমনই অতিবিচক্ষণতায় দোষত্রুটি খুঁজে বের করে হেয় করার প্রচেষ্টা চালাননি।

তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ নানা ক্ষেত্রের প্রতিভাবানদের মতো ‘কাব্য উপন্যাস নাটক প্রবন্ধ বাদ্য সংগীত’ এমনকি ‘ছবি আঁকা’-র ক্ষেত্রে প্রতিভাশালী ব্যক্তিত্ব। কিন্তু অন্য অনেক প্রতিভাশালীর ‘অতিরিক্ত যোগ্যতা’ থাকলেও সতীনাথ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সেই যোগাতা না পেয়ে নিরাশ হয়েছেন। বিষয়টি তিনি প্রবন্ধের সূচনাবাক্যেই তুলে ধরেছেন, ‘কেউ জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে যত প্রতিষ্ঠাই অর্জন করুন না কেন, আমার মনের দরবারে আসন পেতে তাঁকে অন্তত আর একটি বিষয়ে ‘অতিরিক্ত যোগ্যতা’ দেখাতে হবে’ কেননা তাঁর মনে হয়েছে ‘ন্যায্য পাওনার চেয়েও বেশি চাইবার দিকে মনের একটা প্রবণতা আছে। মাইনের উপর চাই উপরি, জিনিস কিনে চাই ফাও; তাই যোগাতার উপরও আশা করি ‘অতিরিক্ত যোগাতা’র, সেদিক থেকে তিনি অনেকদিন পরে বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের বেহালা বাজানোতে এবং অনায়াসে দিনেমারের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী নীলবোরের আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় দেশের টিমে স্থান পাওয়ার মধ্যে সেই যোগ্যতা খুঁজে পেয়ে মন ভেজাতে পেরেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তার অন্যথা হওয়ায় তাঁর মন অনেকদিন থেকেই মুষড়ে পড়েছিল। এসব শুনে স্বাভাবিকভাবেই মনে হবে এসব ভাবনায় সতীনাথের অসুস্থ মানসিকতাই দায়ী। আদতে কিন্তু তা নয়। সতীনাথ অত্যন্ত সুশিক্ষিত এবং সচেতন শিল্পী। তিনি নিজের অধিকার সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। তাঁর বক্তব্য ক্রমেই পরিস্কার হয়ে ওঠে।

সতীনাথ অনেক ভেবে শেষে নিজের তৎপরতায় রবীন্দ্রনাথের একটি ‘অতিরিক্ত যোগ্যতা’র হদিস পান। তিনি জানিয়েছেন ‘গাছপালার উপর আমার ঝোঁক চিরকালের। তাঁর মধ্যেও সেইটা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করতে লাগলাম।’ সেজন্য তিনি সফলও হন, কিন্তু সেই সাফল্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘বনবীণা’ (১৩৩৮) কাব্যের ‘নীলমণিলতা’ কবিতাটির সুচনায় শান্তিনিকেতনের বাগানে ‘পরলোকগত বন্ধু পিয়ার্সনের’ লাগানো বিদেশি গাছের চারাটি ক্রমে অজস্র নীলফুলে আত্মপ্রকাশের শোভায় বিমুগ্ধতার কথা জানিয়েছেন। সেজন্য কবি এই নামহীন লতাটির নামকরণে এগিয়ে আসেন। তাঁর মনে হয়েছিল ‘আমার দিক থেকে কবির বলবার ইচ্ছে হত, কিন্তু নাম না পেলে সম্ভাষণ করা চলে না। তাই লতাটির নাম দিয়েছি নীলমণিলতা। উপযুক্ত অনুষ্ঠানের দ্বারা সেই নামকরণটি পাকা করবার জন্যে এই কবিতা।’ রবীন্দ্রনাথের এই নামকরণের মধ্যেই সতীনাথ তাঁর অতিরিক্ত যোগ্যতা খুঁজে নেন। তাঁর মতে অনেককিছুই রবীন্দ্র নামকরণে আশীর্বাদপুষ্ট হলেও ‘কিন্তু আমার জানা ফুলের লতার নাম দেওয়া তাঁর এই প্রথম’। সেজন্য তিনি আরও জানিয়েছেন ‘বুঝে গেলাম যে উদ্যান সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশেষজ্ঞ। নীলমণিলতা কবিতাটি পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ‘অতিরিক্ত যোগ্যতা’র দাবি মঞ্জুর করে দিলাম।’ আবিস্কারের আনন্দে সতীনাথ মেতে উঠে ফুলগাছের ল্যাটিন নামের শেষে যেমন একজন সাহেবের নাম জুড়ে দেওয়া থাকে, তেমনই তিনিও নীলমণিলতাটির নাম দিলেন ‘নীলমণি রবীন্দ্রাণী’। তবে তাঁর এই নামকরণ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কারণ তাঁর মনের রবীন্দ্রনাথের গাছপালা বিশেষজ্ঞ মূর্তিটি অচিরেই ভেঙে পড়ে।

সতীনাথের মনে নীলমণিলতার মধ্যে দিয়ে আরও বেশি করে রবীন্দ্রনাথকে নিবিড় করে পাওয়ার জন্য লতাটি নিজের বাগানে পোঁতার সাধ জেগে ওঠে। সেজন্য তিনি শান্তিনিকেতনের বন্ধুকে চিঠি লিখে গাছটির বৈজ্ঞানিক নাম জানার চেষ্টা করেন এবং জানতে পারেন, লতাটির নাম ‘petrea volublis’। সেই নাম জেনেই সতীনাথের এতদিনের পোষিত ধারণা ভেঙে যায়।

তাঁর ছোটবেলা থেকে অতিপরিচিত পেট্রিয়া ফুল নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মাতামাতি মনঃপূত হল না। সেজন্য তাঁর মনে হয়েছে, ‘হায় রবীন্দ্রনাথ! আমার বাগানের মালী যা জানে তুমি তাও জানো না!’ ফলে তিনি রবীন্দ্রনাথের ‘সবেধন নীলমণি’র ‘অতিরিক্ত যোগ্যতা’র সার্টিফিকেটটি বাতিল করেই ক্ষান্ত হননি, সেই সঙ্গে ‘কত কষ্টে ফাঁপানোফোলানো বেলুনটিকে’ এভাবে চুপসে দেওয়ার প্রতিশোধস্বরূপ সজনে ফুলের নাম দিয়েছেন ‘সজিনা রবীন্দ্রিয়ানা’।

**সতীনাথ অনেক ভেবে শেষে নিজের তৎপরতায় রবীন্দ্রনাথের একটি ‘অতিরিক্ত যোগ্যতা’র হদিস পান। তিনি জানিয়েছেন ‘গাছপালার উপর আমার ঝোঁক চিরকালের। তাঁর মধ্যেও সেইটা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করতে লাগলাম।’ সেজন্য তিনি সফলও হন, কিন্তু সেই সাফল্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘বনবীণা’ (১৩৩৮) কাব্যের ‘নীলমণিলতা’ কবিতাটির সুচনায় শান্তিনিকেতনের বাগানে ‘পরলোকগত বন্ধু পিয়ার্সনের’ লাগানো বিদেশি গাছের চারাটি ক্রমে অজস্র নীলফুলে আত্মপ্রকাশের শোভায় বিমুগ্ধতার কথা জানিয়েছেন। সেজন্য কবি এই নামহীন লতাটির নামকরণে এগিয়ে আসেন। তাঁর মনে হয়েছিল ‘আমার দিক থেকে কবির বলবার ইচ্ছে হত, কিন্তু নাম না পেলে সম্ভাষণ করা চলে না। তাই লতাটির নাম দিয়েছি নীলমণিলতা। উপযুক্ত অনুষ্ঠানের দ্বারা সেই নামকরণটি পাকা করবার জন্যে এই কবিতা।’ রবীন্দ্রনাথের এই নামকরণের মধ্যেই সতীনাথ তাঁর অতিরিক্ত যোগ্যতা খুঁজে নেন। তাঁর মতে অনেককিছুই রবীন্দ্র নামকরণে আশীর্বাদপুষ্ট হলেও ‘কিন্তু আমার জানা ফুলের লতার নাম দেওয়া তাঁর এই প্রথম’। সেজন্য তিনি আরও জানিয়েছেন ‘বুঝে গেলাম যে উদ্যান সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশেষজ্ঞ। নীলমণিলতা কবিতাটি পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ‘অতিরিক্ত যোগ্যতা’র দাবি মঞ্জুর করে দিলাম।’ আবিস্কারের আনন্দে সতীনাথ মেতে উঠে ফুলগাছের ল্যাটিন নামের শেষে যেমন একজন সাহেবের নাম জুড়ে দেওয়া থাকে, তেমনই তিনিও নীলমণিলতাটির নাম দিলেন ‘নীলমণি রবীন্দ্রাণী’। তবে তাঁর এই নামকরণ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কারণ তাঁর মনের রবীন্দ্রনাথের গাছপালা বিশেষজ্ঞ মূর্তিটি অচিরেই ভেঙে পড়ে।**

প্রবন্ধটি সূক্ষ্ম কৌতুকরসে শেষ হলেও স্বাভাবিকভাবেই মনে আসবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সজিনা ফুলের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা। সতীনাথ অবশ্য প্রবন্ধটির মধ্যে জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ সজনের ফুলকে জাতে তোলেন। কেমন জাতে তোলেন বিষয়টি একটু আলোচনা প্রয়োজন। কেননা রবীন্দ্রনাথ সজনে ফুল নিয়ে সেভাবে কোনো সাহিত্যসৃষ্টি করেননি। তবে তিনি তাঁর ‘সাহিত্যধর্ম’ প্রবন্ধে বরং সেই ফুলের সাহিত্যে অব্যবহারের মূলটি তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে ‘যে-মন বরণীয়কে বরণ ক’রে নেয় তার শুচিবায়ুর পরিচয় দিই। সজনে ফুলে সৌন্দর্যের অভাব নেই। তবে ঋতুরাজের রাজ্যাভিষেকের মন্ত্রপাঠে কবিরা সজনে ফুলের নাম করেন না। ও যে আমাদের খাদ্য, এই খর্বতায় কবির কাছেও সজনে আপন ফুলের যাথার্থ্য হারাল। বক ফুল, বেগুনের ফুল, কুমড়ো ফুল, এই-সব রইল কাব্যের বাহির-দরজায় মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে; রান্নাঘর ওদের জাত মেরেছে। কবির কথা ছেড়ে দাও, কবির সীমন্তিনীও অলকে সজনে-মঞ্জরি পরতে দ্বিধা করেন’। তবে রবীন্দ্রনাথ এও জানিয়েছেন, ‘আমি নিজে জাত-মানা কবির দলে নই, তবু বাঁশবনের কথা পাড়তে গেলে অনেক সময় বেণুবন ব’লে সামলে নিতে হয়।’ ফলে সজনে ফুলকে কবি জাতে তুলেছেন বলে মনে হয় না।

আসলে ‘সজিনা রবীন্দ্রিয়ানা’র মধ্যে ‘শনিবারের চিঠি’র প্রখ্যাত সম্পাদক-সমালোচক সজনীকান্ত দাসের কলমের আঁচড়ে রবীন্দ্রনাথের মসীলিপ্ত ভাবমূর্তিকেই সতীনাথ সুকৌশলে কৌতুক সৃষ্টি করেছেন। ‘অতিরিক্ত যোগ্যতা’ না থাকার জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথকে ছোট করেননি। বরং বড় করেই তুলেছেন। সজনীকান্ত যেমন প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে না পেরে সমালোচনায় মুখর হয়ে পরে তাঁর প্রগাঢ় ভক্ত হয়েছিলেন, তিনিও তেমনই রসিকতার মোড়কে সেই ভুল সচেতনভাবে করেছেন। সেদিক থেকে তাঁর মূল্যায়নে অবমূল্যায়ন ঘটেনি।

সতীনাথ রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচেতনা সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্ন তুলেছেন। সেগুলির মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর ভাবনাচিন্তার আকর খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন, ‘ঋতুরাজের রঙ্গলীলায়, প্রকৃতির সত্যিকার রূপের চেয়ে, তার বেশভূষার উপর কবির নজর বেশি না কি?’ তাঁর ‘আবছাভাবে’ আরও মনে হয়েছে ‘সেখানে বেশের চেয়েও ভূষার উপর রবীন্দ্রনাথের টান বেশি।’

এছাড়া অন্য অনেকের মতো সতীনাথেরও মনে হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ পদ্মা অত্রাই গরাই নদীর চরের মাটির রূপ-রস ও গন্ধ শুষে টেনে নিলেও তাঁর কাব্য-গানে মাটির গন্ধ পাওয়া যায় না। তাঁর আরও মনে হয়েছে, ‘জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ রভসে’র মধ্যে মাটির গন্ধ পাই না কেন?’ অবশ্য কবি তাঁর ঐক্যতান কবিতায় পরিষ্কার করে জানিয়েছেন, ‘আমার কবিতা জানি/আমি গেলেও/বিচিত্র পথে সে হয় নাই সর্বত্রগামী।’ আবার প্রখ্যাত রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ প্রমথনাথ বিশীর মতে রবীন্দ্রসাহিত্যের তিন জগতের একটি ‘প্রকৃতি’। সেই জগৎটি সম্পর্কে কবি যে অত্যন্ত সচেতন শিল্পী ছিলেন, তা বলাই বাহুল্য। তাই বলে সতীনাথের অনুযোগগুলো অসার হয়ে যায় না। তিনি তাঁর অধিকার বলেই রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নে ব্রতী হয়েছেন। রবীন্দ্র বৃক্ষপ্রীতি ও কুসুমপ্রেমের প্রশংসা তিনি যেমন জেনে করেছেন, তেমনই তাঁকে আবেগসর্বস্বতায় মহান করে তোলেননি। ফলে তাঁর রবীন্দ্রভাবনা যেমন গতানুগতিক পথে এগিয়ে যায়নি, তেমনই তা মৌলিক চিন্তনের খোরাক হয়ে উঠেছে।

সতীনাথ রবীন্দ্র মূল্যায়নের একটি অভিনব মাপকাঠির হদিস দিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি মানবিক প্রতিকৃতি তুলে ধরে আমাদের ভাবনার জগৎটিকে নাড়া দিয়েছেন। এমনকি, তাঁর অনুযোগের ভিত্তিগুলিকে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে মেলে ধরে সফলও হয়েছেন। তাই তাঁর ভাবনার মধ্যে ফাঁক থাকলেও ফাঁকি ছিল না। সেজন্য তাঁর চোখে রবীন্দ্রনাথ ভক্তির পরাকাষ্ঠায় দেববিগ্রহ হয়ে যাননি, অসাধারণ হয়েও সাধারণে জীবন্ত হয়ে উঠেছেন।

*লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়*

**লেখা পাঠান**

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

# টাকা দিয়ে চাকরি, তৃণমূল নেতাদের কলার ধরে আদায়ের নিদান সুকান্তর



**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** টাকা দিয়ে পাওয়া চাকরি বেশিদিন বাঁচবে না। এটাই সুযোগ। তৃণমূল নেতাদের বাড়ি গিয়ে কলার ধরে টাকা আদায় করুন। একা না পারলে সঙ্গে বিজেপিকে নিয়ে যান। বিজেপি ঝান্ডা এবং ডান্ডা নিয়ে গিয়ে সেই টাকা উদ্ধার করে দেবে। সোমবার সন্ধ্যায় বাঁকুড়ার কোতুলপুর নেতাজি মোড়ে বিষ্ণুপুরের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁর সমর্থনে একটি পথসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই নিদান দিয়ে বিতর্কে জড়ালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। পরে নিজের বক্তব্যের সমর্থনে সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'বেকার ছেলেদের অনেকে জমি বিক্রি করে চাকরির জন্য তৃণমূল নেতাদের টাকা দিয়েছে। এখন চাকরি চলে গেলে সে কী করবে? তাঁকে তো টাকাটা আদায় করে দিতে হবে। সে একা না পারলে আমরাও সঙ্গে যাব।'

শুধু চাকরির টাকা আদায়ই নয়, তার পাশাপাশি সুকান্ত মজুমদার এদিন দুর্নীতি প্রসঙ্গেও তৃণমূলকে একহাত নেন। তিনি বলেন, 'জনগণের টাকা এখন যে যত খাচ্ছে খেতে দিন। পরে বাইরে দড়ি দিয়ে উলটো করে টাঙিয়ে রাখব আর জনগণের টাকা বমি করাব।' পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তাঁর পরামর্শ, 'বিজেপির পক্ষে হাওয়া, এরপর সুনামি আসবে। তাই আগেভাগে হাওয়া মোরগের মতো ঘুরে যান। এবার ৩০ এর ওপর আসন পেলে এক বছরের মধ্যে নবান্নে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী বসবেন। হামলা হলে ব্যবস্থা নিন। না হলে বিজেপি ব্যবস্থা নেবে।' এরপর কর্মীদের প্রতি সুকান্ত মজুমদারের নিদান, পুলিশ ব্যবস্থা না নিলে আপনারা পালটা ব্যবস্থা নেবেন।

এই মন্তব্যের পালটা বিজেপিকেই কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। তৃণমূলের দাবি, বিজেপি নেতৃত্বকেই টাকা নিতে দেখা গিয়েছে। এখন সন্ত্রাস ও হিংসা ছড়ানোর উদ্দেশ্যেই এমন কথা বলে বেড়াচ্ছে বিজেপি।

**সাধারণ বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা **মেসার্স বিনয় হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেড,** রেজিস্টার্ড অফিস ৩৪এ, মেটকাফে স্ট্রিট, কলকাতা : ৭০০০১৩ এর অনুকূলে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক এনবিএফসি ব্যবসা পরিচালনার জন্য ইস্যুকৃত সার্টিফিকেট নং বি.০৫.০৫৬৭৩ হারিয়ে গিয়েছে। কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট পেয়ে থাকলে কোম্পানির নিকট ফেরত দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে এবং সাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে উক্ত সার্টিফিকেট কোনও অসদ্ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহার করতে দেখলে অনুগ্রহ করে জানান : ৯৮৩০০৩০৭৩৮ নম্বরে।

স্থান : কলকাতা স্বা/-
তারিখ : ১৪.০৫.২০২৪ ডিরেক্টর

**মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা**

**ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ০২/২৪-২৫ তারিখঃ ১৪.০৫.২০২৪** স্টোর্স সামগ্রীর প্রাপ্যতার জন্য। সকল বিবরণ সহ নিম্নলিখিত আইটেমগুলির জন্য ই-টেন্ডার ইতিমধ্যেই **www.ireps.gov.in**-তে আপলোড করা হয়েছে। ম্যানুয়াল বিড গ্রাহ্য হবে না। সংশোধনী, যদি থাকে, তবে তা কেবলমাত্র উপরোক্ত ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।

| টেন্ডার নং. | সংক্ষিপ্ত বিবরণ | পরিমাণ | বন্ধের তারিখ ও সময় |
|---|---|---|---|
| ০১২২১৮৯৪ই | জিপি রিলে এমং১ | ৭৮টি | ২২.০৫.২০২৪, দুপুর ২টো |
| ০২২৪৫১৫০ | ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল ইউনিট | ১) ১২ টি<br>২) ১২৮ টি<br>৩) ৮২ টি<br>৪) ১২৮ টি | ২৩.০৫.২০২৪, দুপুর ২টো |
| ০১২৩১১৪১এ | শাকু কাপলারের কাপলার হেডের স্পেয়ার পার্টস্ | ১৭ সেট | ০৪.০৬.২০২৪, দুপুর ২টো |

**প্রিন্সিপাল সিএমএম, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা**

আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

**ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**
**মেসার্স কায়জি শ্যুটেক প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)**
রেজিস্টার্ড অফিস : ৪১, মাথেশ্বর তলা রোড কলকাতা - ৭০০০৪৬
(CIN : U19202WB2007PTC112472)
লিকুইডেটরের ঠিকানা : ১, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা - ৭০০০০১
যোগাযোগ : +৯১-৯৮৩০০ ৫৮১২১ ইমেল : liqd.kaygee@gmail.com

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোডের ৩৫(এফ) অধীনে এবং তৎসহ পঠিত লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যে অবস্থায় আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" সম্পদ বিক্রির জন্য নোটিশ। নিম্নস্বাক্ষরকারী ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম https://www.eauctions.co.in মাধ্যমে বিক্রয় সম্পাদিত হবে।

| | |
|---|---|
| নিলামের তারিখ এবং সময় | **সোমবার, ১০.০৬.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত (প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)** |
| আগ্রহ প্রকাশক আবেদন জমা দেবার শেষ তারিখ | বুধবার, ২৯.০৫.২০২৪ বিকেল ৫টার পূর্বে |
| সফল ডাকদাতাকে জানানো | শুক্রবার, ৩১.০৫.২০২৪ |
| ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ | শুক্রবার, ০৭.০৬.২০২৪ বিকেল ৫টার পূর্বে |
| পর্যবেক্ষণের তারিখ | শুক্রবার ৩১.০৫.২০২৪ থেকে শুক্রবার ০৭.০৬.২০২৪ আগাম যোগাযোগ সাপেক্ষে, যোগাযোগের ব্যক্তি : শ্রী পঙ্কজ কুমার কেডিয়া (মো: ৯৮৩০০৫৮১২১) |

**সম্পদ এবং সম্পত্তির বিক্রির মূল বিস্তারিত** (লাখ টাকায়)

| লট নং | বিবরণাদি | সংরক্ষিত মূল্য | ইএমডি | বর্ধিত মূল্য |
|---|---|---|---|---|
| ৩ | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ পরিমাণ এরিয়া ১২ কাঠা ১১ ছটাক ৪০ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত মৌজা -ট্যাংরা, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩, জেএল নং ৫, অংশ দাগ নং ৩৬২, এডিএসআর শিয়ালদহ অধিক্ষেত্রে, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৫৮ অধীন, প্রেমিসেস নং ৪৭, সাউথ ট্যাংরা রোড, বর্তমানে ৬৪, ৬৫, ৬৬ মাথেশ্বরতলা রোড, থানা- প্রগতি ময়দান, কলকাতা -৭০০০৪৬ চলতি সম্পদ সহ (ব্যাঙ্ক আমানত ব্যতীত), যদি কিছু থাকে। | ২০৫.০০ | ২০.৫০ | ৫.০০ অথবা এর গুণিতকে |

এই বিক্রয় নোটিশ টেন্ডার নথি সম্বলিত বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি সহ -ই-নিলাম বিক্রয়, যা পাওয়া যাবে ইমেল করে progress.liqd@gmail.com থেকে।
কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে **শ্রী বিজয় পিপালিয়া/শ্রী ইস্থাক আহমেদ** (৯৮৭০০৯৯৭১৩) বা ইমেল :admin@eauctions.co.in বা লিকুইডেটর এর progress.liqd@gmail.com সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

স্বা/-
**পঙ্কজ কুমার কেডিয়া**
কায়জি শ্যুটেক প্রা. লিমিটেড-লিকুইডেটর (দেউলিয়াগ্রস্ত)
তারিখ : ১৫.০৫.২০২৪ আইপি রেজি. নং : IBBI/IPA-001/IP-P01037/2017-18/11710
স্থান : কলকাতা এএফএ বৈধ ১৬.১০.২০২৪ পর্যন্ত

**সাধারণ ঘোষণা**
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড এর ১০২ ধারা অধীনে)
**শ্রী রমেশ কুমার সারোগি, পৃথ্বী ফেরো অ্যালয়েজ প্রা. লি.-সিডি-এর ব্যক্তিগত জামিনদাতা -এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য**

| সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত | | |
|---|---|---|
| ১. | ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম | **শ্রী রমেশ কুমার সারোগি** |
| ২. | আবেদন অনুমোদনের নির্দেশের বিস্তারিত | মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ ব্যক্তিগত জামিনদাতার ক্ষেত্রে দেউলিয়া প্রস্তাব প্রক্রিয়ার অনুমোদন উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ০৮.০৫.২০২৪, সিপি (আইবি) নং ৯৬/কেবি/২০২২। |
| ৩. | ব্যক্তি জামিনদাতার ক্ষেত্রে দেউলিয়া শুরুর তারিখ | ০৮.০৫.২০২৪ |
| ৪. | দেউলিয়া প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ | ০৩.১১.২০২৪ |
| ৫. | প্রস্তাবক পেশাদার হিসেবে কার্যরত দেউলিয়া পেশাদার এর নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নং : | মহেশ চাঁদ গুপ্তা, রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P01489/2018-19/12304 |
| ৬. | বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাবক পেশাদারের ঠিকানা এবং ই-মেল : | ঠিকানা - এফই-২০২, সল্টলেক সিটি, সেক্টর-III, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০১০৬ **ইমেল : mcgupta90@gmail.com** |
| ৭. | প্রস্তাবক পেশাদারগণের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ই-মেল : | ঠিকানা - ১১ এবং ১১/১, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, ২য় তল স্যুট নং - ১, কলকাতা - ৭০০০১২ **ইমেল : mcgupta90@gmail.com** |
| ৮. | দাবি দাখিলের শেষ তারিখ | ০৪.০৬.২০২৪ |
| ৯. | (ক) সংশ্লিষ্ট দাবি এবং (খ) অনুমোদিত প্রতিনিধিদের বিস্তারিত উপলব্ধ | **ওয়েবলিঙ্ক : https://www.ibbi.gov.in/downloadforms** ডাক ঠিকানা : প্রযোজ্য নয় |

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, শ্রী রমেশ কুমার সারোগি, ব্যক্তিগত জামিনদাতা পৃথ্বী ফেরো অ্যালয়েজ প্রা. লি.-সিডি-এর ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু তারিখ ০৮.০৫.২০২৪।
শ্রী রমেশ কুমার সারোগি-এর ক্রেডিটরদেরকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ০৪.০৬.২০২৪ তারিখে প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ৬ বা ৭-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা কুরিয়ার, স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড ডাকে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

**ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনালের পক্ষে**
**মহেশ চাঁদ গুপ্তা**
**প্রস্তাব পেশাদার**
**শ্রী রমেশ কুমার সারোগি, ব্যক্তিগত জামিনদাতা-পৃথ্বী ফেরো অ্যালয়েজ প্রাইভেট লিমিটেড-সিডি-র দেউলিয়া প্রস্তাব প্রক্রিয়া বিষয় সম্পর্কিত**
তারিখ : ১৫.০৫.২০২৪ রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P01489/2018-2019/12304
স্থান : কলকাতা এএফএ নং AA1/12304/02/191124/106336| বৈধ ১৯.১১.২০২৪ পর্যন্ত

# ডানকুনির বিজেপি কার্যালয়ে সন্দেশখালির নির্যাতিতা জানালেন অত্যাচারের কাহিনি



**নিজস্ব প্রতিবেদন, ডানকুনি:** হুগলিতে নির্বাচনের আর এক সপ্তাহ বাকি, এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কবীর শংকর বোস ও জেলা নেতৃত্ব একটি তাস খেললেন যেটা হল সোমবার দুপুরে ডানকুনির বিজেপির কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সন্দেশখালির কয়েকজন অত্যাচারিত মহিলাদের হাজির করলেন।

সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে এক নির্যাতিতা মহিলা কাঁদতে কাঁদতে জানালেন কী ভাবে তাঁরা অত্যাচারিত হয়েছেন তাঁদের বক্তব্য সন্দেশখালিতে শাহজাহান বাহিনী হঠাৎ তলব করল একজন মহিলাকে রাতে তাঁদের ডেরায় গিয়ে পিঠে বানিয়ে খাওয়াতে হবে, না গেলেই বিপদ। এক মহিলার দাবি, এসব হুমকি শুনে ছুটে যেতে হত তাঁর স্বামীকেও হুমকি দিত। একই অভিযোগ আরও কয়েকজন মহিলার।

তাঁরা দাবি করেন, দিনের পর দিন শাহজাহান বাহিনী কী ভাবে অত্যাচার করেছে তাদের। কোনও মহিলা দেখ তে ভালো হলে জোর করে তারা আটকে রাখত অত্যাচার করত। শুধু তাই নয়, তাঁদের জমি বাড়ি জোর করে দখল করত তাঁরা প্রথমের দিকে পুলিশকে জানান। পুলিশ তাঁদের পাত্তা দেয়নি। এই ঘটনা প্রায় দশ বছর ধরে চলছে। তাঁরা আরও দাবি করেন, তাঁরা না জেনে সাদা কাগজে সই করেছিলেন এই ঘটনার শেষে শাহজাহান গ্রেপ্তার হওয়ার পরে সন্দেশখালির মহিলারা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী একবারও সেখানে গেলেন না কেন? প্রথম থেকে তাঁদের পাশে দাঁড়াতে পারতেন বলে দাবি করেন উপস্থিত অত্যাচারিত মহিলারা। এইসঙ্গে হুগলি জেলা বিজেপির মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদক শর্বরী জানালেন, শ্রীরামপুরে শেখ শাহজাহান আছে এবং বিজেপির এক মহিলা কর্মীর দাবি, তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ বন্দোপাধ্যায় হচ্ছেন এখানকার শাহজাহান। শ্রীরামপুর রিষড়ার কয়েকজন মহিলা নির্যাতিত হয়েছেন। তার মধ্যে নাবালিকা আছে তারা বিচার পায়নি ব্যবস্থা নেননি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাধারণ মানুষ এর বিচার করবে।

**দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার**

**ই-টেন্ডার নোটিস নং. ই-টেন্ডার/২০২৪/১৬।** ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইএনজিজি.), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং, টেন্ডার নং এবং কাজের বিবরণ** নিম্নরূপ ঃ **১. ই-কেজিপি-ওয়েস্ট-১৩-২০২৪,** নিমপুরা ঃ ডিইএন (ওয়েস্ট)/কেজিপির আওতাধীনে নিমপুরা সিক লাইনে সিক লাইন সম্প্রসারণ, ফ্রেট ইনফ্রাস্ট্রকচার আয়রনাইট ফ্লোরিং বৃদ্ধি, পরিষেবা ভবনের প্রতিস্থাপন ইত্যাদি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৩,৪৪,৫৯,৯৪৫.৮৫ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৮,২২,৩০০ টাকা। **২. ই-কেজিপি-ওয়েস্ট-১৪-২০২৪,** খড়গপুর-টাটানগর ঃ ডিইএন/ওয়েস্ট/খড়গপুরের আওতাধীনে (২৫টি এলসি-র) লেভেল ক্রশিং অ্যাপ্রোচ রোডের উপরিতলের উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,১০,২২,৯৭২ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,০৫,১০০ টাকা। **৩. ই-কেজিপি-ইস্ট-৩৩-২০২৪,** হাওড়া-খড়গপুর শাখায় কাজ সম্পাদন ঃ সিনিয়র ডিইএন/ইস্ট/কেজিপির আওতাধীনে (i) ৯টি ব্রিজে পুরোনো ক্ষতিগ্রস্ত ব্যালাস্ট রিটেনারসমূহের প্রতিস্থাপন এবং (ii) এলসি নং ৪, ৩, ৫, ১৯, ২১, ২৪, ২৫ এবং ব্রিজ নং ৮১-র নীচস্থ রাস্তাতে হেভি ডিউটি আরডিএসও ধরনের এইচটি গেজের ব্যবস্থা করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪,৬২,৪৯,২০৪.০৮ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৩,৮১,৩০০ টাকা। **৪. ই-কেজিপি-ইস্ট-৩৪-২০২৪,** সিনি ডিইএন/ইস্ট/কেজিপি-র আওতাধীনে এডিইএন/এসএইচএম-এর অধীনে তিন (৩) বছরের জন্য শালিমার-এ ০.৬ এমজিডি প্রেশার ফিল্টারেশন প্ল্যান্ট এবং বিভিএ-তে ০.১২ এমজিডি প্রেশার ফিল্টারেশন প্ল্যান্ট-এর সম্পূর্ণ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্য সম্পাদন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৫০,১০,৯০৪.৮৫ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,২৫,১০০ টাকা। **৫. ই-কেজিপি-ইস্ট-৩৫-২০২৪,** সাঁতরাগাছিতে কার্য সম্পাদন ঃ সিনি ডিইএন/ইস্ট/কেজিপির আওতাধীনে (i) উত্তর দিকে চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকার উন্নয়ন, (ii) বিদ্যমান জল সরবরাহ ব্যবস্থার সংস্কার এবং (iii) দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের মিক্সড এইচএস স্কুল (ইএম)/এসআরসি-র উন্নয়নের কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬,৫৮,৭৬,২২৯.০৪ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৪,৭৯,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ০ টাকা। **খোলার তারিখ ঃ** ক্র. নং ১-এর জন্য ৩০.০৫.২০২৪, ক্র. নং ২-এর জন্য ০৪.০৬.২০২৪, ক্র. নং ৩ এবং ৪ প্রতিক্ষেত্রে ১৩.০৬.২০২৪ এবং ক্র. নং ৫-এর জন্য ২০.০৬.২০২৪। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ক্র. নং ১-এর জন্য ১৮ মাস, ক্র. নং ২-এর জন্য ৬ মাস, ক্র. নং ৩ এবং ৫-এর জন্য প্রতিক্ষেত্রে ১২ মাস এবং ক্র. নং ৪-এর জন্য ৩৬ মাস। **দরপ্রস্তাব দাখিল শুরুর তারিখ ঃ** ক্র. নং ১-এর জন্য ১৬.০৫.২০২৪ থেকে ৩০.০৫.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত, ক্র. নং ২-এর জন্য ২১.০৫.২০২৪ থেকে ০৪.০৬.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত, ক্র. নং ৩ ও ৪-এর জন্য প্রতিক্ষেত্রে ৩০.০৫.২০২৪ থেকে ১৩.০৬.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত এবং ক্র. নং ৫-এর জন্য ০৬.০৬.২০২৪ থেকে ২০.০৬.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত, আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/নির্দিষ্টকরণ বিষয়ে জানতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখুন। কোনো অবস্থাতেই এই কাজের জন্য হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণকে সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে বলা হচ্ছে। **(PR-141)**

# ফুরফুরায় বড় হুজুরের স্মরণে সভা



**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও সোমবার ফুরফুরা শরিফে পীর হযরত বড় হুজুরের ওফাত দিবস অনুষ্ঠিত হয়।

শাইখুল ইসলাম আলা হজরত আবু নসর মোঃ আব্দুল হাই সিদ্দিকীর ৪৭তম মাহফিলে মাদ্রাসার অসংখ্য ছাত্ররা পবিত্র কোরান শরিফ তেলাওয়াত করেন। নাত, কেরাত দিয়ে সভা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। পীর হযরত মাওলানা আবদুল্লাহ সিদ্দিকী দোয়া করেন। পীরজাদা মাওলানা সওবান সিদ্দিকী পীর সাহেবের সংক্ষিপ্ত কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন। বড় হুজুরের বড় পুত্র পীর মাওলানা আবুল আনসার মোঃ আব্দুল কাহার সিদ্দিকী রহ এবং আবুল ইয়াতিম আবুল ওলামা আশেকে রাসূল পীর আল্লামা মুফতি আবু ইব্রাহিম মোঃ ওবায়দুল্লাহ সিদ্দিকী রহ হুজুরের ইয়াদগারে সওয়াব রেসানি করা হয়।

হাফেজ মাওলানা মোঃ মুজাহিদ ইসলাম সিদ্দিকীও মাহফিলে বক্তব্য রাখেন। হাজির ছিলেন বহু আলেমগন। পীর সাহেবের স্মরণে এদিন বনগাঁর খানকাহ ও সীতাপুর দরবার শরিফে দারুন্নেদা মাদ্রাসা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঈসালে সওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

# কয়লা কাণ্ডে অভিযুক্ত অনুপ মাজির শর্তসাপেক্ষে জামিন



**নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল:** বিগত তিন বছর সুপ্রিম কোর্টের রক্ষা কবজে থাকার পর মঙ্গলবার আসানসোলের বিশেষ সিবিআই আদালতে ১০ লাখ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে শর্তসাপেক্ষে জামিন পেলেন কয়লা কাণ্ডে অভিযুক্ত অনুপ মাজি ওরফে লালা। আসানসোলের বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী এই নির্দেশ দেন।

কয়লা কাণ্ডে ২১ মে চার্জ গঠনের পর ট্রায়াল শুরু হবে। কয়লাকাণ্ডের মূল কিং পিন লালাকে এই শুনানিতে অংশগ্রহণ করতে হবে এবার থেকে এবং তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে। পুরুলিয়া জেলার যেখানে তাঁর বাড়ি, সেই এলাকার ৫০ মিটারের বাইরে তিনি বেরতে পারবেন না যতদিন না ট্রায়াল শেষ হচ্ছে।

উল্লেখ্য, কয়েক বছর ধরে সুপ্রিম কোর্টের রক্ষাকবচে ছিলেন অবৈধ কয়লা কাণ্ডের মূল কিংপিন লালা। তাই তাঁকে গ্রেপ্তার করা যায়নি, কোনও সরকারি এজেন্সির পক্ষ থেকে। ইতিমধ্যেই কয়লা পাচার কাণ্ডের বেশকিছু চার্জশিট জমা পড়েছে। আগামী ২১ মে কয়লা কাণ্ডের ফাইনাল চার্জশিট জমা দেওয়ার জন্য সিবিআই আদালতের বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী নির্দেশ দিয়েছেন। অপরদিকে সিবিআই লালাকে না পেয়ে বা জিজ্ঞাসাবাদ করতে না পেরে এই তদন্ত সম্পূর্ণ করতে পারছিল না। কয়লা কাণ্ডের ট্রায়াল শুরুর আগে তাই মূল অভিযুক্ত এদিন উপস্থিত হলেন আদালতে।

**"ফর্ম নং আইএনসি-২৬"**
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
**কেন্দ্রীয় সরকার**
**ইস্টার্ন রিজিওন বেঞ্চ, কলকাতা সমীপে**
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
**হিমাদ্রি মার্চেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড**
রেজিস্টার্ড অফিস ২য় তল ২, রূপচাঁদ রায় স্ট্রিট, কলকাতা বড় বাজার, কলকাতা - ৭০০০০৭ পশ্চিমবঙ্গ
সম্পর্কিত

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **বুধবার ১৭ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে** অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"দিল্লি রাজ্যে"** কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে ইস্টার্ন রিজিওনাল ডিরেক্টর, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
**রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা :** ২য় তল ২, রূপচাঁদ রায় স্ট্রিট, কলকাতা বড় বাজার, কলকাতা - ৭০০০০৭ পশ্চিমবঙ্গ

**হিমাদ্রি মার্চেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড'এর পক্ষে**
স্বা/-
তারিখ : ১৫.০৫.২০২৪ নীতেশ বনসাল
স্থান : কলকাতা (ডিরেক্টর)
ডিন-০০২১২০২৬
ফ্ল্যাট নং : বি-৫০৩, বি ব্লক, এম২কে ভিক্টোরিয়া গার্ডেনস, জিটি কার্নাল রোড, আজাদপুর মেট্রো স্টেশনের বিপরীতে, আজাদপুর, দিল্লি - ১১০০৩৩

**আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড**
**CIN: L70109WB1986PLC040864**
**রেজিঃ অফিস :** ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
**মুখ্য দপ্তর :** ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২ সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

**পাবলিক নোটিস**

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইসুর জন্য। যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

| ক্র. নং | নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম | এল. এফ. নং | শেয়ার সার্টিফিকেট নং | স্বাতন্ত্র্যসূচক নং | শেয়ার সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | ঈশ্বর প্রসাদ | ০০১৮০৩২ | ৩৫২২ | ৬৫১০৭৫১-৬৫২৩০০০ | ১২,২৫০ |

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইসুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান: নিউ দিল্লি **নীতিন শর্মা**
তারিখ: ১৪ মে, ২০২৪ (কোম্পানি সেক্রেটারি)

**সাধারণ ঘোষণা**
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড এর ১০২ ধারা অধীনে)
**শ্রী শঙ্কর পোদ্দার, লিমটেক্স টি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লি.-সিডি-এর ব্যক্তিগত জামিনদাতা -এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য**

| সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত | | |
|---|---|---|
| ১. | ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম : | **শ্রী শঙ্কর পোদ্দার** |
| ২. | আবেদন অনুমোদনের নির্দেশের বিস্তারিত | মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ ব্যক্তিগত জামিনদাতার ক্ষেত্রে দেউলিয়া প্রস্তাব প্রক্রিয়ার অনুমোদন উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ৩০.০৪.২০২৪, সিপি (আইবি) নং ১৫৮/কেবি/২০২১। |
| ৩. | ব্যক্তি জামিনদাতার ক্ষেত্রে দেউলিয়া শুরুর তারিখ | ৩০.০৪.২০২৪ |
| ৪. | দেউলিয়া প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ | ২৬.১০.২০২৪ |
| ৫. | প্রস্তাবক পেশাদার হিসেবে কার্যরত দেউলিয়া পেশাদার এর নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নং : | রচনা আগরওয়াল, রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-001/IP-P02442/2021-2022/13732 |
| ৬. | বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাবক পেশাদারের ঠিকানা এবং ই-মেল : | ঠিকানা - ৫এইচ, পাম এভিনিউ, কলকাতা ৭০০০১৯ **ইমেল আইডি : 08rkassociates@gmail.com** |
| ৭. | প্রস্তাবক পেশাদারগণের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ই-মেল : | ঠিকানা - ৫এইচ, পাম এভিনিউ, কলকাতা ৭০০০১৯ **ইমেল আইডি : 08rkassociates@gmail.com** |
| ৮. | দাবি দাখিলের শেষ তারিখ : | ২৮.০৫.২০২৪ |
| ৯. | (ক) সংশ্লিষ্ট দাবি এবং (খ) অনুমোদিত প্রতিনিধিদের বিস্তারিত উপলব্ধ | **ওয়েবলিঙ্ক : https://ibbi.gov.in/downloadforms** ডাক ঠিকানা : প্রযোজ্য নয় |

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, শ্রী শঙ্কর পোদ্দার ব্যক্তিগত জামিনদাতা মেসার্স লিমটেক্স টি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লি.-সিডি-এর ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু তারিখ ৩০.০৪.২০২৪।
শ্রী শঙ্কর পোদ্দার -এর ক্রেডিটরদেরকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ২৮.০৫.২০২৪ তারিখে প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ৬ বা ৭-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা কুরিয়ার, স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড ডাকে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

**ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনালের পক্ষে**
**রচনা আগরওয়াল**
**প্রস্তাব পেশাদার**
**শ্রী শঙ্কর পোদ্দার, ব্যক্তিগত জামিনদাতা-লিমটেক্স টি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লি.-সিডি-র দেউলিয়া প্রস্তাব প্রক্রিয়া বিষয় সম্পর্কিত**
তারিখ : ১৫.০৫.২০২৪ রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P02442/2021-2022/13732
স্থান : কলকাতা এএফএ নং AA1/13732/02/300624/105870| বৈধ ৩০.০৬.২০২৪ পর্যন্ত

**ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD**

**জোনাল অফিস : বহরমপুর**
**২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২ ১০১**
**ইমেল : z184@indianbank.co.in**

**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ**

**পরিশিষ্ট -IV-A [ রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]**
**২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।**
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত এবং 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে ০৬.০৬.২০২৪ (ক্রম নং ১) এবং ১২.০৬.২০২৪ (ক্রম নং ২) তারিখে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত যা ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন বিস্তারিত নিম্নরূপ :

| ক্রম নং | ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম<br>খ) শাখার নাম | স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত | জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ | ক) সংরক্ষিত মূল্য<br>খ) ইএমডি পরিমাণ<br>গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ<br>ঘ) সম্পত্তির আইডি<br>ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা<br>চ) দখলের ধরন |
|---|---|---|---|---|
| ১. | ক) **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স মন্ডল ফার্নিচার অ্যান্ড হোম অ্যাপ্লায়েন্স, স্বত্বা : সুশান্ত মন্ডল** নিমতলা গ্রিন ফার্ম, কাশিমবাজার,বহরমপুর,জেলা: মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২১০২।<br>**ঋণগ্রহীতা তথা জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা:**<br>**স্বত্বা : সুশান্ত মন্ডল,** পিতা প্রয়াত বীরেন্দ্রনাথ মন্ডল, নিমতলা গ্রিন ফার্ম, কাশিমবাজার,বহরমপুর,জেলা: মুর্শিদাবাদ,পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২১০২।<br>**জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা : রেণুপদ মন্ডল,** পিতা প্রয়াত বীরেন্দ্রনাথ মন্ডল, নিমতলা গ্রিন ফার্ম, কাশিমবাজার, বহরমপুর,জেলা: মুর্শিদাবাদ,পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২১০২।<br>**খ) কাশিমবাজার শাখা** | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি পরিমাণ এরিয়া ০.১২৫৫ একর এবং তদস্থিত ভবন, **শ্রী সুশান্ত মন্ডল এবং শ্রী রেণুপদ মন্ডল** এর নামে উল্লেখ্য রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল ৩৫ তারিখ ০৪/০১/২০০৫, দলিল নং ২৩৯২ তাং ০৫/০৩/২০০৯, মৌজা : নাগপাড়া,হাতিনগর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ ৭৪২১০২, জেএল নং ১০৩, খতিয়ান নং এলআর ৭৭২, ৭৭৩, ১২৪৯, ১২৫০ দাগ নং এলআর ৯৮/২৭৩ আরএস ৯৮/২৭৩। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সন্ধ্যা দত্তর সম্পত্তি, দক্ষিণে : ১৬ ফুট চওড়া সড়ক, পূর্বে : পিডব্লুডি রোড, পশ্চিমে : সড়ক। | **১,৭৯,৪৬,৯৮২.৩৭ টাকা** (এক কোটি উনআশি লাখ ছেচল্লিশ হাজার নশো বিরাশি টাকা এবং সাঁয়ত্রিশ পয়সা) টাকা (বিবি+এমওআই = ৯৯,১৪,০৬৪.৫০ টাকা + ৮০,৩২,৯১৭.৮৭ টাকা) **১৩.০৫.২০২৪** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ/চার্জ এবং ব্যয় সহ। | **ক) ১২৫.০০ লাখ টাকা** (এক কোটি পঁচিশ লাখ টাকা)<br>**খ) ১২.৫০ লাখ টাকা** (বারো লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা)<br>**গ) ১০,০০০.০০** (দশ হাজার টাকা) টাকা<br>**ঘ) IDIB30072315550**<br>**ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়**<br>**চ) প্রতীকী দখলীকৃত** |
| ২ | ক) **ঋণগ্রহীতা : মহ শাহাজামাল শেখ** পিতা মহ বরকতউল্লা শেখ গ্রাম : মীর্জাপুর বেলডাঙ্গা-১, জেলা:মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৯০।<br>**জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা : মহ বরকতউল্লা শেখ,** গ্রাম : মীর্জাপুর বেলডাঙ্গা-১, জেলা:মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৯০।<br>**জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা : আবজানুল হক,** পিতা মহ শাহাজামাল শেখ, গ্রাম : মীর্জাপুর বেলডাঙ্গা-১, জেলা: মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৯০।<br>**জামিনদাতা : আবদুল আমিন শেখ,** পিতা সিরাজুল শেখ, গ্রাম : মীর্জাপুর বেলডাঙ্গা-১, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৯০।<br>**জামিনদাতা : ফিরদৌশি সুলতানা,** স্বামী মহ শাহাজামাল শেখ, গ্রাম : মীর্জাপুর বেলডাঙ্গা-১, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৯০।<br>**খ) বেলডাঙ্গা শাখা** | **সম্পত্তি ১:** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ খতিয়ান নং এলআর ৩৬৩৯, দাগ নং এলআর ৮৯৪৮, এরিয়া জমির ৫ ডেসিমেল, জেএল নং ৬৪, মৌজা : মির্জাপুর, জমির শ্রেণি : ভিটা, মির্জাপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,গ্রাম : মির্জাপুর, পো : মির্জাপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২১৯০, উল্লেখ্য রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ৩৯১৪ তারিখ ১৬.০৬.২০০৭, **সম্পত্তি মহ বরকতউল্লা শেখ এর নামে। চৌহদ্দি:** উত্তরে : পঞ্চায়েত পিসিসি রোড, দক্ষিণে : রশিদ শেখের সম্পত্তি, পূর্বে : জাভেদ শেখের সম্পত্তি, পশ্চিমে : শাহাজাহান শেখের সম্পত্তি।<br>**সম্পত্তি ২ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ খতিয়ান নং এলআর ১৬৫৬৬, দাগ নং এলআর ১১০৬৯, ১১০৭০, ১১০৬৭, জমির এরিয়া ১৫.৭৫ ডেসিমেল, জেএল নং৬৪, মৌজা : মির্জাপুর, জমির শ্রেণি : ভিটা, মির্জাপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, গ্রাম : মির্জাপুর, পো : মির্জাপুর, জেলা: মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২১৮৯, রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ৯০৪৮ তারিখ ১৭.১১.২০১৭ এবং দলিল নং ১০৪ তারিখ ০৩.০১.২০১৯। **সম্পত্তি আবজানুল হকের নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : মৌরতুজ শেখ এর সম্পত্তি, দক্ষিণে : আবজানুল হকের সম্পত্তি, পূর্বে : আবজানুল হকের সম্পত্তি, পশ্চিমে : এনএইচ৩৪। | **২৩,০৫,৬৩৪.০৫ টাকা** (তেইশ লাখ পাঁচ হাজার ছশো চৌত্রিশ টাকা এবং পাঁচ পয়সা) টাকা (বিবি+এমওআই= ১৮,৭৪,৬৯৯.৯৯ টাকা + ৪, ৩০,৯৩৪.০৬ টাকা) **১৩.০৫.২০২৪** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ/চার্জ এবং ব্যয় সহ। | **সম্পত্তি - ১**<br>**ক) ২০,০০,০০০.০০ টাকা** (কুড়ি লাখ টাকা)<br>**খ) ২,০০,০০০.০০ টাকা** (দুই লাখ টাকা)<br>**গ) ১০,০০০.০০** (দশ হাজার টাকা) টাকা<br>**ঘ) IDIB301511361951**<br>**ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়**<br>**চ) প্রতীকী দখলীকৃত**<br>**সম্পত্তি - ২**<br>**ক) ২২,০০,০০০.০০ টাকা** (বাইশ লাখ টাকা)<br>**খ) ২,২০,০০০.০০ টাকা** (দুই লাখ কুড়ি হাজার টাকা)<br>**গ) ১০,০০০.০০** (দশ হাজার টাকা) টাকা<br>**ঘ) IDIB301511361952**<br>**ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়**<br>**চ) প্রতীকী দখলীকৃত** |

**কিউআর কোড সম্পত্তি আইডি : IDIB30072315550**
ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট | ই-নিলাম ওয়েবসাইট | সম্পত্তির তথ্যাদি | সম্পত্তির অবস্থান | সম্পত্তির ছবি | সম্পত্তির ভিডিও

**কিউআর কোড সম্পত্তি আইডি : IDIB301511361951**
ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট | ই-নিলাম ওয়েবসাইট | সম্পত্তির তথ্যাদি | সম্পত্তির অবস্থান | সম্পত্তির ছবি | সম্পত্তির ভিডিও

**কিউআর কোড সম্পত্তি আইডি : IDIB301511361952**
ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট | ই-নিলাম ওয়েবসাইট | সম্পত্তির তথ্যাদি | সম্পত্তির অবস্থান | সম্পত্তির ছবি | সম্পত্তির ভিডিও

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

**ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ০৬.০৬.২০২৪ (ক্রম নং ১) এবং ১২.০৬.২০২৪ (ক্রম নং ২)**
**সময় - দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত**
**ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম - (১) www.indianbank.co.in**
**(২) https://www.ibapi.in (৩) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi**

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং** ০৩৩-২৩৪০০০২০/২৩৪০০০২১/২৩৪০০০২২ এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapiop@mstcecommerce.com** এবং **ibapifin@mstcecommerce.com**।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" যোগাযোগ করুন।
**ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে** সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

**দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও**

**তারিখ : ১৪.০৫.২০২৪/স্থান : বহরমপুর** **অনুমোদিত অফিসার/ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

# আরামবাগে সংখ্যালঘু ভোটে থাবা সিপিএমের ! চিন্তিত তৃণমূল

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ:** আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের সংখ্যালঘু ভোট এবার কোন পথে? কাদের বাক্সে পড়বে সংখ্যালঘু ভোট? তৃণমূল এবং সিপিএম দু'পক্ষই দাবি করছে তাদের ঝুলিতে আসবে সংখ্যালঘু ভোট। রীতিমতো দু'পক্ষই সংখ্যালঘু ভোট পেতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে।

একদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মিতালী বাগ ঘাস কেটে, বেগুনি ভেজে, গুগলি খেয়ে, ধান কেটে জনসংযোগের মাত্রা বাড়াচ্ছেন এবং সংখ্যালঘু এলাকার রাজ্য সরকারের উন্নয়নের প্রকল্পগুলি তুলে ধরছেন। অন্যদিকে আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী বিপ্লব মৈত্র বামপন্থী আদর্শ মেনে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা নিয়ে মিছিল মিটিং ও বাড়ি বাড়ি প্রচারের মাধ্যমে জনসংযোগ করার পাশাপাশি তৃণমূলের দুর্নীতি ও বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে

সংখ্যালঘু এলাকায় প্রচার করছেন, যাতে করে সংখ্যালঘু মানুষ সচেতন হয়ে ওঠে এবং তাঁকে সমর্থন জানায়।

আসলে ভোটের দিনক্ষণ যতই এগিয়ে আসছে ততই প্রচারে ঝাঁঝ বাড়াচ্ছে সব রাজনৈতিক দলগুলি। আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রে সিপিএম তরুণ মুখ বিপ্লব মৈত্রকে সামনে এনেছে। অন্যদিকে তৃণমূল দু'বারের সাংসদকে সরিয়ে নতুন মুখ মিতালী বাগকে প্রার্থী করেছে। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মিতালী বাগের সমর্থনে আরামবাগে জনসভা করে গিয়েছেন। পিছিয়ে নেই বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লোকসভা ভোটের প্রচার শুরু করেছিলেন আরামবাগ থেকে। আবারও ১২ মে রবিবার আরামবাগের পুরশুড়ায় জনসভা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এবারে বিজেপির প্রার্থী অরূপকান্তি দিগার।

বিজেপি সূত্রের খবর, যোগী আদিত্যনাথ, অমিত শাহ ও মিঠুন চক্রবর্তী আরামবাগ লোকসভায় প্রচারে আসবেন। তৃণমূল সূত্রের খবর, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আরামবাগ লোকসভার পুরশুড়ায় রোড শো করতে আসছেন ১৫ মে। ওই একই দিনে আরামবাগ শহরে জনসভা করতে আসছেন সিপিএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। ভোট যতই এগিয়ে আসছে সরগরম হচ্ছে আরামবাগ। জানা গিয়েছে, আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্র জেনারেল ভোট ৬,৮১,১৩৪ জন তথা ৩৯.২২ শতাংশ। এসসি ৫,৩১, ৪৩১ জন তথা ৩০.৬০ শতাংশ, এসটি ৫৯,৮৯৭ জন তথা ৩.৩০ শতাংশ, ওবিসি ১,৭৩,৬৭০ জন তথা ১০.০০ শতাংশ, মুসলিম ২, ৯৩,০৮৭ জন তথা ১৬.৬০ শতাংশ, অন্যান্য (বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, জৈন,শিখ) ৪,৮৬৩ জন, ০.২৮ শতাংশ।

আরামবাগ লোকসভায় একদিকে ভোটের শতাংশ ধরে রাখতে মরিয়া বিজেপি ও তৃণমূল। অন্যদিকে বামেদের ভোট ব্যাংক ফেরাতে উঠে পড়ে লেগেছে বাম নেতৃত্ব। ২০১৪ এর লোকসভা ভোটে অপরূপা পোদ্দার ওরফে আফরিন আলিকে তৃণমূল প্রার্থী করে এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছিলেন মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। একদিকে এসসি ভোট অন্যদিকে সংখ্যালঘু ভোট তৃণমূলের দিকে গিয়েছিল। এবারে তরুণ যুবককে প্রার্থী করে সেই ভোট ব্যাংকে ফেরাতে মরিয়া সিপিএম। তবে সংখ্যালঘু ভোট ব্যাংকে যদি সিপিএম থাবা বসায় তা হলে ভোটের ফলাফল যে অন্যরকম হবে তা মনে করছে এলাকার রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল। সবমিলিয়ে ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে সংখ্যালঘু ভোট কোন বাক্সে যায় সেই দিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক দলগুলি।

# তৃণমূলের পর এবার মহিলাদের ওপর পুলিশি নির্যাতনের অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি:** সন্দেশখালির গণ্ডগোল চলছেই। সেখানকার মহিলাদের ওপর তৃণমূল কর্মীদের অত্যাচার যেন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। মহিলাদের অভিযোগ, এতদিন গ্রামের মহিলাদের ওপর তৃণমূলের অত্যাচার ছিল। নতুন সংযোজন, মহিলাদের ওপর পুলিশি নির্যাতন। নির্বাচন কমিশনের আওতাধীন সন্দেশখালি থানার পুলিশের বিরুদ্ধে ওঠা মহিলা নির্যাতনের এমন অভিযোগে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে। মহিলাদের ওপর পুলিশ ও সিভিক ভলেন্টিয়ারদের নির্যাতন নিয়ে ইতিমধ্যেই নিন্দার ঝড় উঠেছে।

যদিও বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার হোসেন মেহেদি রহমান পুলিশি নির্যাতনের অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন। পাশাপাশি মহিলাদের পক্ষ থেকে এমন কোনও অভিযোগও থানায় করা হয়নি বলে দাবি তাঁর। কোনও অভিযোগ হলে অবশ্যই তার তদন্ত করে দেখা হবে। তৃণমূলের পক্ষেও দাবি করা হয়েছে, এটা বিজেপির মনগড়া অভিযোগ। বিজেপি মহিলাদের দিয়ে সন্দেশখালিতে গণ্ডগোল জিইয়ে রাখার চেষ্টা করছে লোকসভা ভোটে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য। তবে সন্দেশখালি

রামপুর এলাকার বাগদিপাড়ায় সুমিতা প্রামাণিক, কৃষ্ণা মণ্ডলদের দাবি, তাঁদের ওপর তৃণমূলের হাফিজুল মোল্লা সহ অন্যান্য এবং এক সিভিক ভলেন্টিয়ার মোজাফফর সহ সন্দেশখালি থানার পুরুষ পুলিশকর্মীরা মারধর, পোশাক ছিঁড়ে দেওয়া ও নির্যাতন চালাচ্ছেন রাতের অন্ধকারে। এমনকি হুমকিও দিয়েছেন।

ঘটনার সূত্রপাত সোমবার। সুমিতা প্রামাণিক, কৃষ্ণা মণ্ডলদের অভিযোগ, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারের পোস্টার হাফিজুল মোল্লা নামে এক তৃণমূল কর্মী ছিঁড়ে দেন। প্রতিবাদ করায় হাফিজুল সহ অন্যান্য তৃণমূলিরা মহিলাদের ওপর চড়াও হন। তাঁদের মারধরের পাশাপাশি পরনের জামাকাপড় ছিঁড়ে দেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। বিকেলের দিকে পুলিশ এসে এলাকার কিছু নিরীহ যুবককে তুলে নিয়ে যায়। ফলে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। মহিলারা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

এরপর গ্রামবাসীদের ওপর রাতের আধার নামতেই অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যায় বলে দাবি। অভিযোগ, তৃণমূল কর্মী ও পুলিশ একজোট হয়ে গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঢুকে মহিলা পুরুষ সকলের ওপর অত্যাচার চালায় এবং বড় ক্ষতি করে দেওয়ার হুমকি দেখায়। এরপরেই মঙ্গলবার সকাল থেকে গ্রামের মহিলারা রাস্তায় বেরিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাঁদের দাবি, স্থানীয় তৃণমূল নেতা ও পুলিশ তাঁদের মারধর গালিগালাজ সহ বিভিন্ন ভাবে শারীরিক অত্যাচার করেছে। অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান মহিলারা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

# অন্নপূর্ণা ভান্ডার তিন হাজার, গ্যাস ৪৫০ টাকায়, কোতুলপুরে প্রচার রাজ্য সুকান্ত মজুমদারের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** সোমবার রাতে বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের কোতুলপুরে দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে একটি বিশাল মিছিল করেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। দিকে দিকে তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলাদের মাথায় লক্ষ্মীর ভান্ডার নিয়ে প্রচারের অনুকরণ করে এবার ভোট প্রচারে সামিল হলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি। মিছিলে দেখতে পাওয়া যায় বেশ কিছু মহিলা মাথায় মাটির হাঁড়ি নিয়ে রাস্তায় হাঁটছেন মাটির হাঁড়ির ওপর লেখা অন্নপূর্ণা ভান্ডার তিন হাজার টাকা। পাশাপাশি ৪৫০ টাকা লেখা বড় বড় গ্যাস সিলিন্ডারের ছবি সামনে রেখে মিছিল করলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি।

সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'আমরা যেটা দিই সেটা বলি আমরা মানুষকে ভাওতা দিই না বিজেপির অন্য রাজ্যে যারা উজালা যোজনা গ্যাস ব্যবহার করে তারা সাড়ে চারশো টাকা করে গ্যাস পায়। এই রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে সাধারণ মানুষকে উজালা যোজনায় সাড়ে চারশো টাকায় গ্যাস দেওয়ার ব্যবস্থা তারা করবে। এ বিষয়ে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিকদের মুখে মুখি হয়ে জানান, বিজেপি এর আগের নির্বাচনে বলেছিল প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা, প্রতিবছর ২ কোটি চাকরি, বিনা পয়সায় গ্যাস দেবে কেউ এক টাকাও পেয়েছে কি! ওটা ওদের ভাওতা ছিল এটাও ওদের ভাওতা। আর অন্নপূর্ণা ভান্ডার নিয়ে ওরা প্রচার করছে এটা কোথায় কে পায় কেউ জানে না।

# সবাইকে ভালো রাখার দায়িত্ব আমাদের : দেব

**নিজস্ব প্রতিবেদন, গোবরডাঙা:** 'আমি হিংসা প্রেমী মানুষ নই, আমি ভালোবাসা প্রেমী মানুষ, আমার দল বা ওর দল নয় আমরা সবাই ভারতীয় তাই সবাইকে ভালো রাখার দায়িত্ব আমাদের', মন্তব্য দেবের। বনগাঁ লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে এসে গোবরডাঙায় রোড শো করলেন অভিনেতা দেব।

অভিনেতা দেবকে দেখতে ভক্তদের ভিড় ছিল রাস্তার দু'পাশে। হেলিকপ্টার থেকে নেমে মাঠের চারদিকে হেঁটে তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে হাত মেলান এবং কথা বলেন। পরবর্তীতে হুডখোলা গাড়িতে গোবরডাঙ্গা কালীবাড়ি থেকে খাটুরা মোড় পর্যন্ত রোড শোতে অংশগ্রহণ করে। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দেব বলেন, 'এত মানুষের ভিড় দেখে আমার মনে হয় বিশ্বজিৎ দাস জিতবে।' তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'দেবের এই রোড শো পঞ্চাশ হাজারের ওপরে মানুষ এসেছে। মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে রয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের সঙ্গে রয়েছে। তাই জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা।'

# ঝাড়গ্রামে দেবের রোড শো

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম:** ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কালিপদ সরেনের সমর্থনে ঝাড়গ্রাম শহরে রোড শো করলেন ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অভিনেতা দীপক অধিকারী ওরফে দেব। শহরের হিন্দু মিশন মাঠ থেকে রোড শো শুরু হয়। প্রার্থী কালিপদ সরেনকে সঙ্গে নিয়ে শহর পরিক্রম করেন।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্র প্রসঙ্গে দেব বলেন, 'ঘাটালের মানুষ জানে আমি কতটা তাদের কাছের মানুষ। হিরণ যত কেস করবে, যত ভুল মন্তব্য করবে তত ভোটের মার্জিন বাড়বে। একই ভাবে ঝাড়গ্রাম লোকসভাতেও তৃণমূল বিপুল সংখ্যক ভোটে লিড দেবে। ঝাড়গ্রামের সাধারণ মানুষ তৃণমূলকে চান। বিরোধীরা কোনও জায়গা পাবে না।'

# বিজেপির জালি এমপি, সার্টিফিকেট নিতে রাঁচি যেতে হয়, দাবি অভিষেকের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া:** পুরুলিয়ার বিজেপির জালি এমপি, সাধারণ মানুষের কোনও প্রয়োজনে এমপির কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিতে হলে রাঁচি যেতে হয়। কয়েকটা ভোটের জন্য সন্দেশখালিতে যে নোংরামি বিজেপি করল, তাতে বাংলার দশ কোটি মানুষের সম্মান হানি করেছে। ভারতবর্ষের ১৪০ কোটি মানুষের কাছে বাংলাকে ছোট করেছে। মঙ্গলবার পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি বিধানসভার ঝালদার তুলিনের ইউনাইটেড গ্রাউন্ডে পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শান্তিরাম মাহাতোর সমর্থনে জনসভায় এমনই মন্তব্য তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

এদিন চড়া রোদ উপেক্ষা করে হাজার হাজার মানুষের ভিড় দেখে সবার প্রথমেই সকলের উদ্দেশে অভিষেক বলেন, 'আপনাদের এই সমর্থনেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে আপনারা শান্তিরাম মাহাতোকে সমর্থন করেছেন। এই চড়া রোদে মাইকে ভাষণ শুনতে যারা আসেন তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে আসেন। তাই আগামী ২৫ তারিখ লাইনে দাঁড়িয়ে ১০ বছর ধরে যে অপমান যন্ত্রণা সহ্য করেছেন তার জবাব দিন। আর নির্বাচনে বিজেপির জামানত বাজেয়াপ্ত করুন। গরিব মানুষের হকের টাকা দেয়নি বিজেপি সরকার। এই নির্বাচন প্রতিবাদ প্রতিরোধ ও প্রতিশোধের নির্বাচন হোক।'

তিনি বলেন, 'পুরুলিয়ার যিনি সাংসদ রয়েছেন জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো তিনি ঝালদা, জয়পুর,পুরুলিয়া কোথাও একটা উন্নয়নমূলক বৈঠক করেছে বলতে পারবে পাঁচ বছরে। বছরের ১২ মাসের মধ্যে দশ মাস থাকেন রাঁচিতে। একটা চিঠি লেখাতে গেলে মানুষকে ঘুরতে হয়। জ্যোতির্ময় মাহাতো এলে তাঁর কাছে দুটো প্রশ্ন করবেন ১০০ দিনের কাজ সহ বাংলা আবাস যোজনার টাকা যে বন্ধ রয়েছে তার জন্য তিনি কী করেছেন। আর অভিন্ন দেওয়ানি বিধি সমর্থন করেন না সেটা পরিষ্কার করুক সাংবাদিক সম্মেলন করে। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি হলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন আদিবাসী মায়েরা ও ভাইরা। মোদি সরকার চাইছে এই আইন চালু করতে। কয়েকদিন আগে বিজেপির এক নেত্রী বলেছেন লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ করে দেবেন। আমি আপনাদের কাছে বলে যাচ্ছি লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রধানমন্ত্রী বন্ধ করতে চাইলেও বন্ধ করতে পারবেন না। পশ্চিমবঙ্গে ওরা জিততে পারেনি বলে ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ করেছে, এই জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোর দলের নেতারা। তাই এদের একটিও ভোট দেবেন না। ধর্মের নামে ভোট চায় এরা, তিন হাজার কোটি টাকা খরচ করে রাম মন্দির বানিয়েছে। কুড়ি হাজার কোটি টাকা খরচ করে বাসভবন তৈরি হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর। মানুষের জন্য এরা কাজ করে না।'

তাঁর দাবি, 'এরা যে কী করেছে তা যদি জানাতে চায় তা হলে ১০ দিনের মধ্যে একটা মঞ্চ তৈরি করুন একদিকে বিজেপি থাকুক অন্যদিকে আমরা থাকব দশ

বছরে মোদি কী করেছেন তা মানুষের কাছে আনা হোক। আর ১৩ বছরে আমরা কী করেছি তাও আমরা মানুষের কাছে তুলে ধরব। যদি লেজে গোবরে করে দিতে না পারি তা হলে এই দল করা ছেড়ে দেব। প্রধানমন্ত্রী বলছে টাকা পাঠিয়েছে আবাস যোজনায়। দশ পয়সাও পাঠিয়েছে তার শ্বেতপত্র প্রকাশ করুক তিন মাস আগে আমি বলেছিলাম ওদের চ্যালেঞ্জও করেছিলাম কিন্তু এখনও কোনও জবাব দিতে পারেনি। পায়ের নীচ থেকে মাথার চুল সবটাই দু'নম্বরী বিজেপির নেতাদের।'

সন্দেশখালি প্রসঙ্গে বলেন, 'কয়েকদিন আগেই সন্দেশখালি নিয়ে গলা ফাটিয়ে বেড়াচ্ছিল কিন্তু আগেই একটা ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে তাতে মণ্ডল সভাপতি পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিয়েছে গোটা ঘটনা সাজানো দু'হাজার টাকা দিয়ে ভুয়ো কমপ্লেন করানো হয়েছে, এরা কতটা ছোট নিকৃষ্ট হতে পারে। বাংলাকে বদনাম করতে বাংলার দশ কোট মানুষকে সম্মানহানি করতে এইসব করেছে এরা। মানুষ এদের জবাব দেবে।'

মূল্যবৃদ্ধি প্রসঙ্গে বলেন, 'আজ জিনিসপত্রের দাম আকাশ ছোঁয়া হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী বলেছিল আচ্ছে দিন আয়ে গা। এই আচ্ছে দিন। জীবনদায়ী ওষুধের দাম আজ আকাশ ছোঁয়া। তাই কোনও ভাবেই বিজেপিকে ভোট নয়। একদিকে লক্ষ্মীর ভান্ডারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিচ্ছে বারোশো টাকা অন্যদিকে মোদি গ্যাস দিয়ে নিয়ে নিচ্ছে বারোশো টাকা। পুরুলিয়া জেলায় ৬ লক্ষ ৬৩ হাজার ১৬৫ জন লক্ষ্মীর ভান্ডার পায়। আমরা কোন জাতি ধর্ম দল দেখিনি সব্বাইকে লক্ষ্মীর ভান্ডার দিয়েছি। পুরুলিয়ার জালি এমপি বলুন তো কী উন্নয়ন করেছেন জেলার জন্য।'

প্রার্থীর সমর্থনে বলেন, 'আমাদের যিনি প্রার্থী হয়েছেন শান্তিরাম মাহাতো ১৯৭৯ সাল থেকে রাজনীতিতে আছেন। তাঁকে আপনারা জয়ী করে পাঠান জেলার উন্নয়নের ধারাকে আরও অব্যাহত রাখতে। শুনলাম পুরুলিয়ার বিজেপির প্রার্থী জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো টাকা বিলি করেছে পুরুলিয়ার এক নম্বর ব্লকে। এতদিনে ভোট কেনার কথা মনে পড়েছে। আপনাদের কাছে টাকা দিতে এলে টাকা নেবেন কিন্তু ওদের ভোট দেবেন না ওরা যেমন এতদিন ঠকিয়েছে আপনারাও ওদের ঠকান।'

# পোস্ট কার্ডে চিঠি লিখে বিলি সুভাষ সরকারের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** ভোট যে বড়ই বালাই তাই ভোটে জিততে অভিনব পন্থা অবলম্বন করছেন সকল রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা। এইবারে লোকসভা নির্বাচনে বাঁকুড়া থেকে ফের আর একবার বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের বিদায়ী প্রতিমন্ত্রী ডা. সুভাষ সরকার। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি বিভিন্ন এলাকায় ভোটপ্রচার পর্ব চালানোর পাশাপাশি প্রচারের জন্য এক অভিনব পন্থা তিনি গ্রহণ করলেন। নিজে হাতে পোস্ট কার্ডে চিঠি লিখে মানুষের মধ্যে বিলি করে দিল্লির সরকার গড়ার জন্য ভোট চাইলেন।

সুভাষ বাবু জানান, সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের সঙ্গে হৃদয়ের যোগাযোগের জন্য চিঠি লেখা, এই চিঠি সমাজের বিভিন্ন স্তরে পৌঁছে যাবে। আজকালকার দিনে পোস্ট কার্ড বা ইনল্যান্ড লেটার প্রায় বিলুপ্ত বললেই চলে। তাই পুরনো সংস্কৃতিকে তুলে ধরা সুভাষবাবুর এই ধরনের পন্থা অবলম্বন করার অন্যতম কারণ বলেও তিনি জানান। দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে অভিনবত্ব। এত রাজনৈতিক উত্তাপের মাঝেও এই বাঁকুড়ার লোকসভা কেন্দ্র থেকে শেষ হাসিটা কে হাসেন, তার অপেক্ষা আগামী ৪ জুন।

# গলায় ব্লেড চালানোর অভিযোগে ধৃত এক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান:** এক ব্যক্তির গলায় ধারালো ব্লেড দিয়ে তাঁকে আহত করার অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করল নাদনঘাট থানার পুলিশ। ধৃতের নাম বিকাশ ওঁরাও। তাঁর বাড়ি পূর্বস্থলী ১ ব্লকের বড়কোবলা আলুরডাঙা এলাকায়। ধৃতকে মঙ্গলবার মহকুমা

আদালতে পেশ করে পুলিশ। উল্লেখ্য, সোমবার পূর্বস্থলী ১ ব্লকের শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের আলুরডাঙা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভোট দিতে গিয়েছিলেন বিষ্টু ওঁরাও নামের ব্যক্তি। ভোট দিয়ে তিনি বেরিয়ে আসতেই বুথের কাছেই তাঁকে পিছন দিক থেকে লাথি মারে ও তাঁর গলায় ব্লেড চালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে বিকাশ ওঁরাওয়ের বিরুদ্ধে। এরপরই সোমবার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ খুনের চেষ্টার মামলা রুজু করে ও বিকাশ ওঁরাওকে গ্রেপ্তার করে। তবে কী কারণে তাঁর ওপর হামলা তার সঠিক কারণ জানা যায়নি।

# ক্ষীরগ্রামে যোগাদ্যার পুজোয় বিশাল মেলা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান:** সতীর একান্ন পীঠের মধ্যে এক পীঠ হল পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের ক্ষীরগ্রাম। কথিত আছে, সতীর ডান পায়ের বুড়ো আঙুল পড়েছিল ক্ষীরগ্রামে। এখানে যে দেবীমূর্তি তা কষ্টি পাথরের তৈরি, রূপে তা মহিষাসুরমর্দিনী। ক্ষীরগ্রামে ঢোকার মুখেই রয়েছে ক্ষীরদিঘি নামের একটি বড়সড় জলাশয়। মঙ্গলবার ৩১ বৈশাখ ক্ষীরগ্রামে যোগাদ্যার পুজো অনুষ্ঠিত হয়। জাঁকজমক ভাবেই শুরু হয় যোগাদ্যার পুজো। দেবীকে দেখতে এদিন কাতারে কাতারে ভক্তদের ঢল নামে। গোটা গ্রামে শুরু হয়েছে উৎসব। প্রতি বছরের মতো এবছরও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যোগাদ্যাকে দেখতে বহু ভক্তদের সমাগম হয়। পুজোকে ঘিরে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। সারা বছর জলের

তলায় মন্দিরের মধ্যে রাখা হয় প্রস্তর মূর্তিকে। নির্ঘন্ট মেনে বৈশাখ মাসের সংক্রান্তিতে জল থেকে তুলে পুজো দিয়ে আবার জলে ডুবিয়ে রাখা হয়। ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা সম্পর্কে বহু পৌরাণিক কাহিনি ও জনশ্রুতি আছে।

জানা যায়, যখন রাম-রাবণের যুদ্ধ হয় তখন রাবণপুত্র মহিরাবণ, রাম ও লক্ষণকে তাঁর আরাধ্যা দেবী ভদ্রকালীর কাছে বলি দেওয়ার জন্য পাতালে বন্দি করেছিল। সেখানে মহিরাবণ বধের পর হনুমান, রাম ও লক্ষণকে সঙ্গে নিয়ে পাতাল থেকে বেরতে উদ্যোগী হলে মা ভদ্রকালী নাকি বলেছিলেন তোমরা তো চলে যাচ্ছ, আমাকে এখানে একা ফেলে গেলে তো হবে না। আমাকে পৃথিবীর মধ্যস্থল যেখানে, সেখানে নিয়ে চল! হনুমান সুড়ঙ্গপথে রাম-লক্ষণকে ও মা ভদ্রকালীকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন এই ক্ষীরগ্রামে। এই পুজো উপলক্ষে বসেছে গ্রামজুড়ে বিশাল মেলা।

# 'বাল্যবিবাহ মুক্ত' ব্লক গড়তে তৎপর কুমারগঞ্জ ব্লক প্রশাসন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট:** 'বাল্যবিবাহ মুক্ত' ব্লক গড়ে তুলতে তৎপর কুমারগঞ্জ ব্লক প্রশাসন। আগামী ২০২৫ সালের মধ্যেই যাতে ব্লককে সম্পূর্ণ বাল্যবিবাহ মুক্ত ব্লক হিসেবে গড়ে তোলা যায়, সেই লক্ষ্যে এগচ্ছে প্রশাসন। সেই উপলক্ষে এদিন ব্লকস্তরের শিশু সুরক্ষা কমিটির মিটিং আহ্বান করা হয়। এদিনের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন কুমারগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উমা রায়, কুমারগঞ্জ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীবাস বিশ্বাস, সিডিপিও তপন বিশ্বাস, কুমারগঞ্জ থানার সাব-ইন্সপেক্টর ব্রীতি সুন্দর সাহা, কুমারগঞ্জ ব্লকের যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক পবিত্র বর্মন, অবর বিদ্যালয়ের পরিদর্শক দেবাশিস তামাং, শক্তি বাহিনীর ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর মিজানুর রহমান, কুমারগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালের তরফে দেবজ্যোতি

চক্রবর্তী, ব্লক ওয়েলফেয়ার অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) স্বাগতা তালুকদার, সমিতি এডুকেশন অফিসার পলাশ রঞ্জন ঠাকুর সহ আরও অনেকে।

উল্লেখ্য, মেয়েদের ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে এমন কিছু কার্যকর পদক্ষেপ সত্ত্বেও নাবালিকা বিবাহের হার এখনও সামনে আসছে। সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা, শিক্ষার সীমিত সুযোগ, মেয়ে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করবে, এই সম্ভাবনা নিয়ে অভিভাবকদের ভীতি, বয়ঃসন্ধির মেয়েদের নিরাপত্তার জন্য দুশ্চিন্তা, আর্থ-সামাজিক অবস্থার নানা দিক এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করে, যা শুধু বাল্যবিবাহকে বাঁচিয়েই রাখে না, তাকে বাড়তেও সাহায্য করতে পারে। সেই বিষয়গুলিকে মাথায় রেখেই গ্রাম, গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লকস্তরের শিশু সুরক্ষা কমিটিগুলি যাতে সক্রিয় ভাবে কাজ করে সেই কারণে এদিন এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। জানা গিয়েছে, এদিনের সভায় বিগত দিনে বাল্যবিবাহের পরিসংখ্যান ও শিশুপাচার বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা এই বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোকপাত করেন।

এ বিষয়ে কুমারগঞ্জ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীবাস বিশ্বাস জানান, শিশু শ্রমিক, বিদ্যালয় ছুট, বাবা-মা নেই এমন অনাথ ও অসহায় শিশুদেরকে চিহ্নিত করে পুনরায় বিদ্যালয়ে ভর্তি করা ও সরকারি প্রকল্পের আওতায় আনতে হবে। প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে গ্রাম্য স্তরের, দ্বিতীয় সপ্তাহে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের শিশু সুরক্ষা কমিটির মিটিং করতে হবে।

কুমারগঞ্জ থানার পক্ষে চাইল্ড প্রোটেকশন ওয়েলফেয়ার অফিসার তথা সাব-ইন্সপেক্টর বৃতীসুন্দর সাহা জানান, বাল্যবিবাহের খবর পাওয়া মাত্রই থানার পুলিশ, কুমারগঞ্জ ব্লকের স্টাফ, শক্তি বাহিনীর কর্মীগণ যৌথ ভাবে গিয়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করা হচ্ছে ও মুচলেখা নেওয়া হচ্ছে পরিবারের পক্ষ থেকে। পরবর্তীতে যদি পরিবার মুচলেখা দেওয়ার পরেও নাবালিকা মেয়েটিকে বিয়ে দেন, তা হলে ঘটনার সত্যতা যাচাই করে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এবিষয়ে, শক্তি বাহিনীর ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর মিজানুর রহমান জানান, আগামী মাসের মধ্যে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে সকল গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য, ইমাম, পুরোহিত, ফাদার (ধর্মীয় গুরু), আশা, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, সুপারভাইজার, শিক্ষকদের নিয়ে, বাল্যবিবাহ মুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত গড়তে কর্মশালা আয়োজন করার জন্য পঞ্চায়েত প্রধান ও সেক্রেটারিদের নির্দেশ দেন ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক।

# ৩৭০ ধারার বিলোপের পর প্রথম ভোট

## কয়েক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ ভোট পড়ল শ্রীনগরে

**শ্রীনগর, ১৪ মে:** ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে সার্বিকভাবে দেশে ভোটদানের হার কম। ঠিক উলটো ছবি দেখা গেল কাশ্মীরের শ্রীনগর কেন্দ্রে। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী চতুর্থ দফায় ৯৬ আসনে ৬২ শতাংশের বেশি ভোট পড়েছে। শ্রীনগরে পড়েছে প্রায় ৩৮ শতাংশের কাছাকাছি ভোট। যা কিনা ১৯৯৬ সালের পর সর্বোচ্চ। কেউ কেউ বলছেন, ৩৭০ ধারা বাতিলের পর সরকারের বিরুদ্ধে কাশ্মীরবাসীর ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হয়েছে ভোটবাক্সে।



শ্রীনগর কেন্দ্রটির একটি অংশ 'সন্ত্রাস কবলিত'। ১৯৮৯ সালের নরসংহারের পর থেকে এই কেন্দ্রে ভোটের হার কমই থাকে। লোকসভা নির্বাচনে অতীতে ১০ শতাংশের কম ভোট পড়ার রেকর্ডও হয়েছে। সেই কাশ্মীরে ৩৮ শতাংশের কাছাকাছি ভোট পড়াটা রীতিমতো চমকপ্রদ। হিসাব বলছে, ১৯৯৬ সালে প্রায় ৪১ শতাংশ ভোট পড়েছিল শ্রীনগরে। ১৯৯৮ সালে ভোট পড়েছিল ৩০ শতাংশ।

২০১৪ সালে দেশে পরিবর্তনের ভোটে শ্রীনগরে ২৫ শতাংশের সামান্য বেশি ভোট পড়েছিল। ২০১৯ লোকসভা ভোটের আগে থেকেই ৩৭০ ধারা বাতিলের আবহে শ্রীনগরে ভোট পড়েছিল ১৫ শতাংশেরও কম। সেখানে এবার ভোটের হার ৩৮ শতাংশ। প্রায় ৩ দশকে সর্বোচ্চ।

শাসক শিবিরের দাবি, শ্রীনগরের বাড়ন্ত ভোটের হার প্রমাণ করে ৩৭০ ধারা বাতিলের পর কাশ্মীর হাসছে। যুব সমাজ বুলেট ছেড়ে ব্যালটে আস্থা রাখছে। উন্নয়নের জোয়ারে গা ভাসাচ্ছে। বিরোধীরা বলছে অন্য কথা। বিরোধী শিবিরের দাবি, ৩৭০ ধারা বাতিলের পর কাশ্মীরবাসীর যে ক্ষোভ, সেই ক্ষোভেরই প্রতিফলন হয়েছে ভোটবাক্সে। ঘটনাচক্রে শ্রীনগর কেন্দ্রে পদ্ম প্রতীকে কোনও প্রার্থী নেই। বিরোধীদের প্রশ্ন, এতই যখন খুশি শ্রীনগরবাসী, তাহলে বিজেপি নিজে ভোটে লড়লো না কেন?

# বোমা মেরে তিহার জেল ওড়ানোর হুমকি

**নয়াদিল্লি, ১৪ মে:** দিল্লির তিহার জেল বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি! সূত্রের খবর, মঙ্গলবার জেল কর্তৃপক্ষ এমনই এক ইমেল পান। খবর দেওয়া হয় দিল্লি পুলিশকে। খবর পাওয়া মাত্রই জেলে পৌঁছয় বম্ব স্কোয়াড। কিন্তু সন্দেহজনক কিছু মেলেনি বলেই খবর জেল প্রশাসন সূত্রে।

কুখ্যাত গ্যাংস্টার থেকে শুরু করে অনেক রাজনীতিকের বর্তমান ঠিকানা তিহার জেল। গোরু পাচার মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল থেকে শুরু করে দিল্লির আবগারি মামলায় ধৃত আপ নেতা মণীশ সিসোদিয়া, সত্যেন্দ্র জৈন, বিআরএস নেত্রী কে কবিতারা এই তিহারেই বন্দি। দিন তিনেক আগে অবধি এই জেলেই ছিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। অন্তর্বর্তী জামিনে ছাড়া পাওয়া কেজরিকে আবার ২ জুন তিহারে এসে আত্মসমর্পণ করতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট।

তিহারের মতো এ হেন 'হাইপ্রোফাইল' জেলে বোমা মারার হুমকি বার্তা ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ জেল কর্তৃপক্ষ একটি ইমেল পান। সেই মেলের বয়ান, 'তিহার জেলে বোমা ফেলা হবে।' সেই মেল পাওয়ার পরেই জেল কর্তৃপক্ষ তড়িঘড়ি দিল্লি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

জেল সন্দেহজনক কিছু না মিললেও ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দিল্লি পুলিশ। কে বা কারা এই মেল পাঠালেন, তা জানার চেষ্টা চলছে। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার সকালেই রাজধানীর বেশ কয়েকটি হাসপাতালের কাছে বোমায় ওড়ানোর হুমকি ফোন যায়। পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকালে দিল্লির চারটি হাসপাতালে ওই হুমকি দিয়ে ফোন করা হয়েছিল। সেই ফোন পাওয়ার পরই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আতঙ্ক ছড়ায় হাসপাতালগুলিতে।

গত ১ মে দিল্লি এবং এনসিআরের প্রায় ১০০টি স্কুলে হুমকি ইমেল পাঠানো হয়েছিল।

# পঞ্জাবে গ্রেপ্তার জঙ্গি নেতা পান্নুনের তিন অনুগামী

**চণ্ডীগড়, ১৪ মে:** লোকসভা ভোটপর্বের মধ্যেই রাজধানী দিল্লি এবং পঞ্জাবের ভাতিন্ডায় নজরে এল খলিস্তানপন্থী নিষিদ্ধ সংগঠন 'শিখস ফর জাস্টিস' (এসএফজে)-এর সক্রিয়তা! পলাতক জঙ্গি নেতা গুরপতবন্ত সিং পান্নুনের সংগঠনের তিন সদস্যকে দেওয়ালে খলিস্তানপন্থী স্লোগান লেখার দায়ে গ্রেপ্তার করা হয় মঙ্গলবার।

পঞ্জাব পুলিশের ডিজি গৌরব যাদব এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্টে মঙ্গলবার লিখেছেন, 'নিষিদ্ধ সংগঠন 'শিখস ফর জাস্টিস'-এর নেতা গুরপতবন্ত সিং পান্নুনের সমর্থনে স্লোগান লেখার জন্য আমরা তিন জনকে গ্রেপ্তার করেছি। এটি পঞ্জাব পুলিশের বড় সাফল্য। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।' 'বৃহত্তর পঞ্জাব' নিয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র খলিস্তান রাষ্ট্র গড়ার দাবিতে সক্রিয় এসএফজে গত কয়েক বছর ধরেই ভারতের বিরুদ্ধে নানা নাশকতামূলক তৎপরতায় জড়িত। সংগঠনের প্রধান পান্নুন সম্প্রতি দাবি করেছিলেন, নব্বইয়ের দশকে ধৃত এক খলিস্তানি জঙ্গি নেতাকে দিল্লির জেল থেকে ছাড়ার শর্তে ২০১৪ থেকে ২০২২ পর্যন্ত প্রায় এক কোটি ৬০ লক্ষ ডলার (প্রায় ১৩৩ কোটি টাকা) অর্থ সাহায্য করা হয়েছে আম আদমি পার্টি (আপ)-র নেতৃত্বকে।

২০১৯ সালের ১০ জুলাই এসএফজেকে পাঁচ বছরের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল নরেন্দ্র মোদি সরকার। কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছিল, ভারতের সার্বভৌমত্ব এবং ভৌগোলিক অখণ্ডতার জন্য বড়সড় হুঁশিয়ারি এই সংগঠন। ২০২০ সালে সংগঠনের নেতা পান্নুনকে জঙ্গি ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। ইন্টারপোলকে 'রেড নোটিস' জারি করার অনুরোধও জানানো হয়েছিল। কিন্তু তার পরেও কানাডায় বসে পান্নুনের সংগঠন ভারতবিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রচার করে চলেছে বলে জানিয়েছে এনআইএ। গত এপ্রিলে আমেরিকার প্রথম সারির দৈনিক 'দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট'-এ প্রকাশিত একটি রিপোর্টে দাবি করা হয়, আমেরিকার মাটিতে খলিস্তানি জঙ্গি নেতা পান্নুনকে হত্যার চেষ্টা করেছিল ভারতের গুপ্তচর সংস্থা 'র'। যদিও ওই রিপোর্টের দাবি খারিজ করে বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছিল, একটি গুরুতর বিষয়ে 'অযৌক্তিক' এবং 'ভিত্তিহীন' অভিযোগ তোলা হয়েছে।

# ইউক্রেনের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় রাশিয়ায় মৃত্যু অন্তত ১৫ জনের



**কিয়েভ, ১৪ মে:** ইউক্রেনের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় রাশিয়ায় অন্তত ১৫ জন নাগরিকের মৃত্যু হল। আহতের সংখ্যা কমপক্ষে ২৭।

রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক মঙ্গলবার জানিয়েছে, সোমবার রাত থেকেই বেলগরদ শহর আর তার পার্শ্ববর্তী এলাকা লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে ইউক্রেনীয় সেনা। রুশ সামরিক অফিসারেরা জানাচ্ছেন, ইউক্রেন সেনার ছোড়া অন্তত ১২টি ক্ষেপণাস্ত্র গুলি করে নামানো হয়। তবে তার মধ্যেই একটি ক্ষেপণাস্ত্রের টুকরো শহরাঞ্চলের একটি ১০তলা আবাসনের একাংশে আছড়ে পড়লে, সেই অংশটি ভেঙে ১৫ জনের প্রাণ গিয়েছে। বহুতলের ধ্বংসস্তূপে এখনও কয়েকজনের আটকে থাকার আশঙ্কা রয়েছে। এই হামলাকে 'সন্ত্রাসবাদী' হামলা আখ্যা দিয়েছে রাশিয়া।

এর আগে বেলগরদ এলাকায় এত বড় হামলা হয়নি। বেলগরদ প্রদেশের গভর্নর ভেয়াচেসলাভ গ্লাদকভ জানাচ্ছেন, ওই ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ছাড়াও সোমবার তাঁর প্রদেশে ইউক্রেনীয় বাহিনীর পৃথক এক হামলায় আরও চার রুশ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। ইউক্রেনের এই ক্ষেপণাস্ত্র হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

উল্লেখ্য, ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর ওপর চাপ বাড়াতে রাশিয়া এবার দেশটির উত্তর-পূর্বে অবস্থিত খারকিভ এলাকায় অভিযান শুরু করেছে। রুশ সেনার হামলার মুখে সেখানকার বেসামরিক নাগরিকদের উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে। অপর দিকে প্রতিরক্ষা খাতের নেতৃত্বে রদবদল করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে পর্যাপ্ত অস্ত্র হাতে পাওয়ার আগেই ইউক্রেনের দুর্বলতার সুযোগের সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করছে রাশিয়া। এখনও পর্যন্ত ইউক্রেনের দক্ষিণ ও পূর্ব প্রান্তে সামরিক তৎপরতা চালানোর পর রুশ বাহিনী এবার অন্যত্র হামলা শুরু করেছে। শুক্রবার থেকে খারকিভ অঞ্চলে যতটা সম্ভব জমি দখল করতে বড় অভিযান শুরু করেছে রুশ বাহিনী। ইউক্রেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর খারকিভ থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে ভোভচানস্ক শহরের উপকণ্ঠে দুই বাহিনীর মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ চলছে। ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর দাবি, বেশ কিছু ক্ষেত্রে রুশ বাহিনী পাচ্ছে। সেনাদের প্রাণহানি উপেক্ষা করে বেপরোয়া অভিযান চালাচ্ছে তারা। এতে অন্তত ১০০ রুশ সৈন্য নিহত হয়েছেন। ভোভচানস্ক শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ইউক্রেন ও রাশিয়ার দাবি পরস্পরবিরোধী। রবিবার রাশিয়া জানিয়েছে, আরও চারটি গ্রামের দখল তারা নিয়েছে।

রুশ বাহিনীর বড় অভিযানের মুখে নিরীহ মানুষদের উদ্ধারকাজে তৎপরতা শুরু হয়েছে। আক্রান্ত এলাকার মানুষদের অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে 'ইভ্যাকুয়েশন পয়েন্টে' চলে যেতে বলেছেন স্বেচ্ছাসেবকেরা। খারকিভের গভর্নর জানিয়েছেন, গত কয়েক দিনে প্রায় ছ' হাজার মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এক ভিডিও বার্তায় খারকিভ অঞ্চলের গ্রামগুলোতে 'রক্ষণাত্মক সংঘর্ষের' কথা জানিয়েছেন। তাঁর মতে, সেখানে সংঘর্ষের মাত্রা দোনেৎস্কের অঞ্চলগুলোর মতো এত তীব্র নয়। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইউক্রেনে হামলা শুরুর সময় রুশবাহিনী খারকিভ শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছে গিয়েছিল। তবে ইউক্রেন সেনা তীব্র ভাবে প্রতিরোধ করলে তারা আবার সীমান্তে ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

এই মুহূর্তে বাসিন্দারা শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন না। খারকিভের মেয়র ইগর তেরেখভ বলেছেন, শহর আপাতত শান্ত রয়েছে। এদিকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সামরিক নেতৃত্বে বড় ধরনের রদবদল এনেছেন। দীর্ঘদিনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই শোইগুকে সরিয়ে নতুন মুখ হিসেবে আন্দ্রেই বেলুসভের নাম ঘোষণা করেছেন।

নতুন প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে বেলুসভকে নিয়োগের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, প্রতিরক্ষা বাজেটকে আরও ভালো ভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করবেন তিনি। এ ছাড়া তিনি অর্থনৈতিক ভাবে রাশিয়াকে শক্তিশালী করে ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধে জিততে উন্নত সৃষ্টিকে কাজে লাগাবেন।

# মুম্বইয়ে হোর্ডিং ভেঙে মৃত বেড়ে ১৪



**মুম্বই, ১৪ মে:** ভয়ংকর ধুলোঝড়ে বিপর্যস্ত মুম্বই। বিশালাকার ধাতব বিজ্ঞাপনের বোর্ড ভেঙে পড়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪। আহতের সংখ্যাও লাফিয়ে বেড়েছে। অন্তত ৭০ জন জখম হয়েছেন বিলবোর্ড ভেঙে পড়ে। এহেন পরিস্থিতিতে জানা যাচ্ছে, মুম্বই কর্পোরেশন থেকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট সার্টিফিকেট ছাড়াই ওই বিশাল বিলবোর্ড টাঙিয়েছিল একটি সংস্থা।

সোমবার বিকেলে ঝড়ের দাপটে পরিত্রাহি অবস্থা হয় বাণিজ্যনগরীর বাসিন্দাদের। প্রবল হাওয়ার দাপটে ঘাটকোপর এলাকায় ভেঙে পড়ে একটি বিশালাকার ধাতব বিজ্ঞাপনের বোর্ড। আশপাশের এলাকার অনেকেই চাপা পড়েন ১০০ ফুট বিলবোর্ডের তলায়। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধারকাজ শুরু করে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। আপাতত ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে বিলবোর্ড চাপা পড়ে। আহতের সংখ্যা ৭০ ছাড়িয়েছে।

তবে এই বিপর্যয়ের মধ্যেই প্রশ্ন উঠছে বিলবোর্ড লাগানো নিয়ে। জানা গিয়েছে, ইগো মিডিয়া নামে একটি সংস্থা ওই বিলবোর্ড টাঙিয়েছিল। কিন্তু ওই এলাকাটি পুলিশ ওয়েলফেয়ার কর্পোরেশনকে লিজে দিয়েছিল মহারাষ্ট্র সরকারের পুলিশ হাউজিং বিভাগ। তবে ওই চত্বরে চারটি হোর্ডিং টাঙাতে ইগো মিডিয়াকে অনুমতি দিয়েছিলেন রেল পুলিশের এসিপি। কিন্তু এই হোর্ডিং টাঙানোর আগে মুম্বই কর্পোরেশনের থেকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট নেয়নি ইগো মিডিয়া।

বিতর্কিত চারটি হোর্ডিংয়ের মধ্যে একটিই ভেঙে পড়েছে সোমবার। ইতিমধ্যেই ইগো মিডিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে মুম্বই পুলিশ। পাশাপাশি রেল পুলিশের এসিপি এবং রেলওয়ে কমিশনারকে নোটিস পাঠিয়েছে মুম্বই কর্পোরেশন। বিলবোর্ড টাঙানোর অনুমতি বাতিল করতে অনুরোধ করা হয়েছে ওই নোটিসে। তবে ইগো মিডিয়ার তরফে গোটা বিষয়টি নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

# জার্মানিতে সাইবার ক্রাইম বেড়েছে



**বার্লিন, ১৪ মে:** জার্মানিতে সাইবার ক্রাইম বেড়েছে। ২০২৩ সালে বিদেশি অপরাধীদের সাইবার অপরাধ আগের বছরের তুলনায় ২৮ শতাংশ বেড়েছে। ২০২২ সালে এই সংখ্যা ২০২১ সালের তুলনায় ৮ শতাংশ বেড়েছিল। সোমবার এ তথ্য জানিয়েছে জার্মানির ডিজিটাল অর্থনীতি কোম্পানিগুলোর সংগঠন বিটকম।

গত দু' বছরে রাশিয়ার দিক থেকে সাইবার হামলা দ্বিগুণ হয়েছে বলে জানিয়েছে সংগঠনটি। বিটকমের প্রধান নির্বাহী ব্যার্নহার্ড রোলেন্ডার জার্মানির জেডডিএফ টিভিকে জানান, গত দু' বছরে চিনের তরফে সাইবার হামলা বেড়েছে ৫০ শতাংশ। তিনি আরও জানান, হামলার শিকার ৮০ ভাগ কোম্পানি তথ্য চুরি, গুপ্তচরবৃত্তি কিংবা নাশকতার শিকার হয়েছে। সাইবার অপরাধের কারণে বছরে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ১৪৮ বিলিয়ন ইউরো। বেশির ভাগ হামলার জন্য দায়ী বিভিন্ন সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী বা বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থা।

'কেউ শুধু টাকা চায়' মন্তব্য করে ব্যার্নহার্ড রোলেন্ডার বলেন, বাকিরা জ্বালানি সরবরাহ, পরিবহনণবা হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোগুলোর ক্ষতি করতে চায়। এ ছাড়া কিছু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, একজন ব্যক্তি শুধু আনন্দের জন্য কাজটি করছেন।

মে মাসের শুরুতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানির প্রতিরক্ষা ও এরোস্পেস কোম্পানি এবং চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎসের এসপিডি দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে সাইবার হামলা চালানোর অভিযোগ করেছিল জার্মানি। রাশিয়ার সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গোষ্ঠী এসব হামলা করে বলে জানান জার্মানির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ন্যান্সি ফ্যাজা।

সোমবার বিটকমের প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে জার্মানির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সাইবার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে হুমকির মাত্রা বেশিই থাকছে।



## দি পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোম্পানি লিমিটেড

রেজি.অফিস: ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা-৭০০ ০২২
ফোন: (০৩৩) ২২২৩৩৩৯৪, ই-মেল: periatea@lnbgroup.com, ওয়েবসাইট : www.periatea.com
CIN : L01132WB1913PLC220832

**৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ**

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রম নং | বিবরণ | ত্রৈমাসিক সমাপ্ত | | | বর্ষ সমাপ্ত | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ৩১.০৩.২০২৪ (উল্লেখ্য দ্রষ্টব্য নং ৭) | ৩১.১২.২০২৩ অনিরীক্ষিত | ৩১.০৩.২০২৩ (উল্লেখ্য দ্রষ্টব্য নং ৭) | ৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত | ৩১.০৩.২০২৩ নিরীক্ষিত |
| ১ | কার্যাদি থেকে মোট আয় | ১,৬০.০৩ | ১,৭৭৯.৪১ | ১,১৭২.৮৬ | ৫,৩৭০.৪৪ | ৫,১৫৩.৫৬ |
| ২ | নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব) | ৪৫৮.৫৮ | ৯০.৬৭ | (১১৮.৩২) | ৬৫০.৮০ | (৩১৫.৭৫) |
| ৩ | নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী) | ৪৫৮.৫৮ | ৯০.৬৭ | (১১৮.৩২) | ৬৫০.৮০ | (৩১৫.৭৫) |
| ৪ | নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী) | ৩৬৮.৫৩ | ৮১.৯৩ | (১৩৫.৮২) | ৫৩৩.৫৯ | (৩৩৫.৬২) |
| ৫ | অচলতি কার্যাদি কর পূর্ব অচলতি কার্যাদি থেকে সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) | - | ৬.১৭ | (০.৩০) | ৬.১৭ | (০.৬৪) |
| | অচলতি কার্যাদির জন্য কর ব্যয় | - | - | (০.০৫) | - | ০.০৮ |
| | কর পরবর্তী অচলতি কার্যাদি থেকে সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) | - | ৬.১৭ | (০.৩৫) | ৬.১৭ | (০.৭২) |
| ৬ | কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) - চলতি এবং অচলতি কার্যাদি | (৩৬৮.৫৩) | ৮৮.১০ | (১৩৬.১৭) | ৫৩৯.৭৬ | (৩৩৬.৩৪) |
| ৭ | সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত ]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয় | ৭৮৮.১২ | ৮২.৫২ | (১৫৯.২০) | ৯৭৪.৮০ | (৩৫৩.২৫) |
| ৮ | ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (১০/- টাকা প্রতিটি) | ৩০৯.৫৯ | ৩০৯.৫৯ | ৩০৯.৫৯ | ৩০৯.৫৯ | ৩০৯.৫৯ |
| ৯ | রিজার্ভ (পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্সশীটে প্রদর্শিত মতো পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে রিজার্ভ) | | | | ১৮,৮১২.৪৬ | ১৭,৮৬৯.০৯ |
| ১০ | শেয়ার প্রতি আয় ১০/- টাকা প্রতিটির | | | | | |
| | মৌলিক - চলতি কার্যাদি | ১১.৯০ | ২.৬৫ | (৪.৩৯) | ১৭.২৪ | (১০.৮৪) |
| | মিশ্রিত - চলতি কার্যাদি | ১১.৯০ | ২.৬৫ | (৪.৩৯) | ১৭.২৪ | (১০.৮৪) |
| | মৌলিক - অচলতি কার্যাদি | - | ০.২০ | (০.০১) | ০.২০ | (০.০২) |
| | মিশ্রিত - অচলতি কার্যাদি | - | ০.২০ | (০.০১) | ০.২০ | (০.০২) |

দ্রষ্টব্য :-
১. উপরিউক্ত কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা ১৪ মে, ২০২৪ তারিখে পর্যালোচিত এবং ১৪ মে, ২০২৪ তারিখে পরিচালন পর্ষদের সভায় গৃহীত।
২. দি পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোম্পানি লিমিটেড (স্ট্যান্ডঅ্যালোন সংখ্যাসমূহ) -এর নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল :

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রম নং | বিবরণ | ত্রৈমাসিক সমাপ্ত | | | বর্ষ সমাপ্ত | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ৩১.০৩.২০২৪ (উল্লেখ্য দ্রষ্টব্য নং ৭) | ৩১.১২.২০২৩ অনিরীক্ষিত | ৩১.০৩.২০২৩ (উল্লেখ্য দ্রষ্টব্য নং ৭) | ৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত | ৩১.০৩.২০২৩ নিরীক্ষিত |
| ১ | কার্যাদি থেকে মোট আয় | ১,১৬০.০৩ | ১,৭৭৯.৪১ | ১,১৭২.৮৬ | ৫,৩৭০.৪৪ | ৫,১৫৩.৫৬ |
| ২ | কর পূর্ববর্তী সাধারণ কার্য থেকে নিট লাভ/(ক্ষতি) | ৪৫৮.৫৮ | ৯০.৬৭ | (১১৮.৩২) | ৬৫০.৮০ | (৩১৫.৭৫) |
| ৩ | কর পরবর্তী সাধারণ কার্য থেকে নিট লাভ/(ক্ষতি) | ৩৬৮.৫৮ | ৮১.৯৩ | (১৩৫.৮২) | ৫৩৩.৫৯ | (৩৩৫.৬২) |

৩. উপরোক্ত ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিতস্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফল স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা হয়েছে সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)-এর রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.nseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.periatea.com** -তে পাওয়া যাবে।
৪. ৯ নভেম্বর ২০২৩-এ অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় তার সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহায়ক সংস্থা পিকেটি প্ল্যান্টেশনস লিমিটেডকে ৪০ লক্ষ টাকা বিবেচনার জন্য এবং শিবফল বিনিময় প্রাইভেট লিমিটেডকে ৫ লক্ষ টাকা বিবেচনার জন্য নিষ্পত্তি করার অনুমোদন দিয়েছে, ক্রেতা মেসার্স মহারাজা শ্রী উমিদ মিলস লিমিটেড দ্বারা গৃহীত সমস্ত দায়বদ্ধতার নেট যা একটি সম্পর্কিত পক্ষ এবং উল্লিখিত লেনদেনগুলি বাহুর দৈর্ঘ্যের মূল্যে রয়েছে।
৫. নিষ্পত্তির ফলে, এই সহায়ক সংস্থাগুলির কাজের ফলাফল যা পৃথক লাইন-আইটেম ভিত্তিতে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক পর্যন্ত কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলগুলিতে অব্যাহত ক্রিয়াকলাপে অন্তর্ভুক্ত ছিল তা ডিসেম্বর ২০২৩ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য বন্ধ অপারেশনের অধীনে উপস্থাপন করা হয়েছে।
৬. ২০২২ সালের ৩১ মার্চ শেষ হওয়া অর্থবছরের জন্য প্রতি শেয়ারে ১/- টাকা লভ্যাংশ (প্রতিটির ফেস ভ্যালু ১০ টাকা) প্রদানের সুপারিশ করেছে পরিচালনা পর্ষদ।
৭. ৩১ মার্চ, ২০২৪ এবং ৩১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যানগুলি হল সম্পূর্ণ আর্থিক বছরের ক্ষেত্রে নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত প্রকাশিত বছরের পরিসংখ্যানগুলির মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ পরিসংখ্যান।

**দি পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোং লিঃ-র পক্ষে**
স্বা/-
(এল. এন. বাঙ্গুর)
চেয়ারম্যান
DIN: 00012617

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৪.০৫.২০২৪

## কিরণ ব্যাপার লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা-৭০০ ০২২
দূরভাষ: (০৩৩) ২২২৩-০০১৬/১৮, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২২৩ ১৫৬৯, ই-মেল : kvl@lnbgroup.com, ওয়েবসাইট : www.lnbgroup.com, CIN : L51909WB1995PLC071730

**৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ**

(লক্ষ টাকায় ইপিএস ব্যতীত)

| ক্র. নং | বিবরণ | স্ট্যান্ডঅ্যালোন | | | | | কনসোলিডেটেড | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৪ (উল্লেখ্য দ্রষ্টব্য ৪) | ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ অনিরীক্ষিত | ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৩ (উল্লেখ্য দ্রষ্টব্য ৪) | বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৪ নিরীক্ষিত | বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৩ নিরীক্ষিত | ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৪ (উল্লেখ্য দ্রষ্টব্য ৪) | ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ অনিরীক্ষিত | ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৩ (উল্লেখ্য দ্রষ্টব্য ৪) | বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৪ নিরীক্ষিত | বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৩ নিরীক্ষিত |
| ১ | কার্যাদি থেকে মোট আয় | ৬৮৭.৭১ | ২,৬৭২.৭৭ | ৭২১.০৫ | ৬,৪৪৪.৩৪ | ৪,৪৫৫.৫৪ | ২,৪২০.৩১ | ৩,০৩১.৭৬ | ২,০৬৩.৩৩ | ৯,২৫৬.৪১ | ৬,৭২৮.৪৯ |
| ২ | সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর ও ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব) | ১২.৭৭ | ২,০০৮.০৪ | ১৫৮.৮২ | ৪,১৭২.৫৯ | ২,৬৩৪.৬৪ | ৫৪৮.৯৯ | ১,৯৬১.২৭ | (১৯.২০) | ৬,৩৫২.৫২ | ৪,৬২২.৬৭ |
| ৩ | সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী) | ১২.৭৭ | ২,০০৮.০৪ | ১৫৮.৮২ | ৪,১৭২.৫৯ | ২,৬৩৪.৬৪ | ৫৪৮.৯৯ | ১,৯৬১.২৭ | (১৯.২০) | ৬,৩৫২.৫২ | ৪,৬২২.৬৭ |
| ৪ | সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী) | ১৫৭.৯৯ | ১,৫১৯.৫৭ | ৯৮.০৯ | ৩,৪৮৯.৩৭ | ২,৩৪৮.৬৪ | ৫২০.০০ | ১,৩৩৫.১৬ | (১৭৮.৯৮) | ৫,১৫৮.৮৮ | ৩,৮৫৩.২৮ |
| ৫ | সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত] -এর জন্য মোট ব্যাপক আয় | ২,০১৩.৩১ | ৪,৫২৪.৮৮ | (৩৪২.৯০) | ১২,৯৮০.৩৮ | ৪,০৫৮.৮৬ | ১০,৯৪৪.৪৩ | ৭,৪৪১.৬১ | (১,৭৬৫.৬৬) | ৩২,১৮৬.৮১ | ৩,৭২৫.৫২ |
| ৬ | ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি ১০/- টাকা) | ২,৭২৮.৪২ | ২,৭২৮.৪২ | ২,৭২৮.৪২ | ২,৭২৮.৪২ | ২,৭২৮.৪২ | ২,৬৯৮.১৮ | ২,৬৯৮.১৮ | ২,৬৯৮.১৮ | ২,৬৯৮.১৮ | ২,৬৯৮.১৮ |
| ৭ | শেয়ার প্রতি আয় প্রতিটি ১০/- টাকা (চলতি ও অচলতি কাজের জন্য) | | | | | | | | | | |
| | মৌলিক | ০.৫৮ | ৫.৫৭ | ০.৩৬ | ১২.৭৯ | ৮.৬১ | ১.৯৩ | ৪.৯৫ | (০.৬৬) | ১৯.১২ | ১৪.২৮ |
| | মিশ্রিত | ০.৫৮ | ৫.৫৭ | ০.৩৬ | ১২.৭৯ | ৮.৬১ | ১.৯৩ | ৪.৯৫ | (০.৬৬) | ১৯.১২ | ১৪.২৮ |

দ্রষ্টব্য -
১. উপরের আর্থিক ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা সমীক্ষিত এবং ১৪ মে, ২০২৪ তারিখের সভায় কিরণ ব্যাপার লিমিটেডের ('দি কোম্পানি') পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত ও নথিভুক্ত।
২. কোম্পানির আর্থিক ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছে ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস্ ('ইন্ড এএস') অনুসারে, কোম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস্) রুলস, ২০১৫-এর সঙ্গে পঠিত কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ ('দ্য অ্যাক্ট')-এর সেকশন ১৩৩ অধীনে প্রজ্ঞাপিত, যা কোম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস্) (অ্যামেন্ডমেন্ট) রুলস, ২০১৫ দ্বারা (সংশোধিত মতো)।
৩. উপরের ফর্ম্যাট ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের নির্যাস, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফল স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.bseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.lnbgroup.com** -তে পাওয়া যাবে।
৪. ৩১ মার্চ, ২০২৪ এবং ৩১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যানগুলি হল সম্পূর্ণ আর্থিক বছরের ক্ষেত্রে নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত প্রকাশিত বর্ষ-থেকে-তারিখের পরিসংখ্যানগুলির মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ পরিসংখ্যান, যা সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের দ্বারা সীমিত পর্যালোচনার বিষয় ছিল।
৫. পরিচালনা পর্ষদ এই সভায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি ১০% হারে অর্থাৎ ১/- টাকা লভ্যাংশ পুনরায় গ্রহণ করে, যা বার্ষিক সাধারণ সভায় চূড়ান্ত অনুমোদন সাপেক্ষে হবে।

**পর্ষদের পক্ষে**
**কিরণ ব্যাপার লিমিটেড-এর পক্ষে**
স্বা/-
এল. এন. বাঙ্গুর
চেয়ারম্যান
DIN: 00012617

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৪ মে, ২০২৪

# ১৯ রানে জিতে প্লে-অফের দৌড়ে সৌরভের দিল্লি

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** আগের ম্যাচে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কাছে হারের পরে মাঠেই লখনউ সুপার জায়ান্টসের অধিনায়ক লোকেশ রাহুলকে ধমক দিয়েছিলেন দলের মালিক সঞ্জীব গোয়েন্কা। পরে বিতর্ক হওয়ায় নিজের বাড়িতে নৈশভোজে রাহুলকে আমন্ত্রণও করেন গোয়েন্কা। তার পরেও ফর্মে ফিরতে পারল না লখনউ। দিল্লি ক্যাপিটালসের কাছে হারল তারা।

মরণ-বাঁচন ম্যাচ জিতল দিল্লি ক্যাপিটালস। ঘরের মাঠে লখনউ সুপার জায়ান্টসকে হারাল তারা। এই জয়ের ফলে ১৪ ম্যাচে ১৪ পয়েন্টে শেষ করল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দল। এখনও প্লে-অফে যাওয়ার আশা বাঁচিয়ে রাখলেন ঋষভ পন্থেরা। দিল্লির কাছে হারায় চাপ আরও বাড়ল লখনউয়ের। হারের হ্যাটট্রিকের পরে লখনউয়ের পয়েন্ট ১৩ ম্যাচে ১২। অর্থাৎ, গোয়েন্কার দলের প্লে-অফের আশা সরু সুতোর উপর ঝুলছে।

ঘরের মাঠে টস হারেন দিল্লির অধিনায়ক পন্থ। প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন লখনউয়ের অধিনায়ক লোকেশ রাহুল। শুরুটা ভাল হয়নি দিল্লির। দ্বিতীয় বলেই ফর্মে থাকা জেক-ফ্রেজার ম্যাকগার্ককে শূন্য রানে আউট করেন আরশাদ খান।

আর এক ওপেনার অভিষেক ফর্মে ছিলেন। পাওয়ার প্লে কাজে লাগিয়ে একের পর এক বড় শট খেলছিলেন তিনি। বিশেষ করে লখনউয়ের পেসারদের বলের গতি ব্যবহার করছিলেন বাঙালি বাঁহাতি ব্যাটার। মাত্র ২৯ বলে অর্ধশতরান পূর্ণ করেন তিনি। অভিষেককে সঙ্গ দিচ্ছিলেন শাই হোপ। তিনিও দ্রুত রান করছিলেন।

পেসারেরা রান দেওয়ায় স্পিনারদের হাতে বল তুলে দেন রাহুল। অভিষেক ও হোপের ৯২ রানের জুটি ভাঙেন রবি বিষ্ণোই। ৩৮ রানের মাথায় হোপকে আউট করেন তিনি। ভাল ক্যাচ ধরেন অধিনায়ক রাহুল। তাঁর ক্যাচ দেখে গ্যালারিতে বসে থাকা সঞ্জীব গোয়েন্কাও দাঁড়িয়ে হাততালি দেন। আগের ম্যাচে হারের পরে রাহুলের সঙ্গে লখনউ মালিকের উত্তপ্ত কথোপকথনের একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছিল। দেখে মনে করা হচ্ছিল, রাহুলকে ভর্ৎসনা করছেন গোয়েন্কা। তা নিয়ে বিতর্কও হয়েছে। যদিও এই ম্যাচে রাহুলের ক্যাচের পরে গোয়েন্কার মুখে দেখা গেল চওড়া হাসি। দিল্লিকে বড় ধাক্কা দেন নবীন উল হক। ৩৩ বলে ৫৮ রান করে ছক্কা মারতে গিয়ে বাউন্ডারিতে ক্যাচ দিয়ে বসেন অভিষেক। ভাল ক্যাচ ধরেন নিকোলাস পুরান। অভিষেক যত ক্ষণ ছিলেন তত ক্ষণ ওভার প্রতি ১০ রানের বেশি হচ্ছিল। তিনি আউট হওয়ার পরে রানের গতি কমে যায়। লখনউয়ের বোলারদের বিরুদ্ধে পন্থ ও স্টাবস তেমন হাত খুলতে পারছিলেন না।

ডেথ ওভারে বড় শট মারার চেষ্টা করেন দুই ব্যাটার। শুরুও করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু ৩৩ রান করে নবীনের বলে আউট হন পন্থ। ফলে দলকে ২০০ বা তার বেশি রানে নিয়ে যাওয়ার সব দায়িত্ব দিয়ে পড়ে স্টাবসের কাঁধে। শেষ দুই ওভারে হাত খোলেন স্টাবস। নবীনের ওভার থেকে আসে ২১ রান। মাত্র ২২ বলে অর্ধশতরান করেন স্টাবস। তাঁর ব্যাটেই ২০০ পার হয় দিল্লির। তাঁদের কাজ কিছুটা সহজ করে দেন বিষ্ণোই। শেষ ওভারে দু'টি ক্যাচ ফেলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ২০৮ রান করে দিল্লি। স্টাবস ৫৭ রানে অপরাজিত থাকেন।

## কে কোথায় দাঁড়িয়ে

**কলকাতা নাইট রাইডার্স**
১২ ম্যাচে ৯টি জয়, ১৮ পয়েন্ট

**রাজস্থান রয়্যালস**
১১ ম্যাচে ৮টি জয়, ১৬ পয়েন্ট

**চেন্নাই সুপার কিংস**
১২ ম্যাচে ৭টি জয়, ১৪ পয়েন্ট

**সানরাইজার্স হায়দরাবাদ**
১২ ম্যাচে ৭টি জয়, ১৪পয়েন্ট

**রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু**
**১৩ ম্যাচে ৬টি জয়, ১২ পয়েন্ট**

**দিল্লি ক্যাপিটালস**
১৪ ম্যাচে ৭টি জয়, ১২ পয়েন্ট

**লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস**
১২ম্যাচে ৬টি জয়, ১২ পয়েন্ট

**গুজরাট টাইটানস**
**১২ ম্যাচে ৫টি জয়, ৮ পয়েন্ট**

**মুম্বই ইন্ডিয়ানস**
**১৩ ম্যাচে ৪টি জয়, ৮ পয়েন্ট**

**পঞ্জাব কিংস**
**১২ ম্যাচে ৪টি জয়, ৮ পয়েন্ট**

# টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে 'ভারতের সেমিফাইনালে' অন্য নিয়ম!

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** ক্রিকেটের যে কোনও বড় প্রতিযোগিতায় বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে 'রিজার্ভ ডে' বা অতিরিক্ত দিন রাখা হয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার জন্য। আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনাল এবং ফাইনালের জন্য অতিরিক্ত দিন রয়েছে। তবে দ্বিতীয় সেমিফাইনালের জন্য কোনও অতিরিক্ত দিন রাখেনি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সূচি অনুযায়ী প্রথম সেমিফাইনাল হওয়ার কথা ২৬ জুন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সময় অনুযায়ী রাত ৮.৩০ মিনিটে শুরু হবে খেলা (ভারতীয় সময় অনুযায়ী ২৭ জুন সকাল ৬টা)। সে দিন বৃষ্টি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে খেলা সম্ভব না হলে ২৭ জুন বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনাল হবে। অর্থাৎ প্রথম সেমিফাইনালের জন্য ২৭ জুন অতিরিক্ত দিন হিসাবে রাখা হয়েছে। এই ম্যাচ হবে ত্রিনিদাদে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনাল হওয়ার কথা ওয়েস্ট ইন্ডিজের সময় অনুযায়ী ২৭ জুন সকাল ১০.৩০ মিনিটে (ভারতীয় সময় অনুযায়ী ২৭ জুন রাত ৮টা)।

এই ম্যাচের জন্য কোনও অতিরিক্ত দিন নেই। আইসিসি এবং ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ এই ম্যাচের জন্য অতিরিক্ত ৪ ঘণ্টা ১০ মিনিট বরাদ্দ রেখেছে। বৃষ্টির জন্য খেলা শুরুর সময় পিছিয়ে যেতে পারে বা ওভার সংখ্যা কমানো হতে পারে। কিন্তু পরের দিন খেলা আয়োজনের কোনও ব্যবস্থা নেই। এই ম্যাচ হবে গায়ানায়।

কেন এমন ব্যবস্থা? আইসিসি জানিয়েছে, বিশ্বকাপের ফাইনাল হবে ২৯ জুন। ফাইনালে ওঠা দু'টি দলকেই ২৮ জুন নিয়ে যাওয়া হবে ব্রিজটাউনে। অর্থাৎ ফাইনালে ওঠা দু'টি দলকে ওয়েস্ট ইন্ডিজরে অন্য দেশে গিয়ে ফাইনাল খেলতে হবে। তাই ২৮ জুন কোনও ম্যাচ রাখা যায়নি।

আইসিসি জানিয়ে দিয়েছে, ভারত বিশ্বকাপের শেষ চারে উঠলে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল খেলবে। ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আইসিসি কর্তারা। ফলে ভারতের সেমিফাইনালের জন্য কোনও অতিরিক্ত দিনের ব্যবস্থা নেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সূচিতে।

# মৌসুম শেষে ইউনাইটডে ছাড়ছেন বিশ্বকাপজয়ী ভারান

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** মৌসুম শেষে রাফায়েল ভারানের ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ছাড়ার গুঞ্জনটা কদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল। অবশেষে সে গুঞ্জনই এল আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়ে। ভারানের সঙ্গে মৌসুম শেষেই ইউনাইটেডের চুক্তির মেয়াদও শেষ হবে। তারপরই তাঁর ক্লাব ছাড়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ইউনাইটেড কর্তৃপক্ষ। বিবৃতিতে ভারানের বিদায় ঘোষণার সঙ্গে তাঁকে ধন্যবাদও জানিয়েছে ক্লাবটি। বিপরীতে ইউনাইটেডের দারুণ ভবিষ্যৎ দেখার কথা বলেছেন ভারানও।

২০২১ সালের জুলাইয়ে ৩ কোটি ৪০ মিলিয়ন ইউরোতে রিয়াল মাদ্রিদ থেকে ইউনাইটেডে যোগ দেন ভারান। ম্যানচেস্টারের ক্লাবটির হয়ে ৯৩টি ম্যাচ খেলেছেন এই সেন্টারব্যাক। আর এ সময়ে ভারানের একমাত্র অর্জন ২০২২-২৩ মৌসুমে লিগ কাপ জয়।

ভারানের বিদায়ের খবর নিশ্চিত করে বিবৃতিতে ইউনাইটেড বলেছে, 'ইউনাইটেডের সবাই রাফাকে (ভারান) তার সেবার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছে। ভবিষ্যতের জন্য তাকে আমরা শুভকামনা জানাচ্ছি।'

বিদায়ী বার্তায় ইউনাইটেডের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভারান বলেছেন, 'আমরা কঠিন একটি মৌসুম পার করা সত্ত্বেও আমি ক্লাবের ভবিষ্যৎ নিয়ে ইতিবাচক। নতুন মালিক স্পষ্ট পরিকল্পনা ও দারুণ কৌশল নিয়ে এসেছে। মৌসুমের শেষ ম্যাচে ওল্ড ট্রাফোর্ডে আমি আপনাদের বিদায় জানাব। সেটা নিশ্চিতভাবেই আমার

জন্য আবেগের একটি দিন হতে যাচ্ছে।'

রিয়াল মাদ্রিদের সম্ভাব্য সব শিরোপা জিতেই ইউনাইটেডে এসেছিলেন ভারান। কিন্তু রিয়ালের হয়ে তিনটি লা লিগা এবং চারটি চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতা ভারান ইউনাইটেডে সেই সাফল্যের পুনরাবৃত্তি করতে ব্যর্থ হন। ইউনাইটেডে এসে অবশ্য লম্বা সময় চোট নিয়েও কেটেছে ২০১৮ সালে ফ্রান্সের হয়ে বিশ্বকাপ জেতা এই ডিফেন্ডারের।

চলতি মৌসুমেও চোটের কারণে বেশ ভুগেছেন ৩১ বছর বয়সী এই ফুটবলার। প্রিমিয়ার লিগের ২১ ম্যাচসহ সব মিলিয়ে ৩০ ম্যাচে খেলার সুযোগ পেয়েছেন তিনি।

গত ৪ এপ্রিল চেলসির বিপক্ষে লিগ ম্যাচে ৪-৩ গোলে হারের পর ইউনাইটেডের জার্সিতে আর দেখা যায়নি ভারানকে।

তবে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে ২৫ মে এফএ কাপ ফাইনালের আগে তাঁর সুস্থ হয়ে ফেরা নিয়ে আশাবাদী হওয়ার কথা বলেছেন ইউনাইটেড কোচ এরিক টেন হাগ। সেদিন শিরোপা জিতে ইউনাইটেডকে ভারান বিদায় বলতে পারেন কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষা।

# বিশ্বকাপের পরেই অস্ট্রেলিয়া সফর, ভারতীয়দের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা কামিন্সদের বোর্ডের

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** চলতি বছরের শেষে আবার লাল বলের ক্রিকেট খেলবেন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরে নভেম্বর মাসে অস্ট্রেলিয়া সফর রয়েছে ভারতের। পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে দুই দল। বর্ডার-গাওস্কর ট্রফিতে ভারতীয় সমর্থকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ড।

গত বছর বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে এই ফ্যান জোনে টিকিট কাটার জন্য আগ্রহ দেখাবেন বলে আমরা আশা রাখছি। পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে ঢোল বাজিয়ে খেলার আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন তাঁরা।'

এর আগে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে দু'টি টেস্ট সিরিজ জিতেছে ভারত। তাই চলতি বছর এই সিরিজ ঘিরে ভারতীয় দর্শকদের আগ্রহ তুঙ্গে থাকবে। সিরিজ জয়ের হ্যাটট্রিক দেখতে চাইবেন তাঁরা। সেই কারণেই এই বন্দোবস্ত করা হচ্ছে।

অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারের পরে আবার প্যাট কামিন্সদের বিরুদ্ধে খেলতে নামবেন রোহিতেরা। সেই সিরিজে ভারতীয় সমর্থকেরা যাতে স্টেডিয়ামে বসে আরও ভাল ভাবে খেলা দেখতে পারেন তার জন্য 'ফ্যান জোন' করা হবে। ভারতীয় সমর্থকেরা আলাদা ভাবে বসে খেলা দেখতে পারবেন।

অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ড একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'ভারতীয় সমর্থকেরা যাতে আরও আরামে বসে ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ দেখতে পারেন তার জন্য এই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রতিটা স্টেডিয়ামে এই ব্যবস্থা থাকবে। ভারতীয় সমর্থকেরা

২২ নভেম্বর থেকে পার্থে শুরু প্রথম টেস্ট। দ্বিতীয় টেস্ট অ্যাডিলেডে ৬ ডিসেম্বর থেকে। সেটি দিন-রাতের টেস্ট। ১৪ ডিসেম্বর থেকে ব্রিসবেনে শুরু তৃতীয় টেস্ট। চতুর্থ টেস্ট বক্সিং ডে টেস্ট। মেলবোর্নে ২৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু সেই ম্যাচ। আগের দুই সিরিজে চারটি করে টেস্ট হয়েছিল। কিন্তু এ বার হবে পাঁচটি টেস্ট। পঞ্চম তথা শেষ টেস্ট সিডনিতে হবে ৩ জানুয়ারি থেকে। এই সিরিজরে উপরে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলা অনেকটাই নির্ভর করছে।

# এমবাপ্পে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিচ্ছেন লা লিগা প্রধান

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** কিলিয়ান এমবাপ্পে আগামী মৌসুমে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন লা লিগা সভাপতি হাভিয়ের তেবাস। ২৫ বছর বয়সী ফ্রান্স অধিনায়ক গত সপ্তাহে জানান, মৌসুম শেষে তিনি পিএসজি ছাড়বেন। কোথায় যাবেন, সেটি তখন জানাননি এমবাপ্পে। তবে কয়েকটি মৌসুম ধরেই তাঁকে কেনার চেষ্টা করেছে রিয়াল।

আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম 'ওলে'কে গতকাল তেবাস বলেছেন, 'আগামী মৌসুমে সে (এমবাপ্পে) মাদ্রিদের। তারা পাঁচ বছরের চুক্তি করলে সে পাঁচ মৌসুম সুযোগ পাবে (চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের)।'

এমবাপ্পেকে ২০২১ সালের জুনে কেনার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল রিয়াল। এর পর থেকে প্রতি দলবদলেই পিএসজি ফরোয়ার্ড এবং মাদ্রিদের ক্লাবটি নিয়ে গুঞ্জন ডালপালা মেলেছে।

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি এক প্রতিবেদনে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মার্কা জানায়, রিয়ালের সঙ্গে আরও দুই সপ্তাহ আগে চুক্তি সম্পন্ন করেছেন এমবাপ্পে। ১ জুলাই থেকে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে রিয়ালের খেলোয়াড় হতে যাচ্ছেন। শুধু তা,ই নয়, রিয়ালে এমবাপ্পের বেতনকাঠামো কেমন হতে পারে, সেটাও জানিয়েছিল মার্কা। সূত্রের বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যমটি তখন জানিয়েছিল, রিয়ালে এমবাপ্পের বেতন হবে বার্ষিক ১ কোটি ৫০ লাখ ইউরো থেকে ২ কোটি ইউরোর মধ্যে, সঙ্গে যুক্ত হবে বোনাসও।

মার্কার সেই প্রতিবেদনের পরই পিএসজির একাদশে অনিয়মিত হয়ে পড়েন এমবাপ্পে। ক্লাবটির কোচ লুইস এনরিকে পরিষ্কার জানিয়ে দেন, এমবাপ্পেকে ছাড়াই খেলার

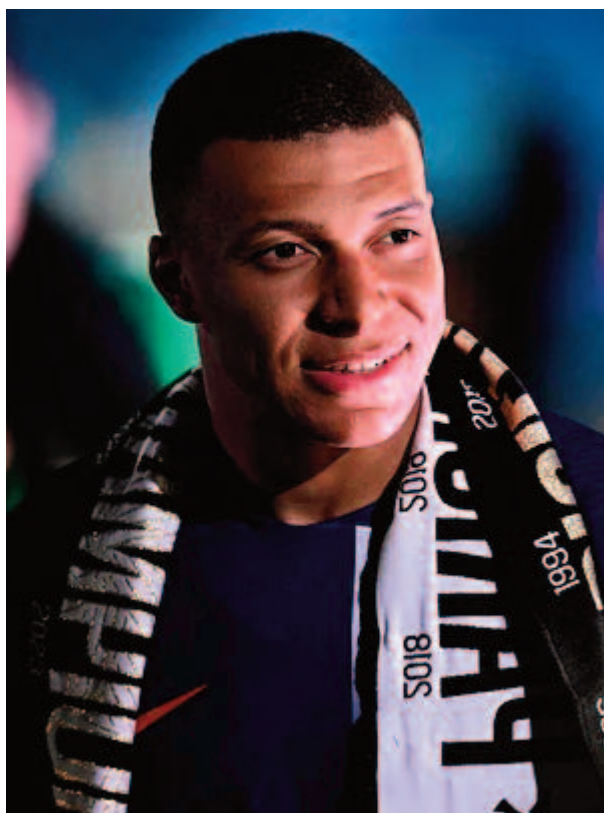

অভ্যাস তৈরি করতে হবে। এরপর পিএসজি চ্যাম্পিয়নস লিগ থেকে বিদায় নেওয়ার পর এমবাপ্পের আর গোপন করার কিছু ছিল না। ফরাসি তারকা মৌসুম শেষে ক্লাবটি ছাড়ার কথা জানিয়ে দেন। রিয়াল এখনো তাঁকে দলে টানার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়নি। সম্ভবত ১ জুন চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল খেলার পর এমবাপ্পের দিকে চোখ ফেরাবে মাদ্রিদের ক্লাবটি। এর আগে লিগ জয়ও নিশ্চিত করেছে রিয়াল।

তেবাস বলেছেন, 'এমবাপ্পে বিশ্বের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়। কিন্তু ভিনিসিয়ুস ও বেলিংহামও আছেন। মাদ্রিদের স্কোয়াডটি দারুণ হবে। তবে তাতে লিগ জেতার কোনো নিশ্চয়তা নেই।'

২০১৭ সালে মোনাকো থেকে ১৮ কোটি ইউরোয় পিএসজিতে যোগ দেন এমবাপ্পে। ক্লাবটির ইতিহাসে তিনিই সর্বোচ্চ গোলদাতা (২৫৬)। পিএসজির হয়ে পাঁচবার লিগ জিতলেও চ্যাম্পিয়নস লিগের শিরোপা অধরাই থেকে গেছে। ২০২০ ফাইনালে হেরেছিলেন বায়ার্ন মিউনিখের কাছে। চ্যাম্পিয়নস লিগে ১৪ বারের চ্যাম্পিয়ন রিয়ালে যোগ দিয়ে এমবাপ্পে খুব স্বাভাবিকভাবেই ইউরোপিয়ান শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপাটা জিততে চাইবেন।

# আইপিএলে ইমপ্যাক্ট বদলির নিয়মকে 'ভালো' মনে হচ্ছে শাস্ত্রী-অশ্বিনের

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় ও কোচ আইপিএলে ইমপ্যাক্ট বদলি নিয়মের বিপক্ষে কথা বললেও এবার এটিকে সমর্থন জানিয়েছেন ভারতের সাবেক কোচ ও ধারাভাষ্যকার রবি শাস্ত্রী। ভারতীয় তরুণ ক্রিকেটারদের জন্য নিয়মটি ভালো বলে মনে করেন অফ স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিনও।

অশ্বিনের ইউটিউব চ্যানেলে এক শোতে গিয়ে শাস্ত্রী বলেছেন, 'ইমপ্যাক্ট খেলোয়াড়টা (নিয়ম) ভালো। আপনাকে সময়ের সঙ্গে বদলাতে হবে। এটা কিন্তু অন্য খেলাতেও হয়। ফলে শেষগুলো আরও টান টান হয়। আপনাকে সময়ের সঙ্গে বদলাতে হবে এবং আমার মনে হয় এটি ভালো নিয়ম। গত বছরের আইপিএলে আমরা কতগুলো টান টান শেষ দেখেছি, তা আপনারা দেখেছেন। ফলে এটা বড় একটা পার্থক্য গড়ে দিয়েছে।'

২০২৩ সাল থেকে আইপিএলে চালু করা হয়েছে ইমপ্যাক্ট বদলির নিয়ম। এ নিয়ম অনুযায়ী, ম্যাচের যেকোনো সময় একজন বদলি খেলোয়াড়কে নামাতে পারে দলগুলো, যাঁরা ব্যাটিং-বোলিং যেকোনো কিছুই করতে পারেন। নিয়মটি এমনভাবে কার্যকর করা হচ্ছে, কার্যত এখন প্রতি ম্যাচে খেলছেন ১২ জন করে খেলোয়াড়। তাতে কার্যত অলরাউন্ডারদের ভূমিকাও কমে গেছে। নিয়মটি পছন্দ নয়, এর আগে এমন বলেছেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মাও। তবে অশ্বিন বলছেন, এ নিয়মের কারণেই ধ্রুব জুরেলের মতো খেলোয়াড় সুযোগ পাচ্ছেন, যিনি সম্প্রতি ভারতের হয়ে খেলারও সুযোগ পেয়েছেন।

অশ্বিনের মতে, 'আমাদের এটাও বুঝতে হবে, সাতজনের বদলে আটজন ভারতীয় সুযোগ পাচ্ছে। এটা আসলে সুযোগ। অতীতেও এমন হয়েছে, তরুণ তারকারা বসে ছিল। সুযোগ পায়নি।'

এরপর শাস্ত্রী যোগ করেছেন, 'যেকোনো নতুন নিয়ম এলেই লোকে এটা কেন ঠিক নয়, সেটি প্রমাণের চেষ্টা করে দেখবে। কিন্তু যখন আপনি দেখবেন ১৯০-২০০ রানের স্কোর হচ্ছে এবং আপনি যেমন কারও কথা উল্লেখ করলে যারা সুযোগ পাচ্ছে এবং সেটি কাজে লাগাচ্ছে, তখন লোকে এত দিন যা ভাবত, তার চেয়ে ভিন্নভাবে চিন্তা করবে।'

অবশ্য সম্প্রতি এ নিয়মের ব্যাপারে কথা বলেছেন বিসিসিআইয়ের সেক্রেটারি জয়

শাহও। তিনি জানিয়েছেন, ইমপ্যাক্ট বদলির নিয়মটি স্থায়ী নয়। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে কথা বলে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

গত বৃহস্পতিবার মুম্বাইয়ে বিসিসিআইয়ের প্রধান কার্যালয়ে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'ইমপ্যাক্ট খেলোয়াড় হচ্ছে পরীক্ষামূলক নিয়মের মতো। আমরা ধীরে ধীরে এটি কার্যকর করেছি। সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, (প্রতি ম্যাচে) দুজন করে ভারতীয় খেলোয়াড় (বাড়তি) সুযোগ পাচ্ছে। যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। (তবে) আমরা খেলোয়াড়, ফ্র্যাঞ্চাইজি, ব্রডকাস্টারদের সঙ্গে কথা বলব (এরপর সিদ্ধান্ত নেব)। এটি স্থায়ী নয়, (কিন্তু) আমি এটাও বলছি না যে এ নিয়ম থাকবেই না।' রোহিতের বাইরে প্রকাশ্যে এ নিয়মের বিপক্ষে কথা বলেছেন অক্ষর প্যাটেল ও মুকেশ কুমার। অবশ্য দিল্লি ক্যাপিটালসের কোচ রিকি পন্টিংয়ের এ নিয়মের ব্যাপারে মিশ্র অনুভূতিই আছে। তাঁর মতে, আইপিএলকে আকর্ষণীয় করে তুলতে এ নিয়ম ধরে রাখলে তিনি খুশিই হবেন। তবে কোচ হিসেবে চিন্তা করলে নিয়মটি তাঁর কাছে 'দুঃস্বপ্নের' মতো।

অবশ্য জয় বলেছেন, এ নিয়মের বিপক্ষে এখনো কেউ তাঁদের কিছু জানাননি, 'এটি খেলাকে আরও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করছে কি না (সেটি দেখব)। কোনো খেলোয়াড় যদি মনে করে এটি ঠিক নয়, তাহলে তার সঙ্গে কথা বলব আমরা। কিন্তু কেউ আমাদের এখন পর্যন্ত কিছু বলেনি, ফলে বিশ্বকাপের পরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

**নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড**-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
**RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**